ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
পঞ্চম বর্ষ • সংখ্যা: ১৬
অক্টোবর- ডিসেম্বর-২০২১

বিজয়ের ৫০ বছর
শোষিত ও শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ
সাধনই হোক বিজয়ের অঙ্গীকার

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ

নেতৃত্ব ও অনুসারীদের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নে
রাসুলে কারীম (সাঃ) এর উসওয়া

আফগানিস্তান, বৃহৎ শক্তি ও তালেবান বিজয়

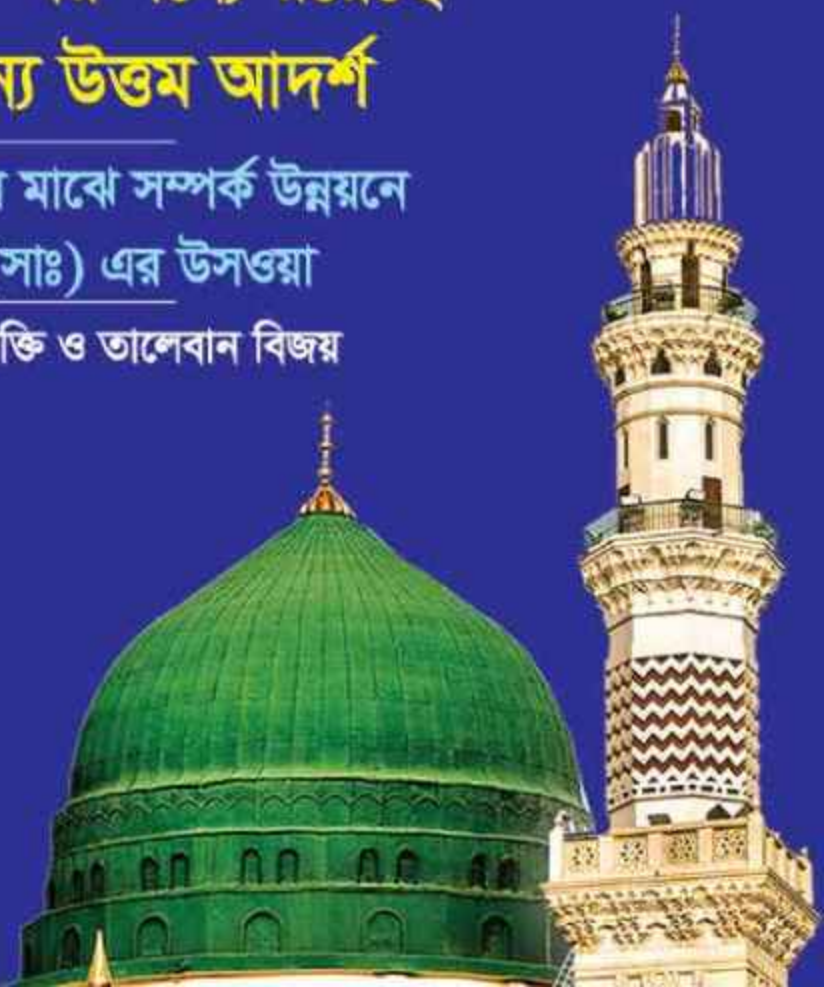

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল **কর্ণফুলী**।

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ:

- কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রা:) লি:
- কর্ণফুলী হাউজিং
- কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লি:
- কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লি:
- এম.রহমান বিল্ডার্স

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট

কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার
টমছমব্রীজ,কুমিল্লা

KGL

কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে

(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

টমছমব্রীজ, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১

e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

পঞ্চম বর্ষ ● সংখ্যা: ১৬
অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২১

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আহমাদ সালমান

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল
অক্টোবর: ২০২১

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

- শয়তান দুনিয়ার ভোগ সামগ্রীকে অতি উত্তম করে দেখায় — হাফেজ নূর হোসাইন — ০৩
- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ — ড. আব্দুল মান্নান — ০৬
- নেতৃত্ব ও অনুসারীদের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নে রাসুলে কারীম (সাঃ) এর উসওয়া — আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ — ১১
- যে ক্রীতদাসীর কোলে এতিম মুহাম্মদ (সাঃ) এর বেড়ে ওঠা — রোজিনা আক্তার — ১৬
- বিজয়ের ৫০ বছর : শোষিত ও শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ সাধনই হোক বিজয়ের অঙ্গীকার — কামরুজ্জামান বাবলু — ১৯
- আমাদের ব্যবহারিক জীবন — অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান — ২১
- আফগানিস্তান, বৃহৎ শক্তি ও তালেবান বিজয় — মাসুমুর রহমান খলিলী — ২৫
- হামাস : মুক্তিকামী মানুষের সাহসী ঠিকানা — মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান — ২৯
- স্মৃতির মণিকোঠায় শহীদ রুহুল আমীন — খান ইয়াকুব — ৩৬
- করোনায় কর্মজীবিদের করুন দশা বন্ধ প্রতিষ্ঠান: বাড়ছে বেকার — আবুল কালাম আজাদ — ৩৮
- গৃহ শ্রমিক — ড. আসগর ইবনে হযরত আলী — ৪১
- সংগঠন সংবাদ — ৪৪

সম্পাদকীয়

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষরা নিঃস্বার্থভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। একটি সোনালী স্বদেশ গড়তে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে কার্পণ্য করেনি। শুধুমাত্র একটি স্বাধীন পতাকার জন্য তাদের আত্মত্যাগ মহান মুক্তিযুদ্ধকে করেছে গৌরবান্বিত। দেশকে এগিয়ে নিয়েছে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ বির্নিমাণে শ্রমজীবী মানুষদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে তারা দিনরাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আজ যখন বাংলাদেশ বিজয়ের পঞ্চাশতম বছর অতিবাহিত করতে যাচ্ছে তখন অতীতে ফিরে তাকালে এই দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটি শ্রমজীবী মানুষের আত্মত্যাগ ও অবদানের কথা আমাদের স্মরণ করে দিচ্ছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যাদের রক্তঘামের পরিশ্রমের বদৌলতে দেশের গায়ে প্রতিনিয়ত উন্নয়নের ছোঁয়া লাগছে বিগত পঞ্চাশ বছরে সেই সকল শ্রমজীবী মানুষদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। শ্রমজীবী মানুষের কর্মঘন্টা হতে শুরু করে নূন্যতম মজুরি নির্ধারিত হয়নি। স্বাধীন দেশে অন্য দশজন নাগরিকের ন্যায় শ্রমজীবী মানুষরা তাদের প্রাপ্য মৌলিক অধিকার বুঝে পায়নি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও নূন্যতম চিকিৎসা সেবা শ্রমিকের অধরা রয়ে গেছে। শ্রমিকের সন্তানরা শিক্ষার অধিকার থেকে এখনো বঞ্চিত। তাই বিজয়ের পঞ্চাশ বছরেও বলতে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ বিজয়ের কাঙ্খিত স্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল। আজ শ্রমিকের ঘরে কানপাতলে শুধু হাহাকারের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

আইয়্যামে জাহিলিয়াতের অভিশাপ যখন সমগ্র মানব জাতিকে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। সেই সময় বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে সময় আগমন করেছিলেন তা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বর্বর নিকৃষ্টতম সময়। সে সময়ের কথা শুনলে এখনো মানুষ কেঁপে উঠে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সেই অরাজকতার ঘুটঘুটে অন্ধকার দূরীভূত করে সমগ্র পৃথিবীতে আলোর মশাল প্রজ্জ্বলন করেছিলেন। সাম্য ও ন্যায়ের সৌধের ওপর প্রতিষ্ঠা করলেন এক আলোকিত সোনালী সমাজ।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) শ্রমজীবী মানুষদের খুবই ভালোবাসতেন। তাদের দুঃখ বেদনা দূর করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বলেছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার মজুরি পরিশোধ করতে। মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামী শ্রমনীতির মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষদের অনন্য মর্যাদায় সম্মানিত করেছেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন 'তোমরা তাদেরকে তাই খেতে দিবে যা তোমরা নিজেরা খাবে। তোমরা তাদেরকে তাই পরাবে যা তোমরা নিজেরা পরবে। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে এক অন্যন্য উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যুগের আবর্তনে শ্রমজীবী মানুষদের ওপর জুলুম নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমজীবী মানুষদের রক্ত-ঘাম তুচ্ছ করে তাদেরকে অবহেলিত করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শ্রমজীবী মানুষদের মুক্তির কথা বলে মানব রচিত বিধান তাদের ওপর চাপানোর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্বার্থান্বেসি মহল। কালমার্কস, লেলিনবাদ কিংবা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দোহাই দিয়ে সহজ সরল শ্রমজীবীদের ঠকিয়ে যাচ্ছে একদল শ্রমিক নেতৃত্ব। কিন্তু মানব রচিত বিধানের মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব নয়, তা ইতোমধ্যে প্রমানিত হয়েছে। ফলে ইসলামী শ্রমনীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে আমাদের প্রত্যাশা শ্রমজীবী মানুষরা তাদের পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে মূল্যায়ন করা হবে। তাহলেই বাংলাদেশ সমৃদ্ধি ও আগামীর পথে এগিয়ে যাবে দুর্বার গতিতে।

শয়তান দুনিয়ার ভোগ সামগ্রীকে অতি উত্তম করে দেখায়

হাফেজ নূর হোসাইন

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ- إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ- الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ **সূরা আল ফাতির :৫-৭**

অনুবাদ : হে লোকেরা! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবেই সত্য, কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সেই বড় প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে।

আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রুই মনে করো। সে তো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এজন্য ডাকছে যাতে তারা দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

যারা কুফরী করবে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও বড় পুরস্কার।

নামকরণ : সূরার প্রথম আয়াতের الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ মধ্যকার فَاطِرِ শব্দ চয়ন করে নামকরণ করা হয়েছে। فَاطِرِ শব্দের অর্থ সূচনাকারী, সৃষ্টিকারী।

নামকরণের সার্থকতা : সূরাগুলোর নামকরণ হয় ২ ভাবে। (ক) উল্লিখিত শব্দ চয়ন করে। (খ) মূল বিষয়বস্তুর আলোকে। আলোচ্য সূরায় فَاطِرِ শব্দ উল্লেখ আছে, সাথে সাথে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে সৃষ্টির সূচনা হলো, বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদের সৃষ্টির সূচনা ও পরকালের সূচনা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাই এই সূরার নাম فَاطِرِ রাখা সার্থক হয়েছে।

নাজিলের সময়কাল : আলোচ্য সূরাটি মক্কা মুকাররামায় নবুওয়াতী জিন্দেগির মাঝামাঝি সময়ে নাজিল হয়েছে। يَا أَيُّهَا النَّاسُ সূরার সকল বৈশিষ্ট্য এই সূরার মধ্যে পাওয়া যায়। তবে উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পরেই এই সূরা নাযিল হয়।

সূরা পরিচিতি : الْفَاطِرِ শব্দের অর্থ সৃষ্টির সূচনাকারী। ক্রমধারা অনুযায়ী القرآن الكريم এর ৩৫ নাম্বার সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৪৫টি। রুকু ৫টি। আর নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ৩৫ নাম্বার সূরা।

আলোচ্য বিষয় : পরকালে মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি।

নাজিলের কারণ : রাসূল (সা.) যখন আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ দুই উমর থেকে এক উমরকে ইসলামের জন্য দান কর। অতঃপর উমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহ তাআলা আলোচ্য সূরাটি নাজিল করেন। (কুরতুবি, মাযহারি)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ এ বাক্যাংশ দ্বারা আল্লাহ তাআলা পুরো মানবগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। এ আহবানের মধ্যে পরকাল, পুরস্কার, শাস্তি, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত সবকিছুই আছে। মুমিন বা মুসলিম নয় সারা মানবগোষ্ঠীই এই আহ্বানের অন্তর্ভুক্ত যা মাক্কি সূরাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেননা রাসূল (সা.)-এর মাক্কি জীবনে ঈমানদারদের তুলনায় সাধারণ মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল। যারা ঈমান এনেছে তারা সাধারণত ওপরের বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই ঈমান এনেছে। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই আহবানে ঈমানদারেরাও শামিল রয়েছে।

কিয়ামত হবে:

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি সত্য। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এখানে বলেছেন, কিয়ামত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি আল্লাহ কিয়ামতের ওয়াদা করছি আর তা হবেই হবে।

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ- لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল, সেই শাস্তি সম্পর্কে (কিয়ামত) যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। কাফিরদের জন্য যা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। (সূরা মায়ারিজ : ১-২)

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

বলো আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা জাসিয়া:২৬)

قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

হে নবী তাদের জিজ্ঞাসা কর, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা আছে তা কার? সবই আল্লাহর। দয়া করাকে তিনি তার ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। তারা ঈমান আনতে পারবে না। (সূরা আনয়াম : ১২)

দুনিয়ার প্রতারণার সামগ্রী :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

অর্থঃ মানুষের কাছে প্রিয় করা হয়েছে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রুপার স্তুপ, সেরা ঘোড়া, গবাদী পশু এবং ক্ষেতখামার ইত্যাদির প্রতি। এগুলোসহ চাক-চিক্য সকল সামগ্রী। (সূরা আলে ইমরান : ১৪)

নিশ্চয় শয়তান মানুষের শত্রু- إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

ইবলিস শয়তান হয়েছে বা বিতাড়িত হয়েছে মানুষের জন্য। আদম (আ.)কে সেজদা করার ইতিহাস কার না অজানা? আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

অতঃপর যখন ফেরেস্তাদের নির্দেশ দিলাম আদমের সামনে নত হও। তখন সবাই অবনত হলো। ইবলিস অস্বীকার করল। সে নিজের অহংকারে মেতে উঠল এবং নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে মানবজাতি পৃথিবীর হালাল সব কিছু খাও। আর শয়তানের দেখানো পথে চলো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারা : ১৬৮)

শয়তানের চ্যালেঞ্জ : আদমের কারণে যেহেতু ইবলিসকে শয়তান বনিয়ে দেয়া হয়েছে তাই তার শত্রু হিসেবে মানুষকে খারাপ বা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে।

আর সে (শয়তান) বলল, আপনি যেহেতু আমাকে শাস্তি প্রদান করেছেন সেজন্য আমিও আপনার দেয়া সঠিক পথে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকব। অতঃপর আমি তাদের কাছে আসব (ধোঁকা দেয়ার জন্য) সামনের ও পিছনের দিক থেকে, ডান ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ হিসেবে পাবেন না। (সূরা আরাফ : ১৬-১৭)

وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

আর সে বলে, আমি আবশ্যই তোমার বান্দাদের একাংশকে আমার অনুসারী করব। আর নিশ্চয় আমি তাদের পথভ্রষ্ট করব। তাদের হৃদয়ে মিথ্যা আশা সৃষ্টি করব। আমি তাদের নির্দেশ দেবো, তারা গবাদি পশুর কান ছিন্ন করবে। আর তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে। (সূরা নিসা : ১১৮, ১১৯)

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا

সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা আশার সঞ্চার করে। আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা মাত্র। (সূরা নিসা : ১২০)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا- قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً

আর যখন ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, সবাই করল ইবলিস ছাড়া। সে বলেছিল আমি কি তাকে সিজদা করব। যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলেছিল, আমার ওপর তাকে মর্যাদা দিয়ে আপনি কি বিবেচনা করেছেন? কিয়ামত পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদের বশীভূত করে ফেলব। (সূরা বনি ইসরাইল : ৬১-৬২)

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ

আর নিশ্চয় কিয়ামত আসবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা কবরে আছে আল্লাহ তাদেরকে উত্থিত করবেন। (সূরা আল হজ : ৭)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ

আর কাফেররা বলে আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না। বলুন (হে নবী) আমার প্রতিপালকের আজাব নিশ্চয় তা অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। (সূরা সাবা : ৩)

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি : মানুষ সসীম, তাই তার প্রতিশ্রুতিও সসীম। তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার জন্যই অসীম ক্ষমতাধর মহান আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করতে হয়। আর আল্লাহ তাআলা অসীম ক্ষমতাধর হওয়ায় তিনি তার সকল ওয়াদা সত্যতে পরিণত করতে পারেন।

السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولا

সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। আর তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হবে। (সূরা মুযযাম্মিল : ১৮)

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا

আর এভাবে আমরা তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম। যাতে তারা জানে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। (সূরা কাহাফ : ২১)

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

আর তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে। আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (সূরা আনয়াম : ১৩৪)

فلا تغرنكم الحياة الدنيا : দুনিয়ার জীবন যাতে তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। অর্থাৎ দুনিয়ার আরাম আয়েশ, সুখ-শান্তির মোহে পড়ে আল্লাহকে যাতে ভুলে না যাও। এটা যাতে তোমাদের মনে না আসে যে, দুনিয়ার জীবনই সবকিছু। আখেরাত বলতে কোনো কথা নেই। আর থাকলেও যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আরামে থাকবে হাশরে বা পরকালেও সে আরাম-আয়েশে থাকবে।

الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

আর যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে গ্রহণ করেছে। আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। আজ আমরা তাদেরকে ভুলে যাবো। যেভাবে তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেভাবে তারা আমাদের আজাবসমূহকে অস্বীকার করেছিল। (সূরা আরাফ : ৫১)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللهِ الْغَرُورُ

হে মানুষরা তোমাদের রবের ক্রোধ থেকে সতর্ক হও। সে দিনের ব্যাপারে সতর্ক হও, যে দিন কোনো পিতা নিজের পুত্রের পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবে না, পুত্রও দেবে না। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। দুনিয়ার জীবন তোমাদের যাতে প্রতারিত না করে। প্রতারক যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত না করে। (সূরা লোকমান : ৩৩)

প্রতারণা : تعريف الغرور সত্য-সরল পথ থেকে বিচ্যুত ঘটানো। যিনি বিপথগামী করান : প্রতারক, এখানে দুনিয়ার সামগ্রী, শয়তান, মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান উদ্দেশ্য। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে দুই ধরনের শয়তানের উল্লেখ করেছেন মানুষ শয়তান ও জীন শয়তান

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (সূরা নাস)

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

সে বলল, তোমার ইজ্জতের কসম! আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। (সূরা সোয়াদ : ৮২)

শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচার উপায় : শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিয়ে তার সাথী করে নিতে চাইবে তার সাথে জাহান্নামে নেয়ার চ্যালেঞ্জই সে আল্লাহ তায়ালাকে দিয়েছিল। শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচার উপায়ও নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দিয়ে দিয়েছেন। শয়তান নিজেই তা ব্যাখ্যা করছে এভাবেই, আমি সবাইকে নিতে পারব তবে, তাদের মধ্যকার আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত। আর আল্লাহ বলেন- إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (সূরা হিজর : ৪০)

এটাই আমার নিকট পৌছাবে সঠিক পথ। قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (সূরা হিজর : ৪১)

শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচতে আলোচ্য আয়াতের ২টি উপদেশ। إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

নিশ্চয় তার ওপর শয়তানের কোনো কর্তৃত্ব নেই যে, ১. ঈমান আনে, ২. আর ভরসা করে তাদের প্রতিপালকের ওপর।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا

নিশ্চয় আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। আর অভিভাবক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। (সূরা বনি ইসরাইল: ৬৫)

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আর শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।(হামিম সাজদাহ :৩২)

সূরা নাসের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা আশ্রয়ের সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ :

শয়তানের ডাকার মানেই হলো প্রতারণা। তার প্রতারণার ব্যক্তি যত বেশি হবে, অনুসারীও তার বাড়তে থাকবে। যারাই শয়তানের কাজে সহযোগিতা করবে নিঃসন্দেহে তারা শয়তানের দলের লোক। পৃথিবীতে দল থাকবে দুটো- ১. حزب الله আল্লাহর দল, ২. حزب الشيطان শয়তানের দল। নিরপেক্ষ বা এ দুটোর বাইরে তৃতীয় কোন দল থাকতে পারে না। যারা মধ্যবর্তী দলের প্রবক্তা তারা মূলত শয়তানের কর্ম বাস্তবায়ন করছে। এরাও শয়তানের দলের লোক। আল্লাহ তাআলা তাদের কথাই বলছেন-

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

শয়তান তাদের ওপর চেপে বসেছে, আর তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ মুছে দিয়েছে। তারা শয়তানেরই দলভুক্ত লোক। সাবধান! শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুজাদালা : ১৯)

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ :

যারা কুফরি করে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। সাধারণত আল কুরআনে চার ধরনের আজাবের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

১. عذاب اليم ২. عذاب عظيم ৩. عذاب شديد ৪. عذاب مهين

তার মধ্যে ৩ নাম্বার বা عَذَابٌ شَدِيدٌ হলো খুবই মারাত্মক। শয়তান মানুষকে কুফরিতে নিতে নানান ফন্দি আঁটে। শয়তান লোকদেরকে বোঝায় আল্লাহ বলতে কিছুই নেই, পরকাল হবে না, আবার কিছু লোককে বোঝায়, দুনিয়াটা চালিয়ে দিয়ে আল্লাহ আরাম করছে। তুমি কালেমা পড়ো না। তুমিতো একদিন না একদিন জান্নাতে যাবে। তাই এখন আনন্দ করে নাও। আরে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল! তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এভাবে শয়তান মানুষকে আস্তে আস্তে কুফরির দিকে নিয়ে যায়। এই সমস্ত মানুষ পার্থীব বিষয়ে যতই ডিগ্রি অর্জন করুক না কেন, তারা পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামের কীট। তারা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি পাবেই-

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

তার ভাগ্যে তো এটাই লেখা আছে, সে ব্যক্তি তার (শয়তানের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, তাকে সে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। আর জাহান্নামের আজাবের পথ দেখিয়ে দিবে। (সূরা হজ : ৪)

হাশরের ময়দানে শয়তানসহ তার দলের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ- وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ- مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ- فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ- وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ

পথভ্রষ্ট শয়তানের অনুসারীদের নিকট জাহান্নামকে খুলে দেয়া হবে। আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করতে তারা আজ কোথায়? তারা কি আজ তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারছে, না তারা আত্মরক্ষা করতে পারে? তারপর সেই উপাস্যদেরকে এবং এই পথভ্রষ্টদেরকে আর ইবলিসের বাহিনীর সবাইকে তার (জাহান্নামের) মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। (সূরা শুয়ারা : ৯১-৯৫) নিঃসন্দেহে শয়তানের অনুসারীরা আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। জাহান্নামই তাদের আশ্রয়স্থল, মনে রাখতে হবে وَبِئْسَ الْمَصِيرُ তা নিশ্চিত খারাপ জায়গা।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ :

যারা ঈমান আনবে সাথে সাথে ভালো কাজ করবে, তাদের জন্য রয়েছে দু'টি ঘোষণা- ১. ক্ষমা, ২. মহা পুরস্কার। পবিত্র কুরআনুল কারীমের অসংখ্য জায়গায় এই ঘোষণা এসেছে-

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

এ দোষ থেকে একমাত্র তারাই মুক্ত, যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং সৎ কাজ করে, আর তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। (সূরা হুদ : ১১) সর্বোত্তম পুরস্কার হলো জান্নাত।

শিক্ষা : শয়তান মোদের প্রধান শত্রু, এই কথাটি জানি।
আশ্রয় চাই রব তোমার কাছে, মোরা তোমায় মানি।
জাহান্নাম থেকে বেঁচে মোরা, ক্ষমা ও পুরস্কার চাই।
জান্নাতে গিয়ে যেন, তোমার দিদার পাই।

১.আল্লাহর ওয়াদা সত্য কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে।
২. জীবনের সকল কাজে আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে।
৩. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।
৪. শয়তান দুনিয়ার ভোগ সামগ্রীকে অতি উত্তম করে দেখায়।
৫. শয়তান মানুষেকে আল্লাহ সম্পর্কে গাফিল করে রাখে।
৬. শয়তানের প্রতারনা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে হবে ।
৭. দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ব্যাবহার করতে হবে।

লেখক: সাবেক আহবায়ক, বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্রকল্যাণ পরিষদ।

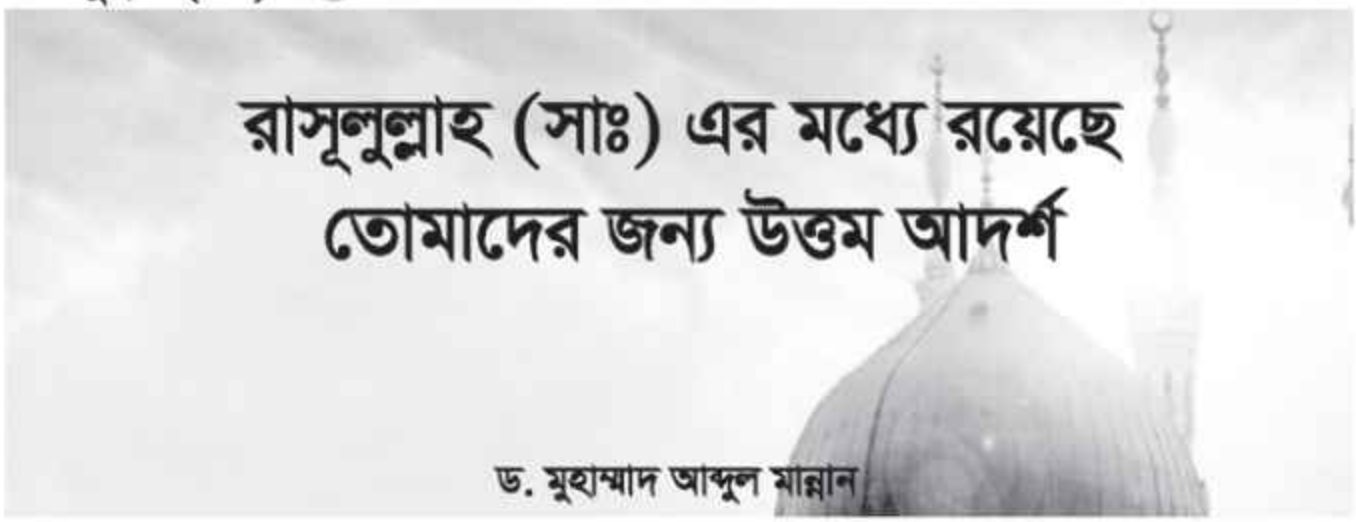

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান

ভূমিকা: জাহেলিয়াতের চরম অন্ধকার যখন পৃথিবীকে গ্রাস করে বসেছিল ঠিক তখনই এ ধরাধমে মুহাম্মাদ গোটা বিশ্বজাহানের জন্য মুক্তির বার্তা নিয়ে এলেন। সেসময় মানুষ হয়ে পড়েছিল সৃষ্টির দাসত্বে বন্দি, নারীরা ছিল চরমভাবে নিপীড়িত, কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিতে পিতা-মাতা কুণ্ঠিত হতো না। সুদি কারবার ও মহাজনিতে অর্থনীতি ছিল পঙ্গু। হানাহানি, সন্ত্রাস, অনিয়ম, শোষণ, নিপিড়ণে গোটা মানব সভ্যতা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল। আর এ সময়ে লাওহে মাহফুজ থেকে হেরার আলোক রশ্মি পেয়ে মুহাম্মাদ সমগ্র মানবতাকে সত্য ও ন্যায়ের মিছিলে শামিল হওয়ার উদাত্ত আহবান জানালেন। মহান রব্বুল আলামিনের একান্ত অনুগ্রহ যে তিনি মুহাম্মাদ কে অনুসরণীয় চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সে কারণে, ছোটকাল থেকেই তাঁর পুত-পবিত্র নৈতিক চরিত্র মক্কার সকল শ্রেণির মানুষের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তারা তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী বলে ডাকত। বাস্তব ক্ষেত্রেও মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে নবী সর্বোত্তম চরিত্র, উন্নত নৈতিকতা, অসাধারন মানবীয় গুণাবলী, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং সবচেয়ে বেশী তাকওয়া সম্পন্ন ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর নবীর অনুপম চরিত্রের সত্যায়ন করে বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ "আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।" [১] এর আসল কারণ হলো, তিনি কুরআনের যাবতীয় শিক্ষাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি বা মডেল।

'উসওয়াতুন হাসানাহ' এর ব্যাখ্যা ও আয়াত নাযিলের পটভূমি:

আল্লাহর বাণী:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে আছে 'উসওয়াতুন হাসানাহ' এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আকাঙ্ক্ষী এবং বেশী বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে।" [২]

'উসওয়াতুন' আরবী শব্দ এর অর্থ اَلْقُدْوَةُ (আল-কুদওয়াতু) দৃষ্টান্ত, (المثل আল-মিছালু) উপমা, ما يتعزى به (মা উতাযাযুহাহ বিহি।) যে কারণে মানুষ সম্মানিত হয়। [৩]

Dictionary of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে-

'An example' Ar-Raghib says, it is the condition in which a man is in respect of another's imitating him. [৪]

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে মহৎ চরিত্রের অধিকারী বা অনুসরণীয় মডেল দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে এ নিয়ে মুফাস্সিরিনদের বক্তব্য হলো:

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ দীন।

২. আলী রা. বলেন, মহৎ চরিত্র বলে কুরআনের শিষ্ঠাচার বোঝানো হয়েছে। [৫]

৩. সা'আদ ইবনে হিশাম ইবনে আমির রা. বলেন, আমি আয়েশা রা. কে রাসূল এর চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করতে বললে তিনি বলেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি? আমি বললাম হ্যাঁ, তিনি বলেন, 'নবী এর চরিত্র ছিল আল কুরআন। [৬] অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, 'তাঁর চরিত্রই ছিল আল-কুরআন।' [৭]

৪. তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, তিনি নিজের সৃষ্টিগত স্বভাব-চরিত্র পরিবর্তন করে কুরআনের চরিত্র ও স্বভাবকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। সুতারাং কুরআন যা করতে বলেছে তিনি তা করেছেন আর যা করতে নিষেধ করেছে তা থেকে বিরত থেকেছেন। [৮]

৫. আবু হুরাইরা রা.থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি রাসূল (সাঃ) কে পাপ ও পূণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি তখন বলেন, 'পূণ্য হলো উত্তম চরিত্র।' [৯]

৬. শাইখ মুহাম্মাদ উসাইমিন রহ. বলেন, 'উত্তম চরিত্র হলো আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের সাথে উত্তম আচরণ করা। [১০]

আয়াত নাযিলের পটভূমি:

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে সমুলে উৎপাটন করার জন্য আরবের বহুসংখ্যক গোত্রে সম্মিলিত আক্রমণ করে। এর মূল উদ্যোক্তা ছিল মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খায়বরে বসবাসকারী বনী নাযীরের ইয়াহুদি নেতারা। এদের মধ্যে বনী কিনানার কিনানাহ ইবনে রবী ইবনে আবিল হুকাইক, সালাম ইবনে আবিল হুকাইক, সালাম ইবনে মুশকিম, বনী নাযীরের হুয়াই ইবনে আখতাব, হুজা ইবনে কায়েস এবং বনী ওয়ায়েলের আবু আম্মার তারা সবাই ইয়াহুদি এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্মিলিত

বাহিনীতে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। তারা কুরাইশদের নিকট গেলে তারা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে, বানু গাতফানের নিকট গেলে তারা তাদের নেতা উয়ায়না ইবনে হিসনের নেতৃত্বে, বানু মুররা তাদের নেতা হারেস ইবনে আওফের নেতৃত্বে এবং বানু আশজা তাদের নেতা মাসুদ ইবনে রুখিলার নেতৃত্বে দশ / বার হাজার সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য আসতে থাকে।

রাসূল (সাঃ) এর নিকট কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের খবর থাকায় নেতৃত্বস্থানীয় সাহাবীদের নিয়ে তিনি পরামর্শসভা আহবান করলেন। এ সভায় উপস্থিত সালমান ফারসী রা. পরামর্শ দিলেন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহতের জন্য পরিখা খননের জন্য। সকলে এ প্রস্তাব সমর্থন করায় কাফিরদের বিশাল বাহিনী মদীনা আগমনের আগেই ৬ দিনের মধ্যে রাসূল (সাঃ) মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করেন । উল্লেখ্য পরিখা খননের সময় মুনাফিকরা অংশ না নিয়ে নিজেদেরকে লুকিয়ে রেখেছিল।

যুদ্ধের সময় বানু কুরাইযা বিশ্বাস ঘাতকতা করে এবং রাসূল (সাঃ) যথা সময়েই তাদের বিশ্বাস ঘাতকতার খবর পেয়ে যান। সাথে সাথেই তিনি আনসারদের সরদারদেরকে (সা'দ উবনে উবাদাহ, সা'দ ইবনে মু'আয, আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ও খাওয়াত ইবনে যুবাইর (রাঃ) ঘটনা তদন্ত এবং তাদেরকে বোঝাবার জন্য পাঠান। যাবার সময় তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যদি বনী কুরাইযা চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে ফিরে এসে সমগ্র সেনাদলকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিবে। কিন্তু তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে শুধুমাত্র আমাকে ইংগিতে এ খবরটি দিবে, যাতে এ খবর শুনে সাধারণ মুসলমানরা হিম্মতহারা হয়ে না পড়ে। সরদারগণ সেখানে পৌঁছে দেখেন বানু কুরাইযা তাদের নোংরা চক্রান্ত বাস্তবায়নে পুরোপুরি প্রস্তুত। তারা প্রকাশ্যে তাদের জানিয়ে দেয় " আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে কোন অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি নেই।" এ জবাব শুনে তাঁরা মুসলিম সেনাদলের মধ্যে ফিরে আসেন এবং ইংগিতে বলেন, 'আদল' ও 'কারাহ'।[১১]

এ খবরটি দ্রুত মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় অনেকের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ বানু কুরাইজার দিকে তাদের সন্তান ও পরিবারের লোকেরা ছিলো এবং এ অংশে মুসলমানদের কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। মুনাফিকরা বলতে শুরু করে " আমাদের সাথে অঙ্গিকার করা হয়েছিল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করা হবে কিন্তু এখন অবস্থা এমন যে আমরা প্রসাব পায়খানা করার জন্যও বের হতে পারছি না।" কেউ কেউ একথা বলে খন্দক যুদ্ধের ময়দান থেকে ছুটি চাইতে থাকে এই বলে 'এখন তো আমাদের গৃহও বিপদাপন্ন' সেখানে গিয়ে সেগুলো রক্ষা করতে হবে। কেউ এমন ধরনের গোপন প্রচারণাও শুরু করে দেয় যে, আক্রমণকারীদের সাথে আপোষ রফা করে নাও এবং মুহাম্মাদ কে তাদের হাতে তুলে দাও। একমাত্র সাচ্চা ও আন্তরিকতা সম্পন্ন ঈমানদাররাই এ কঠিন সময়ে আত্মোৎসর্গের সংকল্পের উপর অটল থাকে। কুরআনে এ অবস্থাকে এভাবে চিত্রায়িত করেছে।

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١١) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ

يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٣) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا

তারা মনে করে, যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল তোমাদের উপরের দিক ও নীচের দিক হতে, তখন তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত, আর তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। (১০) তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। (১১) আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা বলছিল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই না। (১২) আর যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী! (এখানে রাসূলের কাছে প্রতিরোধ করার) তোমাদের কোন স্থান নেই সুতারাং তোমরা ঘরে ফিরে যাও। এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত; অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। (১৩) আর যদি বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুদের প্রবেশ ঘটত, তারপর তাদের শির্ক করার জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে অবশ্যই তারা সেটা করে বসতো, তারা সেটা করতে সামান্যই বিলম্ব করতো।

এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে নবী বনূ গাতফানের সাথে সন্ধির কথাবার্তা চালাতে থাকেন এবং তাদেরকে মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু যখন আনসার সরদার বৃন্দের (সা'দ ইবনে উবাদাহ এবং সা'দ ইবনে মুয়াজ রা.) সাথে চুক্তির এ শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। তখন তাঁরা বলেন, " হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা এমনটি করব এটি কি আপনার ইচ্ছা? নাকি আল্লাহর হুকুম? না নিছক আপনি আমাদেরকে কি বাঁচানোর জন্য এটি করছেন?" জবাবে, রাসূল বলেন, "আমি কেবল তোমাদের বাঁচাবার জন্য এটি করছি। কারণ আমি দেখছি সমগ্র আরব একজোট হয়ে তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। আমি তাদের একদলকে অন্যদলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই।" একথায় উভয় সরদার এক কণ্ঠে বলেন, " যদি আপনি আমাদের জন্য কিছু করতে এগিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তা খতম করে দিন। যখন আমরা মুশরিক ছিলাম তখন এ গোত্রগুলো আমাদের নিকট থেকে কর হিসাবে একটি শস্যদানাও আদায় করতে পারে নি, আর আজ তো আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার অধিকারী। এ অবস্থায় তারা কি আমাদের কাছ থেকে কর উসূল করবে? এখন তরবারী ছাড়া তাদের সাথে আমাদের আর কোনো বিকল্প ফায়সালা নেই।" একথা বলে তাঁরা চুক্তিপত্রের খসড়াটি ছিঁড়ে ফেলে দেন যেটি তখনও স্বাক্ষর হয় নি।

এ কঠিন সময়ে গাতফান গোত্রের 'আশজা' শাখার না'ঈম ইবনে মাসউদ রা. ইসলাম গ্রহণ করে এসে রাসূল কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এখনো কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের খবর জানে না। আপনি আমাকে দিয়ে যে কোনো কাজ করাতে চান আমি তা করতে প্রস্তুত। রাসূল (সাঃ) বলেন তুমি যেয়ে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করো কেননা যুদ্ধটা হলো ধোকা। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে না'ঈম ইবনে

মাসউদ রা. শত্রু শিবিরে ফাটল সৃষ্টি করেন।

খন্দকের অবরোধকাল ২৫ দিন থেকেও দীর্ঘ হতে চলছিল। শীতের মওসুম চলছিল। সম্মিলিত বাহিনীর এতবড় সেনাদলের জন্য পানি, আহার্যদ্রব্য ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ছিল, অন্যদিকে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অবরোধকারীদের উৎসাহেও ভাটা পড়েছিল। এ ব্যাপারে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقَالَ: «قُمْ يَا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ»، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ»، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ»، وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ، فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: «قُمْ يَا نَوْمَانُ

ইব্রাহীম তাইমী র. থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা একসময় হুযাইফা রা. এর নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আকাঙ্খা প্রকাশ করে বললো, যদি রাসূল (সাঃ) এর সময় পেতাম (লোকটি তাবেয়ী ছিল), তাহলে তাঁর সঙ্গী হয়ে লড়াই করতাম, সর্বশক্তি নিয়োগ করে জিহাদে অংশ নিতাম! তার আকাঙ্খার কথা শুনে হুযাইফা রা. বললেন, আচ্ছা তুমি এভাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে? (শোনো! জিহাদ জিনিসটা খুব একটা সহজ কাজ নয়) আমি নিজেকে এমন অবস্থায়ও পেয়েছি যে, আহযাব যুদ্ধের একরাত্রে আমরা রাসূল এর সাথে ছিলাম। রাত্রটি ছিলো প্রচণ্ড শীতের এবং প্রবল বাতাসের। আমরা এ দু'টির সম্মুখীন হলাম। এ সময় রাসূল আমাদের বললেন, (আবু সুফিয়ান বাহিনী) কাফির সৈন্যদের খবর সংগ্রহ করে দিতে পারো, এমন কোনো লোক আছে কী? বিনিময়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে আমার সাথী করে দিবেন। আমরা সবাই নীরব থাকলাম। আমাদের কেউ তাঁর এ আহবানে সাড়া দিলো না। তিনি আবারও বললেন, কাফিরদের খবর আমাকে সংগ্রহ করে দিতে পারো, (গুপ্তচরের মতো কাজ করতে পারে) এমন কেউ আছে কি? মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সাথী করবেন। এবারও আমরা সবাই নীরব রইলাম, আমাদের কেহই তাঁর আহবানে সাড়া দিলো না। তিনি তৃতীয়বার আহবান করলেন, কাফির কুরাইশদের খবর আমাকে সংগ্রহ করে দিতে পারো এমন কেউ আছো কী? এবারও আমরা নীরব রইলাম, আমাদের কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দিলো না।

অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে হুযাইফা! ওঠো, তুমিই আমাকে কাফিরদের অবস্থা সংগ্রহ করে অবহিত করো। হুযাইফা রা. বলেন, যখন তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন, তখন আমি গত্যন্তর না দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, যাও, কাফিরদের খবরাখবর সংগ্রহ করে আমাকে অবহিত করো। দেখো! (আমার ব্যাপারে) 'তাদেরকে উত্যক্ত করো না।' পরে যখন আমি তাঁর নিকট থেকে বের হলাম মনে হচ্ছিলো আমি যেন গরম তাপের ভেতরে চলে যাচ্ছি (অর্থাৎ শীত-বাতাস কিছুই আমার অনুভূত হলো না)। অবশেষে আমি তাদের নিকট এসে দেখলাম, আবু সুফিয়ান আগুনের দিকে পৃষ্ঠ রেখে তাপ নিচ্ছে। তখন আমি তীর বের করে ধনুকের মধ্যে রাখলাম। একবার ইচ্ছা করলাম তাকে তীর নিক্ষেপ করেই ছাড়ি। ঠিক এমন সময় রাসূল নির্দেশ, 'তাদেরকে উত্যক্ত করো না' স্মরণ হওয়ায় তা আর করলাম না। তবে যদি নিক্ষেপ করতাম তাহলে তখনই তাকে কাবু করতে পারতাম। অতঃপর আমি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসলাম। এ সময়ও আমি যেন গরম তাপ অনুভব করতে লাগলাম। পরে রাসূল এর নিকট এসে তাদের খবরাদি জানালাম। এতক্ষণে আমি আরোপিত দায়িত্ব সম্পাদন করে স্থির হলাম। তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর অতিরিক্ত আলখেল্লাটি পরিয়ে দিলেন, যেটা পরিধান করে তিনি নামায পড়াতেন। আমি সেটা গায়ে জড়িয়ে ভোর পর্যন্ত এমনভাবে ঘুমালাম যে, ভোরে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'ওহে ঘুম পাগল, এবার ওঠো।' [১২]

এবছায় একরাতে হঠাৎ ভয়াবহ ধুলিঝড় শুরু হয়। এ ঝড়ের মধ্যে ছিল শৈত্য, বজ্রপাত, বিজলী চমক এবং অন্ধকার ছিলো এত গভীর যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যচ্ছিলো না। প্রবল ঝড়ে শত্রুদের তাঁবুগুলো তছনছ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ভীষণ হৈ-হাংগামা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর কুদরাতের এ জবরদস্ত আঘাত তারা সহ্য করতে পারে নি। রাতের অন্ধকারেই প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহের পথ ধরে। সকালে মুসলমানরা জেগে উঠে একজন শত্রুকেও দেখতে পায়নি। নবী (সাঃ) ময়দান শত্রুশূন্য দেখে সাথে সাথেই বলেন,

"এরপর কুরাইশরা আর কখনও তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে না, এখন তোমরা তাদের উপর আক্রমণ চালাবে।" [১৩]

রাসূল (সাঃ) এর উত্তম আদর্শের কতিপয় বাস্তব নমুনা

১. ব্যক্তি সংশোধনে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন: জনৈক যুবক রাসূল (সাঃ) এর নিকট এসে জিনা-ব্যভিচার করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে কিভাবে সংশোধন করলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন বিশিষ্ট সাহাবী উমামা রা.। তিনি বলেন, একজন যুবক নবী (সাঃ) এর নিকট এসে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে যেনা করার অনুমতি দিন। লোকেরা তার কাছে আসলো এবং তাকে ধমকানো শুরু করলো। তিনি তখন তাকে কাছে আসতে বললেন। যুবকটি কাছে আসলে বললেন, তুমি কি এ কাজটি তোমার মায়ের সাথে করাকে পছন্দ কর? সে জবাব দিল, আল্লাহর কসম! না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! তিনি বললেন, মানুষরাও তো তাদের মায়েদের সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ করে না। তারপর বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ কর? সে জবাব দিল, আল্লাহর কসম! না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! তিনি বললেন, মানুষরাও তো

তাদের মেয়েদের সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ করে না। তারপর বললেন, তুমি কি তোমার বোনের সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ কর? সে জবাব দিল, আল্লাহর কসম! না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! তিনি বললেন, মানুষরাও তো তাদের বোনদের সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ করে না। তারপর বললেন, তুমি কি তোমার ফুফুর সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ কর? সে জবাব দিল, আল্লাহর কসম! না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! তিনি বললেন, মানুষরাও তো তাদের ফুফুদের সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ করে না। তারপর বললেন, তুমি কি তোমার খালার সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ কর? সে জবাব দিল, আল্লাহর কসম! না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! তিনি বললেন, মানুষরাও তো তাদের খালাদের সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ করে না। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, অতঃপর রাসূল (সাঃ) যুবকটির হাতের উপর হাত রেখে বললেন, 'হে আল্লাহ! তার গোনাহ মাফ করে দাও, তার অন্তরকে পবিত্র করে দাও এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত কর।' এরপর এ যুবকটি আর কোনো কিছুর দিকে কখনও ভ্রুক্ষেপ করেনি। ১৪

২. আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অবিচল : তাঁর চরিত্রের আরেকটি অনন্য দিক হলো, তিনি নিজের ক্ষেত্রে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট, যুলুম নির্যাতনকে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করতেন। কিন্তু আল্লাহর হক, অধিকার ও তার বিধান কায়েমের ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন ও কঠোর। যেমন মক্কী জীবনে কাফিররা যখন আদর্শিক সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন তিনি বলেন,

"O my uncle, by Allah, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, and ask me to give up my mission, I shall not do it until Allah has made it victorious or I perish therein!"

" হে আমার চাচা (আবু তালিব)! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয়, তাহলে আমি আমার মিশন থেকে বিন্দু মাত্র সরে আসব না। হয় এই আদর্শ বিজয়ী হবে, না হয় এই আদর্শকে বিজয়ী করার জন্য আমার জীবন উৎসর্গিত হবে।" ১৫

৩. রাসূল (সাঃ) এর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা: রাসূল (সাঃ) এর ধৈর্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো, তায়েফের জমিনে তাঁকে যখন রক্তাক্ত করা হয়েছিল তখন জিবরাঈল আ. এসে বললেন, আপনার কাছে পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা আসবে এবং আপনার হুকুম মতো কাজ করবে। হে আল্লাহর রাসূল! এখন আপনার ইচ্ছামত হবে। আপনি যদি চান তাহলে আমি তাদের উপর আশখাবাইন (মক্কার আবু কুবাইস ও কুআইকিআন) পাহাড়দ্বয়কে একত্রে মিলিয়ে দেই। তখন নবী বলেন, বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন , যে এক আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। ১৬

৪. পরিবারের সদস্যদের সাথে রাসূল : রাসূল (সাঃ) সকল মানুষ, তাঁর উম্মাত ও পরিবারের সদস্যদের নিকট উত্তম ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, রাসূল বলেছেন, " তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি"। ১৭ তিনি রুটিন মাফিক স্ত্রীদের সাথে সময় দিতেন। তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন, আনন্দ করতেন, আদর করতেন দরদভরা কণ্ঠে প্রিয় নামে ডাকতেন। আদর করে আয়েশা রা. কে হুমাইরা (লাল টুকটুকে) বলে ডাকতেন, আবার কখনও সিদ্দিকের মেয়ে বলে ডাকতেন। পরিবারের প্রয়োজন ও অভাব পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। হাদীসে এসেছে আয়েশা রা. ও মাইমুনা রা. তাঁর সাথে একই পাত্রে গোসল করতেন। ১৮ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পানি রাখার জন্য বলতেন। আয়েশা রা. পানি পান করলে তার হাত থেকে পাত্রটি নিয়ে সে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন যে স্থানে আয়েশা রা. মুখ লাগিয়ে পানি পান করেছেন। একইভাবে গোশতযুক্ত হাড় খাওয়ার সময়ও তার হাত থেকে নিয়ে একই স্থানে মুখ লাগিয়ে খেতেন। তার কোলের মধ্যে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াতও করতেন। এমনকি বিশেষ অসুস্থ অবস্থায়ও একই চাদরের নীচে ঘুমাতেন। সাওম অবস্থায় তিনি স্ত্রীদেরকে চুম্বন করতেন। মসজিদে নববীতে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে হাবশীদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা দেখিয়েছেন।

রাসূল পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন। বিশিষ্ট সাহাবী আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ রা. বলেন, আমি আয়েশা রা. জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, নবী ঘরে কি করেন? তিনি বললেন, তিনি কাপড় সেলাই করেন, জুতার ফিতা লাগাতেন আর মানুষেরাও ঘরে যে কাজ করে তিনিও তাই করতেন। ১৯ তিনি স্ত্রীদের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। রাসূল (সাঃ) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো, ওহী নাযিলের পর তিনি যখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে খাদিজা রা. কে বলেন, لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي আমি আশংকা করছি আমি সম্ভবত মারা যাবো। জবাবে খাদিজা রা. বলেন,

فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

খাদীজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, না, ভয় নেই। "আল্লাহর কসম। তিনি কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি নিজ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বল ও দুঃখীদের খেদমত করেন, বঞ্চিত ও অভাবীগণকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথের বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। ২০

৫. শিশুদের সাথে রাসূল : তিনি শিশুদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, আদর করতেন, তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন। কোনো সময় ধমক দিতেন না। শিশুদেরকে আপন করে নিতেন। তাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। শিশুর কান্না শুনলে দ্রুত সালাত শেষ করতেন। ২১ এমনকি ছোট ছেলেমেয়েদেরকে সালামও দিতেন। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (সাঃ) শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিয়েছেন। ২২ আবু কাতাদা আল-আনসারী রা. বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ) তাঁর কন্যা যয়নাবের মেয়ে উমামাকে সালাত আদায়রত অবস্থায় কোলে নিতেন। যখন সাজদা দিতেন কোল থেকে নামাতেন এবং যখন দাঁড়াতেন কোলে তুলে নিতেন। ২৩ একদিন নবী (সাঃ) মিম্বারে খুতবারত অবস্থায় দেখলেন, তার নাতীদ্বয় হাসান ও হুসাইন হাঁটাহাঁটি করতে যেয়ে পড়ে যাচ্ছে, তখন তিনি খুতবা বন্ধ করে মিম্বার থেকে নামলেন ও তাঁদেরকে তাঁর সামনে বসিয়ে আবার খুতবা শুরু করলেন। ২৪ নবী (সাঃ) সন্তান বিয়োগে শোকার্ত হয়েছেন, কান্না করেছেন। বিশেষভাবে তাঁর সন্তান ইবরাহীম এর মৃত্যুর সময়। আনাস ইবন মালেক রা. বলেন, আমরা রাসূল (সাঃ) এর সাথে তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের ধাত্রীর

স্বামী কর্মকার আবু সাইফের নিকট গেলাম। রাসূল (সাঃ) ইব্রাহীমকে কোলে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং আদর করলেন। এরপর আবার আমরা তার কাছে গিয়ে দেখলাম ইব্রাহীমের মুমূর্ষ অবস্থা। তখন রাসূল (সাঃ) এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুপ্রবাহিত হচ্ছিল। আব্দুর রহমান ইবন আওফ রা. বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও (কাঁদছেন?)! তিনি বললেন, হে ইবন আওফ! ইহা মমতা। পুনরায় অশ্রুপাত করে বললেন, নিঃসন্দেহে চোখ কাঁদে আর হৃদয় হয় ব্যথিত। কিন্তু আমরা কেবল তাই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত। [২৫]

৬. খাদেম ও অন্য মানুষদের সাথে আচরণ : রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন। সকলের সাথে ভালো আচরণ করতেন। কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না, অশ্লীল কথা বলতেন না, হাটে-বাজারে কোথাও চিৎকার করে কথা বলতেন না, মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করার পরিবর্তে ভালো ব্যবহার করতেন, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। খাদেম, সেবক ও পরিবার-পরিজনের সাথে সদাচারণ করতেন। একবার মুআবিয়া রা. কুফাতে আগমন করে রাসূল (সাঃ) এর কথা স্মরণ করে বললেন, 'তিনি অশ্লীল কথা বলতেন না এবং নিজেও অশ্লীল ছিলেন না।' [২৬] আবু আব্দুল্লাহ আল জাদালী বলেন, আমি আয়েশা রা. কে রাসূল (সাঃ) এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন,' তিনি অশ্লীল কথা বলতেন না, মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিদান দিতেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করতেন।' [২৭]

রাসূল (সাঃ) এর খাদেম আনাস রা. বলেন, আমি দশ বছর রাসূল (সাঃ) এর সেবা করেছি। তিনি আমাকে বিরক্ত হয়ে উহ পর্যন্ত বলেননি এবং এটাও বলেননি: কেন করেছো? এবং এটাও বলেননি, কেন এটা করোনি? [২৮] আয়েশা রা. বলেন, রাসূল (সাঃ) কখনো নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি, কোনো মেয়েলোককেও না, খাদেমকেও না। তবে তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। তাকে কষ্ট দেয়া হলেও তিনি সে ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ নিতেন না। তবে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে অসম্মান করলে তিনি মহাসম্মানী ও পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্যই তার উপর প্রতিশোধ নিতেন। [২৯]

৭. দয়া ও করুণা প্রদর্শনে মুহাম্মাদ : আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ছিলেন দয়া ও করুণার মূর্ত প্রতিক। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

'আর আমি আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।' [৩০] সাধারণভাবে রাসূল (সাঃ) কাফির ও মুশরিকদের প্রতি বদ-দোয়া করেননি। যদিও অতিরিক্ত সীমা লংঘন করার কারণে কোনো কোনো কাফির মুশরিক ব্যক্তি ও গোত্রের প্রতি বদদোয়া করেছেন। আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী (সাঃ) কে মুশরিকদের প্রতি বদ-দোয়া করতে বলা হলে তিনি বলেন, আমি লানতকারী হিসেবে প্রেরিত হইনি বরং আমি রহমত রূপে প্রেরিত হয়েছি। [৩১]

তিনি রুক্ষ মেজাজ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন না। তাঁর এ গুনাগুনের কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে আপনি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেন। আর আপনি যদি কর্কশ ভাষী, কঠোর হৃদয়ের হতেন, তাহলে নিশ্চয় তারা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করে চলে যেত। আতএব আপনি তাদেরকে মাফ করে দিন, এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। [৩২]

চলবে........

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, জিইডি (ইসলামিক স্টাডিজ)
বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্যসূত্র:

১. আল কুরআন, সূরা আল-কালাম, ৬৮: ৪
২. আল কুরআন, সূরা আহযাব, ৩৩: ২১
৩. মানকুর, ইবরাহীম, আল মু'জামুল ওয়াসীত (ইস্তামবুল : দারুল দা'ওয়াহ, তা. বি.), পৃ. ১৯
৪. Hughes, Thomas Patrick, Dictionary of Islam, Delhi: Ahad Enterprise, 7th edition, p. ৬৫৭
৫. কুরতুবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবি বকর, আল-জামিলি আহকামিল কুরআন, বৈরুত : দারুল ইহ্‌য়াইয়া আত-তুরাসিল 'আরবী, তা. বি.
৬. নিশাপুরী, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, ১/৫১৩, হা.নং ৭৪৬; আস-সিজিস্তানী, আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ, আস-সুনান, ২/৪০, হা. নং- ১৩৪২
৭. ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, রিয়াদ : বায়তুল আফকার আদ-দাওলিয়া, ১৯৯৮, ৪২/১৮৩, হা.নং -২৫৩০২
৮. ইবন কাছির, আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, তাহকীক : সামী ইবন মুহাম্মদ আস-সাল্লামাহ, রিয়াদ : দারু তাইয়্যিবা, ২য় সং, ১৯৯৯, ৮ম খণ্ড, ২০৮
৯. মুসলিম,আস-সহীহ, ৪/১৯৮০ হা.নং-২৫৫৩
১০. শামায়েলে আহমাদিয়া আলমাহাবিয়্যাহ, হা. নং ২৭
১১. ৪র্থ হিজরির সফর মাসে আদল ও কারাহ গোত্রদ্বয় কিছু সংখ্যক সাহাবী (ইবনে ইসহাকের মতে ৬জন, বুখারীর মতে ১০ জন) কে প্রতারণার মাধ্যমে ডেকে নিয়ে রাবেগ ও জিদ্দার মধ্যবর্তী স্থান 'রাযী' নামক ঝর্ণার নিকট পৌঁছাইলে হোযাইল গোত্রের শাখা বানু লিহইয়ানকে দিয়ে তারা সাহাবীদের উপর আক্রমন করায়। ৮ জন শাহাদাত আয়ণায় শাহাদাত বরণ করেন আর ২ জনকে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। খোবাইব রা. কে তানঈমে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। এ মাসেই নাজদে ৭০ জন সাহাবীকে বীরে মাউনায় বানূ সুলাইম হত্যা করে।
১২. মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, হা. নং ১৭৮৮।
১৩. ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দীন, ফাতহুল কাদীর শরহে হিদায়াহ লিল-মারগিনানী, মিসর : মাতবা'আতুল মাকতাবাতিত তিজারিয়্যাতিল কুবরাহ, তা. বি., ৪/৩১১
১৪. মুসনাদে আহমাদ, ৩৬/৫৪৫, হা.নং ২২২১১; বায়হাকী, আহমদ ইবন হুসাইন, শু'আবুল ঈমান ৭/২৯৫
১৫ . Ali Khan, Dr. Majid, Muhammad the final Messenger, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf publishers, ১৯৮৩
১৬. বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল,আল-জামে' আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ (সা.) ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী, ১/১১৫, হা. নং ৩২৩১; মুসলিম, আস-সহীহ, ৩/১৪২০, হা. নং ১৭৯৫
১৭. তিরমিযি, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা, আস-সুনান, ৫/৭০৯ হা. নং ৩৮৯৫; ইবন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ, আস-সুনান, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.; দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপো. তা. বি., ১/৬৩৬, হা. নং ১৯৭৭, ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
১৮. মুসলিম, আস-সহীহ , ১/২৫৬, হা. নং ৪৩, ৩৭
১৯. মুসনাদে আহমাদ, ৪১/৩৯০, হা. নং-২৪৯০৩
২০. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল ওহী, বাবু কায়ফা কানা বাদউল ওহী ইলার রাসূল (সাঃ), হাদীস নং. ৩
২১. মুসলিম, আস-সহীহ , ১/৩৪৩, হা. নং-৪৭০; বুখারী, আস-সহীহ, ১/১৪৩, হা. নং. -৭০৭
২২. মুসলিম, আস-সহীহ , ৪/১৭০৮, হা. নং-২১৬৮
২৩. মুসলিম, আস-সহীহ , ১/৩৮৫, হা. নং-৫৪০; বুখারী, আস-সহীহ, ৮/১০৯, হা. নং. -৫১৬
২৪. তিরমিযী, আস-সুনান, ৫/৬৫৮, হা. নং.-৩৭৭৪
২৫. বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: জানাযিয, অনুচ্ছেদ: কওলুন্নাবী সা. ইন্না বিকা লা মাহযুনুন, খ. ৫ম, পৃ. ৫৭, হাদীস নং. ১২২০
২৬. মুসলিম, আস-সহীহ , ৪/১৮১০, হা. নং-২৩২১
২৭. তিরমিযী, আস-সুনান, ৩৬৯, হা. নং.-২০১৬; মুসনাদে আহমাদ, ৪৩/১৯৯, হা. নং-২৬০৯১, আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, ১০/৫৩২, হা. নং-৭৯৪৪; ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।
২৮. বুখারী, আস-সহীহ, ৮/১৪, হা. নং. -৬০৩৮; মুসলিম, আস-সহীহ, ৪/১৮০৪, হা. নং.-২৩০৯
২৯. মুসলিম, আস-সহীহ , ৪/১৮১৪, হা. নং-২৩২৮
৩০. আল কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১০৭
৩১. মুসলিম, আস-সহীহ , ৪/২০০৬, হা. নং-২৫৯৯
৩২. আল কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৫৯

নেতৃত্ব ও অনুসারীদের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নে রাসুলে কারীম (সাঃ) এর উসওয়া

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

আল্লাহর রাসুল (সা) হচ্ছেন নেতৃত্ব ও অনুসারীদের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নে সর্বোত্তম আদর্শ। এখানে কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হলঃ

১. নেতৃত্বকে অনুসারীদের দায়িত্ব নিতে হবেঃ রাসূলে কারীম (সাঃ) বলেন, " আল ইমামু দামিনুনন" ইমাম হচ্ছেন যিম্মাদার। এটা শুধু নামাযের ইমামতির ক্ষেত্রে নয় বরং যিনি যেই ক্ষেত্রে ইমাম বা নেতা তাকে সেই ক্ষেত্রের দায়িত্ব নিতে হবে। রাসূলে কারীম (সাঃ) আরও বলেন, তোমরা প্রত্যেকে রাখাল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।

২. প্রত্যেকের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে দায়িত্ব দেয়া : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুলে কারীম (সা) কাউকে তার যোগ্যতার বাইরে কেনো দায়িত্ব অর্পন করনে নাই। কুরআনে আছে, আল্লাহ তায়ালা কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেননা। অপরদিকে যাকে যে ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেয়া হয় সংশ্লিষ্ট ফিল্ডের যোগ্যতা অর্জন করা তার প্রয়োজন।

৩. প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণসহ কাউকে দায়িত্ব দেয়াঃ কাউকে কোনো দায়িত্ব দিলে তাকে প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ দিতে হবে।

৪. অনুসারীদেরকে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা :

রাসুলে কারীম (সা) তার অনুসারীদেরকে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করতেন। খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন করার সময় তাঁরা যখন এক পাথর খন্ড ভাঙতে পারছিলোনা তখন তিনি নিজে এগিয়ে আসেন।

৫. রুহামাবুহুম বায়নাহুমঃ অনুসারীদের প্রতি রহমদিল থাকতে হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আমার ঘরে আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ আমার উম্মতের কোনো সামষ্টিক কার্যক্রমের বিষয়ে কেউ যদি দায়িত্বশীল নিযুক্ত হয় অতঃপর তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করতে থাকে- তাহলে তুমি তার প্রতি কঠোর আচরণ করবে। আর আমার উম্মতের কেউ যদি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের সাথে নরম ব্যবহার করে তাহলে তুমিও তাদের প্রতি নরম ব্যবহার করবে (মুসলিম) রাসূলে কারীম (সা) হযরত আবু বকরের গুণের কথা এইভাবে উল্লেখ করেছেন, " আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দয়াশীল হল আবু বকর"।

৬. বিশ্বাসভঙ্গ না করা : অনুসারীরা কখনও কোনো গোপন কথা বললে তা যেন ফাঁস করে দিয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ না করা।

৭. ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি রুক্ষ না হওয়াঃ রাসুলে কারীম (সা) এর ভাষায় যে নেতা ভিন্নমত পোষণকারীদের সহ্য করতে পারেনা সে তার দলভুক্ত নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, সাহাবারা সরাসরি প্রশ্ন করতেন , ইয়া রাসুলাল্লাহ এটা কি অহীর আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত না এতে কোনো মত দেয়ার সুযোগ আছে। অহীর আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত না হলে আল্লাহর রাসূলের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেও সাহাবারা মত দেয়ার অনেক নজীর রয়েছে।

৮. প্রতারণা না করাঃ সায়িব বলেন , রাসুলে কারীম (সা) নবুওয়াত পুর্ব বর্তী সময়ে যখন তার ব্যবসায়িক পার্টনার ছিলেন কখনও প্রতারণা করেননি বা তাকে ঠকাননি।

৯. নিজের জন্য যা পছন্দ করে সঙ্গীদের জন্য তা পছন্দ করা : রাসুলে কারীম (সা) বলেন, সেই প্রকৃত মুমীন যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে সে তার অপর ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে।

১০. কারো শরীরে বা মনে আঘাত না দেয়াঃ রাসুলে কারীম (সা) বলেন, তিনিই প্রকৃত মুমীন যার যবান ও হাত থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে। রাসুলে কারীম (সা) কখনও কাউকে আঘাত দেন নাই।

১১. কারো প্রতি সন্দেহ পোষন না করা : আল্লাহ তায়ালা সন্দেহ পোষন করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। অতএব, প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে কারো সম্পর্কে কারো মনে নেতিবাচক কিছু থাকলে তা পরিষ্কার করে ঘুমানো উচিত।

১২. স্বৈরাচারী আচরণ না করা : রাসূলে কারীম (সা) বলেন, যারা স্বৈরাচারী আচরণ করে তারা যেন ইসলাম থেকে পথচ্যুত।

১৩. অনুসরণীয় চরিত্রের অধিকারী হওয়া: রাসূলে কারীম (সা) শুধু মুখের ভাষায় বলতেননা কি করতে হবে। বরং যা করতে হবে তা তিনি নিজে করে দেখিয়ে দিতেন। যেমনিভাবে তিনি বলেন, " সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি" - তোমরা নামায পড় যেইভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখ।

১৪. অনুসারীদের ত্রুটি সংশোধন: নেতাকে জানতে হবে অনুসারীদেরকে কিভাবে ভুল-ত্রুটির সংশোধন করতে হবে। কাউকে কারো সামনে লজ্জা না দিয়ে রাসূলে কারীম (সা) সাধারণত কারো মাঝে কোনো ত্রুটি দেখলে তা সাধারণ সমাবেশে কারো নাম উল্লেখ না করে উক্ত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতেন।

১৫. হৃদয় জয়করা ও আবেগে নাড়া দেয়া: সাধারণত মানুষ কারো কথা শোনে জোরপূর্বক ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে বা কারো প্রতি হৃদয়ের উজাড় করা ভালবাসার কারণে। মানুষের হৃদয় জয় করতে হলে তাদের আবেগকেও নাড়া দিতে হয়। আল্লাহর রাসূল বিদায় হজ্জের ভাষনের শুরুতেই উল্লেখ করেন "আমি জানিনা সম্ভবত তোমরা আমাকে আগামী বছর আর এই স্থানে দাঁড়াতে দেখবে না"। ৬ষ্ঠ হিজরীতে কাবা ঘর যিয়ারত করার স্বপ্ন ছিল সাহাবাদের আবেগ অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত। হৃদয় জয় করতে হলে জনশক্তির সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় এবং অভিভাবক হিসাবে ভূমিকা পালন করা লাগে।

১৬. নেতৃত্ব সকলের সাথে হাসি খুশী থাকবেন : রাসূলে কারীম (সা) বলেন কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলাও সদকা।

১৭. ক্ষমতায়ন: রাসূলে কারীম (সা) যখন হযরত মায়ায ইবন জাবালকে ইয়েমেন এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন তাকে প্রশ্ন করেন কিভাবে তিনি বিচার ফায়সালা করবেন? জবাবে তিনি বলেন, " কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে। আবার প্রশ্ন করা হয় যদি কোনো বিষয়ের সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া না যায়। তখন তিনি বলেন আমি ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

১৮. ভারসাম্যপুর্ণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রন: তিনটি বিষয় বিশ্বাসীদের উন্নত ব্যবহারিক জীবনের লক্ষণ: যখন রাগান্বিত হন তখন তাঁর রাগ তাকে মিথ্যাবাদী বানায় না; যখন খুশী হন তখন তার আনন্দ তাকে সীমা লংঘন করেনা;যখন তার ক্ষমতা থাকে তখন তার প্রাপ্য নয় এমন কোন জিনিস নিজের বলে ভোগ করেনা।

১৯. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা: হযরত হুযাইফা (রাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে তাকে পথিমধ্যে আটকানো হয় এবং এই প্রতিশ্রুতি নিয়া ছাড়া হয় যে মদীনায় গেলে জিহাদে শরীক হবেনা। যদিও তার মদীনায় যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল জিহাদে শরীক হওয়া। রাসূলে কারীম (সা) এই কথা শোনার পর তাকে জিহাদে যেতে বারণ করেন এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বলেন।

২০. প্রাইভেসী রক্ষা করা: ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের জন্য কিছু প্রাইভেট সময় প্রয়োজন। এই প্রসংগে আল্লাহ ইরশাদ করেন, "হে মুমীনগণ তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করোনা। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো। অতঃপর খাওয়া হলে আপনা আপনি চলে যেয়ো। কথা বার্তা মশগুল হয়ে যেয়োনা। নিশ্চয়ই এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচবোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সত্য বলতে সংকোচ করেন না"।

২১. টীম স্পীট তৈরী করতে আল্লাহর রাসূলের উসওয়া অনুসারীদের সাথে কৌতুক করা: রাসূলে কারীম (সা) তাঁর অনুসারীদের সাথে রোমান্টিকতা করতেন। কৌতুক করতেন। একদা হযরত আলী খেজুর খাবারের সময় রাসূলের কারীম (সা) খেজুরের বিচী আলীর পাশে রেখে বললেন, " তোমরা দেখ আমার জামাই আলী কত পেটুক "। আলী (রা) জবাবে বললেন , আপনারা দেখুন আমার শশুরতো খেজুর বিচিসহই খেয়ে ফেলেছে। আরেকবার জনৈকা বৃদ্ধা মহিলাকে বললেন , " কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবেনা"। এই কথা শোনার পর বৃদ্ধা কান্না শুরু করে দিলে রাসূলে কারীম (সা) মুচকি হেসে বললেন, " জান্নাতে যখন তুমি যাবে তখন বৃদ্ধা থাকবেনা বৃদ্ধারাও যুবতী ও রূপবতী হয়ে যাবে"।

২২. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা: আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে এই আদেশ দিচ্ছেন যে যাবতীয় আমানত এর উপযোগী লোকদের নিকট পৌছিয়ে দাও। আর লোকদের মধ্যে যখন কোনো ফায়সালা করবে তখন তা ইনসাফের সাথে করবে (সূরা আন-নিসা ৫৮)।

২৩. আদল: মদীনাতে রাসূলে কারীম (সা) একজনকে চুরির ঘটনা হাত কাটার নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে কিছু দুর্বলচেতা সাহাবা মনে করেছিলো উক্ত ব্যক্তিকে হয়তবা শাস্তি দেয়া হবেনা কেননা তিনি ছিলেন রাসূলে কারীম (সা) এর দুর সম্পর্কিত আত্মীয়। এই কথা আল্লাহর রাসূলের কানে গেলে তিনি বলেন, তোমরা শুনে রেখো আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে। তিনি তখন সকলকে স্মরণ করিয়ে বললেন, আগেকার জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে এই কারণে যে তাদের ধনীদের জন্য আইন একভাবে প্রয়োগ হয়েছে আর গরীবদের জন্য প্রয়োগ হয়েছে কঠোরভাবে। একদা জনৈক ইয়াতীম আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে আবু জেহেল কর্তৃক তার সম্পদ কুক্ষীগত করে রাখার অভিযোগ করলে রাসূলে কারীম (সা) তাকে নিয়ে আবু জেহেলের কাছে যান। আবু জেহেল আল্লাহর রাসুলকে দেখে ভয় পেয়ে যান এবং উক্ত ইয়াতীমের সম্পদ ফেরত দেন।

২৪. উত্তরাধিকারী তৈরী করা: আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান ও হযরত আলীর মতো উত্তরাধকারী তৈরী করেছেন। রাসূলে কারীম (সা) কে তাঁর পরবর্তী নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, " যদি তোমরা আবু বকরকে আমীর বানাও, তাকে পাবে আমানতদার হিসাবে, দুনিয়ার প্রতি বিমুখ এবং আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট। যদি তোমরা ওমরকে আমীর বানাও তাকে পাবে শক্তিশালী ও আমনতদার হিসাবে, সে আল্লাহর ব্যাপারে দুর্নাম রটনাকারীর কোনো পরোয়া করবেনা। আর তোমরা যদি আলিকে আমীর বানাও, আমি মনে করিনা তোমরা এরুপ করবে, তোমরা তাকে পাবে পথপ্রদর্শনকারী ও পথপ্রদর্শক ব্যক্তি রুপে। সে তোমাদেরকে সঠিক পথে চালাবে।

২৫. সহজ সরল জীবন : রাসূলে কারীম (সা) এর মেয়ে ফাতেমা তাঁর বাবাকে একজন চাকরের কথা বললে আল্লাহর রাসূল জবাব দেন আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আখিরাতের সুখ শান্তি নিশ্চিত করার জন্য। দুনিয়ার সুখ শান্তির জন্য নয়। রাসূলে কারীম (সা) অনেক সময় একাধিক দিন একসাথে ক্ষুধার্ত থাকতেন কিন্তু ঘরে খাবারের কিছুই ছিলো না। একদা হযরত ওমর (রা) যখন রাসূলে কারীম (সা) এর শরীরের দাগ দেখলেন মাটিতে খেজুর পাতার বিছানায় ঘুমানোর জন্য

তখন তিনি কিছুটা আরামদায়ক বিছানার কথা বললে আল্লাহর রাসূল তাঁকে বলেন, " আরাম আয়েশ তাদের জন্য যারা দুনিয়ার সুখের জন্য আগ্রহী"। বর্তমান দুনিয়াতে দেখা যায় উন্নত বিশ্ব তথা ইউরোপ-আমেরিকাতে অনেক গরীব রয়েছে তারা পৃথিবীর গরীব দেশগুলোর গরীবদের চেয়েও গরীব। অথচ তাদের রাষ্ট্রনায়করা জৌলুসপূর্ণ জীবন যাপন করে। রাসূলে কারীম (সা) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হযরত আবু বকর খলীফা হওয়ার পর বায়তুলমাল থেকে সামান্য পরিমান গ্রহন করতেন। কেননা তিনি খলীফা হওয়ার কারণে তাঁর ব্যবসা ছাড়তে হয়। তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন তাঁর পরিবারকে নির্দেশ দেয় বায়তুলমালের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা যেন ফেরত দেয়া হয়। হযরত উমর (রাঃ) যখন খলীফা তখন তাঁর মাসিক সন্মানী বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলে তিনি তা গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি একদা ঈদের সময় তাঁর স্ত্রী তাঁদের ছোট ছেলের জন্য ঈদের পোশাক কেনার কথা বললে ওমর বলেন তাঁর কাছে কোন অর্থ নেই। তখন তাঁর স্ত্রী পরবর্তী মাসের সন্মানী অগ্রিম নেয়ার কথা বললে হযরত ওমর তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী আবু উবায়দাহ বিন জাররাহর কাছে একটি চিরকুট লেখেন। উক্ত চিরকুট পেয়ে আবু উবায়দা খলীফার কাছে জানতে চান। মাননীয় খলীফা আমি আপনার কাছে দুটি বিষয় জানতে চাই: প্রথমত আপনি যে আগামী মাসের অগ্রিম চেয়েছেন আপনার কাছে কি কোন গ্যারান্টি আছে যে আপনি আগামী মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। দ্বিতীয়তঃ আপনি যদি বেঁচে থাকেন কিন্তু মুসলিম উম্মাহ যে আপনাকে খলীফা রাখবে তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? এই জবাব পেয়ে হযরত ওমর কান্না শুরু করেন এবং হযরত আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ এর জন্য দুআঁ করেন।

২৬. আল্লাহ ভীতি: নেতৃত্ব ও ক্ষমতা মানুষকে অহংকারী করে তুলতে পারে। আল্লাহর ভয় তাকে বিনয়ী ও দায়িত্বশীল বানায়। আধুনিক বিশ্বে নেতৃত্ব ক্ষমতার দাপট দেখায়। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে ভীত নেতৃত্ব হয় অত্যন্ত বিনয়ী। হযরত আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর বলেন, " আমি তোমাদের শাসক নিযুক্ত হয়েছি কিন্তু আমি তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। এই পদের জন্য আমার মনে কখনও কোন আশা আকাংখা ছিলনা। আমি যদি সত্য ও ন্যয়ের কাজ করি তোমরা আমার সাহায্য করবে। আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করি তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি তাঁদের আনুগত্য না করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করতে বাধ্য নও" । হযরত আবু বকর খলীফা হিসাবে ঘোষিত হলে কেউ কেউ হযরত আলীকে খলীফা হিসাবে দেখতে চান। এমনকি হযরত আবু সুফিয়ান আলী (রা) এর কাছে গিয়ে বলেন, আপনি চাইলে আমি দশ হাজার সসস্ত্র সৈন্য নিয়ে আপনার সমর্থনে আসব। তখন আলী (রা) প্রত্যুত্তরে বলেন, তোমরা যা বললে তা প্রমান করে যে তোমরা ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন। তোমাদের কাছ থেকে আমার কোনো সাহয্য প্রয়োজন নাই। আমরা মনে করি আবু বকরই এই পদের জন্য সব চেয়ে বেশী উপযুক্ত।

২৭. ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও উদারতা : আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন,আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি রাহমাতাল লিল আলামীন হিসাবে(২১:১০৭)। আল্লাহর রাসূল ছিলেন ক্ষমাশীল। কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতেন। হযরত আনাস বলেন একদা জনৈক ইয়াহুদী মহিলা আল্লাহর রাসূলকে খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাকে কিছুই করেননি। তায়েফে আল্লাহর রাসূলকে রক্তে রঞ্জিত করা হয়। হযরত জিবরীল এসে আল্লাহর রাসুল এর কাছে এসে অনুমতি চান দুই পাহাড়ের মাঝ খানে রেখে তাদেরকে পিষিয়ে মারতে। কিন্তু তিনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দরদভরা ভাষায় দুআঁ করেন, " আল্লাহুম্মা ইহদি কাওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়ালামুন- হে আল্লাহ আমার কাওমকে ক্ষমা করে দাও এবং হেদায়েত দান কর। তারা আমার প্রতি যা করেছে তা তারা বুঝেনি"।

২৮.গরীবদের খোঁজ খবর রাখা: রাসূলে কারীম (সা) বলেন , " আমার মৃত্যুর পর আমি যা কিছু রেখে যাই তা থেকে আমার স্ত্রী ও চাকরদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রেখে বাকী সব যেন গরীবদের মাঝে বন্টন করা হয়। আমার উত্তরাধিকারীদের মাঝে যেন বন্টন করা না হয়।

২৯. ব্যক্তিগত অহমবোধ প্রদর্শন না করা: নেতৃত্বের চরিত্রে ব্যক্তিগত অহমবোধের কোন স্থান নেই। একবার রাসূলে কারীম (সা) একদল সাহাবাসহ ভ্রমনকরা কালীন পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি করার সময় তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন রাতের খাবারের জন্য একটি ছাগল জবেহ করবেন। সাহাবারা একেকজন একেক কাজ ভাগ করে নিলেন। কাঠ সংগ্রহ করে আনার দায়িত্ব কেউ নেয়নি। তখন রাসূলে কারীম (সা) বললেন, ঠিক আছে আমি কাঠ সংগ্রহ করে আনব। তখন অন্যরা বলেন, " আপনি আল্লাহর রাসূল। এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য যে আপনার খিদমত করা। তখন রাসূলে কারীম (সা) বললেন, আল্লাহ তার এমন কোনো বান্দাহকে পছন্দ করেনা যে নিজেকে অন্যদের থেকে পার্থক্য করে।

৩০.সাহস, দৃঢ়চেতা ও সময়োচিত সিদ্ধান্তগ্রহণ: মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে যাওয়ার পথে গুহার ভিতর থেকে যখন কাফেরদের পদধ্বনি শুনতে পান তখন আবু বকর ভড়কে গেলে আল্লাহর রাসুল সাহস দিয়ে বলেন , লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা- ভয় পেয়োনা নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। তাঁকে তাঁর জীবন থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করা হলে তিনি বলেন, আমার এক হাতে সূর্য আর আরেক হাতে চাঁদ দিলেও জীবন থেকে সরানো যাবেনা। তিনি ঘোষণা করেন, " লা আবুদু মা তাবুদুন- তোমরা যাদের উপাসনা করো আমি কখনো তোমাদের সাথে আপোষ করে তাদের উপাসনা করবে না। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের শুধু সংখ্যা কম ছিলনা বরং সামরিক সরঞ্জাম তুলনামুলকভাবে খুবই অপ্রতুল ছিল। আল্লাহর রাসূল অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তাবুকের যুদ্ধে ত্রিশহাজার মুসলমান প্রায় লক্ষাধিক রোমক বাহীনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায়। দুর্বলচেতা কোনো নেতার পক্ষে এই ধরনের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়। উহুদ যুদ্ধের পরপরই যখন মুসলমানেরা ক্ষত বিক্ষত এমতাবস্থায় আবারও যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফেরদের ভীত ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়চেতা নেতার পরিচয় বহন করে। চুক্তিভঙ্গের কারণে বনু কুরাইজার পুরুষদের হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে যুদ্ধবন্দী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৩১. যথাযথ কমিউনিকেশন: আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন প্রত্যেকের আপন জাতির ভাষায়। যেন তাঁরা তাদের ভাষা বুঝতে পারেন এবং তাদের রুচি, জ্ঞান, কৃষ্টি, কালচার ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখেই তাদের কাছে দাওয়াতী কাজ করতে পারেন। কোনো আন্দোলন যদি সমাজের মানুষদের ভাব ও ভাষা বুঝতে অপারগ হয় তাহলে উক্ত আন্দোলন সফলতা লাভ করতে পারেনা। অতএব, Communication Hurdle and Communication Gap দূর করার

জন্য নেতৃত্বকেই কৌশলী সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মানুষের জীবন যাত্রা যেমনিভাবে এক নয় তেমনিভাবে গ্রাম ও শহরের মানুষের চিন্তা , চেতনা ও সামাজিক প্রয়োজন এক ও অভিন্ন নয়।

৩২. সময়োপযোগী পরিভাষা ব্যবহার: ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে সময়োপযোগী পরিভাষা প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে পুরনো পরিভাষার পরিবর্তন করে নতুন পরিভাষা চালু করতে হবে। কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা একটা আয়াত নাযিল করে পূর্ববর্তী কোনো আদেশ রহিত করেছেন সময় ও বাস্তবতার নিরীখে। আর এটাই হচ্ছে সৃষ্টিশীল ও ডাইনামিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। কোনো আন্দোলন যদি সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে বদ্ধা নদীতে পরিণত হয় তাহলে উক্ত নদীতে পানির স্রোত থাকেনা। ফলে এক সময় নদী তার জোয়ার ভাটার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বদ্ধা নদীতে পরিণত হয়। তেমিভাবে একটি আন্দোলন তার আবেদন যেন হারিয়ে না ফেলে এই জন্য নেতৃত্বকে সদা চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এখানে আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, অনেক সময় সামাজিক রুসম রেওয়াজের বিপরীত কোনো কিছু দেখলেই মানুষ তা গ্রহন করতে আপত্তি জানায়। শেরক ও বিদআতে অভ্যস্ত হয়ে যুগ যুগ ধরে কোন কিছু প্র্যাক্টিস করার পর ইসলামের সত্যিকার অনুসরণ করতেও মনে প্রশ্ন জাগে। এই ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কারমূলক কোন পদক্ষেপ যেন সামাজিক বড় ধরনের ফেতনার কারণ না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আদর্শ নেতাকে সময়োপযোগী কমিউনিকেশন স্কীলস অর্জন করতে হবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কমিউনিকেট করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সকলের কাছে মনোপুত নয় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। যেমন হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসুলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেলা কেউ মানতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল নিজ হাতেই তা করেন। ওয়ালীদ ইবন মুগীরাসহ সমাজের কুটিল প্রকৃতির মানুষের সাথেও কথা বলতে হতো। তাই তাঁকে অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে তাদের সাথে কথা বার্তা বলতে হতো।

৩৩. নিষ্ক্রিয়তা দূরীকরণ ও সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া: ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাফেলাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করেছেন। কেউ এপথে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে তাকে সংশোধনের ব্যবস্থা নিয়েছেন। এই প্রসংগে তাবুক যুদ্ধে কতিপয় সাহাবীর পিছনে রয়ে যাওয়ার ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর পিছনে রয়ে যাওয়া সাহাবীরা এসেই তাঁদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন আর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে পূত-পবিত্র করার জন্য আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে গাফলতি প্রদর্শন করার জন্য প্রথম পর্যায়ে চল্লিশ দিন সকল সংগী-সাথীদেরকে তাদের সাথে কথা বার্তা বলতে নিষেধ করেন। সে সময় তাঁরা কাউকে সালাম দিলেও কেউ জবাব দিতোনা। এটা ছিল তাঁদের ভীষণ কষ্টের কারণ। এভাবে কষ্টের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হবার পর আরও কঠিন ঘোষনা আসলো যে আরও দশদিন তাদের সাথে কোনো কথা বলতে পারবেনা এমনকি স্ত্রীগণও তাদের সাথে কথা-বার্তা বলা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এভাবে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হবার পর আল্লাহ পাক তাঁদের তাওবা কবুল করেন। আর এর শুকরিয়া হিসেবে তাঁরা নিজেদের অর্থ-সম্পদ যার মোহে জিহাদ থেকে দূরে ছিলেন তা আল্লাহর পথে দান করে দেন। নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা আল্লাহর দ্বীনের কাজে গাফলতির অসল কারণ অকপটে স্বীকার করে শাস্তি পেলেন। কিন্তু কপট-বিশ্বাসীরা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আল্লাহর রাসুলের দরবার থেকে বিদায় নিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হলোনা। অথচ আল্লাহর রাসুল (স) জানতেন যে তারা মিথ্যা কথা বলছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে নিষ্ঠাবান ঈমানদাররা এ প্রশ্ন কখনো উপস্থাপন করেন নাই যে মিথ্যা ওযর পেশকারীদেরকে কেন শাস্তি দেয়া হলোনা। অথচ সত্য কথা বলার কারণে তাঁদেরকে শাস্তি দেয়া হলো। অতএব, ইসলামী আন্দোলনের মাঝে আদর্শিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু কখনও কখনও নানা কারণে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দেখা যায়। মূলত বাহিরের আক্রমন বা বিরোধিতার ফলে ইসলামী আন্দোলন শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। কিন্তু অভ্যন্তরীন বিরোধ ও দ্বন্দ্ব ইসলামী আন্দোলনকে শুধু ক্ষতিগ্রস্থই করেনা বরং এর অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে। কোনো পলিসিগত বিষয়ে চিন্তার পার্থক্য আর দ্বন্দ্ব এক নয়। পলিসিগত বা কৌশল নিয়ে মত পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক বরং তা হচ্ছে বিরাট রহমত। এরফলে চিন্তা ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা সম্ভব হয়। তাই চিন্তা ও কৌশলের পার্থক্যকে অভ্যন্তরীন কোন্দল হিসাবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। মূলত নামাযে সফ বন্দী হয়ে দাঁড়ানো নামাযের পুর্ব শর্ত। বিশৃঙ্খল ভাবে যেমনিভাবে নামায আদায় হয়না তেমনিভাবে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা না মেনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তার কাঙ্খিত সফলতা লাভ করতে পারেনা। অতএব, সংঘাত সন্ধিক্ষনে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। বিশেষভাবে যখন কোন সমস্যার সন্মুখীন হয় বা ব্যর্থতা দেখা দেয় তখন সুযোগ সন্ধানীরা নানা কথা বলে। তারা বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। অহুদের ময়দান থেকেও একদল ছিটকে পড়েছিল। বিপদ মুসীবতের সময় নানা ধরনের উক্তি করে অভ্যন্তরীন সংহতি নষ্ট করলে ইসলামী আন্দোলনের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী সাধিত হয়। এই সময় একদিকে অভ্যন্তরীন সংহতি কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত।

৩৪. প্রোগ্রামাদিতে বৈচিত্র আনা: আর প্রোগ্রামাদিতে একগেঁয়েমী থাকলে অনেক সাধারন মানুষ নতুনভাবে শামিল হয়ে ২/৩টা প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়ে পরবর্তীতে প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। অতএব, প্রোগ্রামাদিতে বৈচিত্র আনা এবং একগেঁয়েমী দূর করার পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। রাসূলে কারীম (সা) এর সাহাবাদেরকে তালিম ও তারবিয়াত প্রদান করতেন সংক্ষিপ্ত কথায়। তিনি মাঝে মধ্যে মাটিতে অংকন করে বোঝাতেন। আর গুরুত্বপুর্ণ বিষয় তিনবার বলতেন। প্রোগ্রামাদিতে সৃষ্টিশীল কর্মসুচী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আল্লাহর রাসুল (সা) যখন কথা বলতেন তখন সকলে মনমুগ্ধ হয়ে শোনতেন। যারফলে মক্কার সম্পুর্ণ এক বৈরী পরিবেশেও তিনি মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করে সকলের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। তার প্রশিক্ষন ছিল বাস্তব ভিত্তিক। তিনি শুধু থিউরিটিক্যল তত্ব দিয়ে বেড়াননি। তার আদেশ -উপদেশ ছিল সমাজ ও বাস্তবতার নিরীখে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। তাই আজকের ইসলামী আন্দোলন সমূহকে বাস্তব ভিত্তিক কর্মসুচী প্রণয়ন করতে হবে।

আর আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, আল্লাহর রাসূল (সা) কখনও কোনো বক্তব্য দেয়ার সময় উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁর বিষয়বস্তু

পরিবর্তন করতে হলে তাই করতেন। তিনি জুমআর খোতবা দেয়ার সময় তাই নীচে নেমে হযরত হাসান-হোসাইনকে কোলে টেনে নেন। আমরা অনেক সময় নির্ধারিত প্রোগ্রাম এবং উপস্থিত জনাযার মধ্যে কোনটিকে অগ্রাধিকার দেব সেই ক্ষেত্রে চিন্তার দ্বন্দ্বে ভুগি। এরফলে অনেক সামাজিক সমস্যা বা ইস্যু পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র সাংগঠনিক প্রোগ্রামাদিতে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখার ফলে সমাজের সাথে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব সাংগঠনিক পরিসরে এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যার ফলে তাঁদের পক্ষে সামাজিক প্রোগ্রামাদিতে অংশ গ্রহন সম্ভব হয়না। অপরদিকে সামাজিক কিছু প্রোগ্রামের পরিবেশ সাংগঠনিক প্রোগ্রামাদির পরিবেশ থেকে ভিন্ন। তাই যারা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহন করেন তাঁদেরকে এক ধরনের অস্বস্তিতে থাকতে হয়। এই ক্ষেত্রে আদর্শিক পরিবেশ বনাম সামাজিক পরিবেশের মাঝে যেই পরিবেশগত পার্থক্য রয়েছে তা উপলব্ধি করতে হবে।

৩৫. আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে কৌশল গ্রহন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবন হুযাইফা রোমান সম্রাটের কপালে একটি চুমু দিয়ে অনেক মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর এই পদক্ষেপকে প্রশংসা করেন। কিন্তু তাঁকে যখন বন্দী করে ইসলাম ত্যাগ করতে বলা হয় তখন তিনি ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। এর কারণে রোম সম্রাট তাকে ফুটন্ত পানির জ্বলন্ত ডেকচিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁকে যখন ডেকচির কাছে নেয়া হয় তাঁর চোখে পানি দেখে সৈন্যরা ভাবল হয়তবা তিনি ভয়ে কাঁদছেন। তখন তাঁকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান ভয়ে তাঁর চোখের পানি আসেনি বরং তিনি ভেবেছিলেন আরও অনেক ডেকচিতে পানি গরম করে তাঁকে আরও নির্মমভাবে মারা হবে এরফলে তিনি শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। শাহাদাতের কাঙ্খিত সর্বোচ্চ মর্যাদা না পেয়ে তিনি কাঁদছেন। তারপর সম্রাট বলে তিনি তার কপালে একটি চুমু দিলে তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে। তিনি শর্ত দেন সকল মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দিলে আমি কপালে একটি চুমু দিতে পারি। সম্রাট এতে সম্মত হলে তিনি সম্রাটের কপালে একটি চুমু দিয়ে সকল বন্দীকে মুক্তি করেন। মুতার যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দান থেকে মদীনায় ফেরত নিয়ে যান। কেউ কেউ তাঁর এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেন। কিন্তু রাসূলে কারীম (সা) তাঁর এই কৌশল সমর্থন করেন। ইতিহাস সাক্ষী তিনি অনেক যুদ্ধে বিজয়ী হন কিন্তু সেই সকল যুদ্ধের কারণে তাঁকে সাইফুল্লাহ উপাধি দেয়া হয়নি বরং মুতা যুদ্ধের কৌশলগত ভূমিকার পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে খালেদ সাইফুল্লাহ উপাধি দেয়া হয়।

লেখক: শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও গবেষক

লেখা আহবান

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ন লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

যে ক্রীতদাসীর কোলে এতিম মুহাম্মদ (সাঃ) এর বেড়ে ওঠা

রোজিনা আক্তার

"আমি এক নারীকে জানি, যার কোন সম্পদ নেই, বয়স্ক এবং সাথে একটা এতিম সন্তান আছে কিন্তু তিনি জান্নাতি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একজন জান্নাতি নারীকে বিয়ে করতে চাও?" নবীজি (সা:) এর মুখে এ কথা শুনে সাহাবীদের মধ্যে থেকে জায়েদ বিন হারিসা (রা:) নবীজির (সা:) কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এবং নবীজি (সা:) সে মহিলার সাথে কথা বলে বিয়ের আয়োজন করেন। বিয়ের দিন রাসূল (সা:) জায়েদকে (রা:) বুকে জড়িয়ে আনন্দে, ভালবাসায়, কান্না ভেজা কণ্ঠে বললেন, "তুমি কাকে বিয়ে করেছো জানো জায়েদ? 'উম্মে আইমানকে' জায়েদের উত্তর, নবীজি (সা:) বললেন, না 'তুমি বিয়ে করেছো আমার মাকে"। এই সেই মহিলা যিনি মুহাম্মদ (সা:) এতিম হয়ে যাবার পর তাকে ছেড়ে যেতে রাজি হননি। মায়ের মতো ছায়া হয়ে পাশে থেকেছেন, নবীজির (সা:) দাদা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছেন বিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তার একই কথা 'আমি আমেনাকে কথা দিয়েছি, আমি কোথাও যাব না"। নবীজির (সাঃ) জন্মের সময় তার বয়স ছিলো তেরো বছর। মুহাম্মদ (সাঃ) এর পিতা আব্দুল্লাহ একদিন মক্কার বাজারে গিয়ে দেখলেন এক জায়গায় কিছু দাসদাসী বিক্রি হচ্ছে। নয় বছরের কালো আফ্রিকান আবিসিনিয়ার একটি মেয়েকে দেখে আমেনার কথা চিন্তা করে কিনে ফেলেন। মেয়েটিকে বাড়িতে আনার পর আব্দুল্লাহ ও আমেনার সংসারে আগের চেয়ে বেশি বরকত ফিরে আসায় তারা আদর

"আমি এক নারীকে জানি, যার কোন সম্পদ নেই, বয়স্ক এবং সাথে একটা এতিম সন্তান আছে কিন্তু তিনি জান্নাতি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একজন জান্নাতি নারীকে বিয়ে করতে চাও?" নবীজি (সা:) এর মুখে এ কথা শুনে সাহাবীদের মধ্যে থেকে জায়েদ বিন হারিসা (রা:) নবীজির (সা:) কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এবং নবীজি (সা:) সে মহিলার সাথে কথা বলে বিয়ের আয়োজন করেন। বিয়ের দিন রাসূল (সা:) জায়েদকে (রা:) বুকে জড়িয়ে আনন্দে, ভালবাসায়, কান্না ভেজা কণ্ঠে বললেন, "তুমি কাকে বিয়ে করেছো জানো জায়েদ? 'উম্মে আইমানকে' জায়েদের উত্তর, নবীজি (সা:) বললেন, না 'তুমি বিয়ে করেছো আমার মাকে"।

করে মেয়েটিকে ডাকতে থাকেন 'বারাকাহ' বলে।

ব্যবসার কারণে আব্দুল্লাহর সিরিয়ায় যাবার প্রয়োজন হল। আমেনার কাছে এ মেয়েকে সঙ্গী হিসাবে রেখে তিনি রওয়ানা দেন। আমেনার সাথে এটাই ছিল শেষ বিদায়। সিরিয়া যাবার পথেই তিনি মৃত্যুবরণ করে। আমেনার এই বিরহ ও কষ্টের সময়ে বারাকাহ ছিল একমাত্র কাছের সঙ্গী। কয়েকমাস পর আমেনা জন্ম দিলেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা:) কে। সর্বপ্রথম আমাদের নবীকে দেখার এবং স্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছিল যে মানুষটির সে হল এই আফ্রিকান ক্রীতদাসী ছোট কালো মেয়েটি। নবীজিকে নিজ হাতে আমেনার কোলে তুলে দিয়েছিল। আনন্দ আর খুশিতে বলেছিল "আমি কল্পনায় ভেবেছিলাম সে হবে চাঁদের মতো, কিন্তু এখন দেখছি চাঁদের চেয়েও সুন্দর"। এই সেই ক্রীতদাসী বারাকাহ, যিনি শিশু মুহাম্মদ (সা:) কে আমেনার সাথে যত্ন নিয়েছেন, গোসল দিয়েছেন, খাওয়াতে সাহায্য করেছেন, আদর করে ঘুম পাড়িয়েছেন।

মক্কায় বাচ্চাদের বিশুদ্ধ বাতাসে বেড়ে উঠা এবং বিশুদ্ধ কথা শেখানোর জন্য যে প্রথা প্রচলিত ছিল সে অনুযায়ী নবী (সা:) পাঁচ বা ছয় বছর পর্যন্ত হালিমা সাদিয়ার নিকট লালিত পালিত হন। এরপর হালিমা তাকে তার মায়ের কাছে সোপর্দ করেন। কিছুদিন পর আমেনা শিশু মুহাম্মদ (সা:) এবং বারাকাহকে সঙ্গে নিয়ে ইয়াসরিবে তাশরীফ নেন। তার ইচ্ছা স্বামীর কবর জিয়ারত করা। প্রত্যাবর্তনকালে মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি স্থান আবওয়াতে পৌছালে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শিশু মুহাম্মদ (সা:) পুরাপুরি এতিম হয়ে যান। বারাকাহ অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে আমেনাকে সমাধিস্থ করেন এবং স্নেহ মমতার সাথে এতিম শিশু মুহাম্মদ (সা:) কে নিয়ে মক্কায় পৌছেন দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার ঘরেই মুহাম্মদ (সা:) কে লালনপালন করা এবং তাকে দেখাশোনার জন্য দায়িত্ব দিলেন এই বারাকাহকে।

মুহাম্মদ (সা:) খাদিজা (রা:) কে বিয়ে করার পূর্ব পর্যন্ত এই বারাকাহ আর কোথাও যাননি। যদিও মুহাম্মদ (সা:) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যেহেতু শিশুকাল থেকেই তিনি ক্রীতদাস প্রথা দুর করতে চেয়েছেন। বারাকাহ নবী (সা:) কে ছেড়ে যেতে রাজী হননি। মায়ের মতো ছায়া হয়ে পাশে থেকেছেন। খাদিজা (রা:) কে বিয়ে করার পর একদিন মুহাম্মদ (সা:) বারাকাহকে ডেকে বললেন, "উম্মি, আমাকে দেখাশোনার জন্য এখন খাদিজা আছে, আপনাকে এখন বিয়ে করতেই হবে"। তারপর মুহাম্মদ (সা:) এবং খাদিজা (রা:) মিলে উবাইদ ইবনে জায়েদের সাথে বারাকাহর বিয়ে দেন। কিছুদিন পর বারাকাহর একটি ছেলে হলো, নাম রাখলেন আইমান। এরপর থেকে বারাকাহর নতুন নাম হলো 'উম্মে আইমান'। একদিন বারাকাহর স্বামী উবাইদ মৃত্যুবরণ করেন। নবীজি (সা:) গিয়ে আইমান এবং উম্মে আইমানকে সাথে করে নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন এবং সেখানেই থাকতে দেন। মুহাম্মদ (সা:) নবুয়ত প্রাপ্তির পর মুসলমানদের উপর নির্যাতন বেড়ে গেলে উম্মে আইমান হাবশায় হিজরত করেন।

পরবর্তীতে রাসূল (সা:) মদিনায় হিজরত করলে তিনি হাবসা থেকে মদিনায় আসেন। ওহুদের যুদ্ধে মুজাহিদদের পানি পান করা এবং রোগীদের সেবা শুশ্রুষা করেন। খয়বর যুদ্ধে অংশ নেন এবং একই খেদমত আঞ্জাম দেন। হুনাইয়েনের যুদ্ধে তার ছেলে আইমান শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। যায়েদ ইবনে হারিসা (রা:) নবীজি (সা:) এর সেই লোভনীয় প্রস্তাবে এই উম্মে আইমানকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাদের ঘরেই জন্ম নেয় সেই বিখ্যাত সেনাপতি উসামা বিন যায়েদ (রা:)। নবী (সা:) তাকে খুবই ভালবাসতেন। সহীহ বুখারীতে আছে নবী (সা:) এক হাটুর উপর হযরত উসামা (রা:) কে অন্য হাটুর উপর হযরত হাসান (রা:) কে বসাতেন এবং বলতেন " হে আল্লাহ, আমি এ দুজনকে ভালবাসি, এজন্য তুমিও তাদের ভালবাস"।

সাহাবীরা বলতেন রাসূল (সা:) কে খাওয়া নিয়ে কখনও জোর করা যেতনা, উনি সেটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু উম্মে আইমান একমাত্র নারী যিনি রাসূল (সা:) কে খাও খাও বলে তাড়া দিতেন এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাশে বসে থাকতেন। রাসূল (সা:) উনার দুধ মাতা হালিমাকে দেখলে যেমন নিজের গায়ের চাঁদর খুলে বিছিয়ে দিতেন তেমনি ইনার সাথেও একই আচরন করতেন।

উম্মে আইমান একমাত্র নারী যিনি নবীজি (সা:)র জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন এবং বলতে গেলে সারাজীবন পাশে থেকেছেন, মায়ের মতো ভালবেসেছেন। রাসূল (সা:) এর ইন্তেকালে উম্মে আইমান শোকে জর্জরিত হয়ে পড়েন কান্না যেন থামতেই চায়না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) এবং হযরত ওমর (রা:) জানতে পেরে তার নিকট গেলেন সান্তনা দিয়ে বললেন "রাসূল (সা:) এর জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম বস্তু মওজুদ রয়েছে। উম্মে আইমান (রা:) তাদের কে জবাব দিলেন "আমি তো তা জানি। আমি এজন্য কাঁদছি যে, এখন থেকে ওহীর সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেল"। একথা শুনে আবু বকর ও ওমর (রা:) আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

এই সেই মহীয়সি মহিলা যাকে রাসূল (সা:) মায়ের মতো সম্মান করতেন এবং সীমাহীন ভালবাসতেন। রাসূল (সা:) এর আরেক 'মা' হিসাবে তাকে সম্মান করেছেন, তাকে ভালবাসা দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। তার থেকে কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে আনাস (রা:) বিন মালিক, হানাস (রা:) বিন আব্দুল্লাহ এবং আবু ইয়াজিদ মাদানী (র:) অন্তর্ভুক্ত আছেন।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদিকা,
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

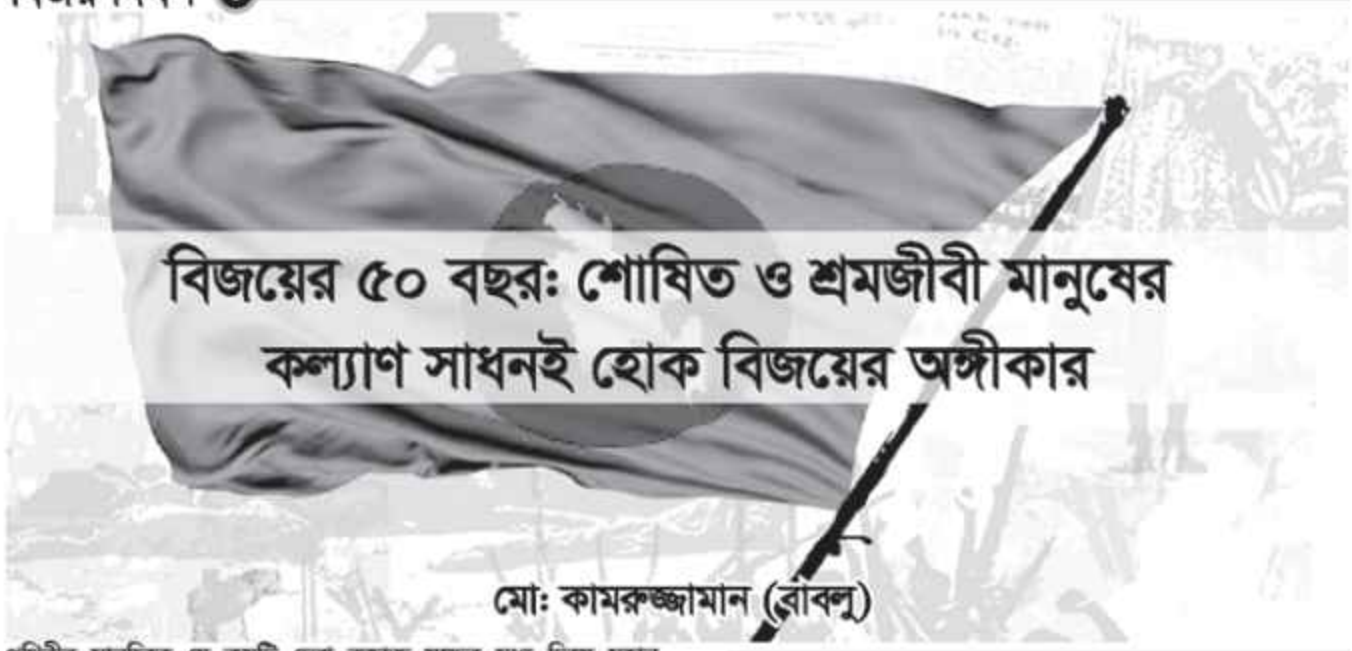

বিজয়ের ৫০ বছরঃ শোষিত ও শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ সাধনই হোক বিজয়ের অঙ্গীকার

মোঃ কামরুজ্জামান (বাবলু)

পৃথিবীর মানচিত্রে যে কয়টি দেশ রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা অর্জন করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সুদীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ এবং বহু জীবনের বিনিময়ে শোষণের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে বিজয় মালা ছিনিয়ে আনে বাংলার দামাল সন্তানেরা। প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের চরম জুলুমের শিকার এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী কঠোর আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লুটেরা বর্গিদের নিজ মাতৃভূমি থেকে হঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান জন্ম লাভ করেছিল। নতুন উদ্যমে শুরু হয় দেশ গড়ার কাজ। কিন্তু যেই জুলুম ও শোষণের কারণে ব্রিটিশ শাসনের যবনিকাপাত ঘটে, সেই একই পটভূমিতে অবশেষে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শোষনের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে বাংলাদেশের। পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায় আরো একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় সব স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনের ইতিহাস হলো বঞ্চনা ও শোষনের। মানুষ যখনই তার ন্যয়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তখনই ফুঁসে উঠেছেন এবং সেই আন্দোলনের দাবানল কখনো কখনো স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত গড়ায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেনী হলো একটি দেশের সকল উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। যখনই শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়েছেন তখনই সেখানে বিদ্রোহ অনিবার্য। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

সেই সময় দেশের শতকরা ৮০ জনেরও বেশি মানুষের জীবিকা ছিল কৃষি। কৃষি পণ্যের বিরাট একটি অংশ পূর্ব-পাকিস্তানে উৎপাদন হলেও তার বড় চালান চলে যেতো পশ্চিম পাকিস্তানে। কৃষকদের মধ্যে ন্যায্য মূল্য নিয়েও ছিল ব্যাপক অসন্তোষ। ক্রমেই ফুঁসে উঠতে থাকেন এদেশের শ্রমজীবী মানুষ। এককালের ইংরেজ ও হিন্দু জমিদাররা মিলে অত্যাচার নির্যাতনের যে স্টিম রোলার তাদের ওপর চালিয়েছিল তারই

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় সব স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনের ইতিহাস হলো বঞ্চনা ও শোষনের। মানুষ যখনই তার ন্যয়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তখনই ফুঁসে উঠেছেন এবং সেই আন্দোলনের দাবানল কখনো কখনো স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত গড়ায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেনী হলো একটি দেশের সকল উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। যখনই শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়েছেন তখনই সেখানে বিদ্রোহ অনিবার্য। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

যেন পূর্বাভাস দেখতে পেয়েছিলেন মুক্তিপাগল বাংলার মানুষ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই দেশের শীর্ষ নেতারা পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এক সুখী-সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে থাকবে না বৈষম্য, শোষণ ও অবিচার। সবাই বুঝে পাবেন তাদের ন্যায্য হিস্যা। তিনি ১৯৪০ সালে যখন ছাত্র রাজনীতিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন সেই সময়কার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: "তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে আর নজর নাই। শুধু মুসলিম লীগ, আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই। খবরের কাগজ 'আজাদ', যা লেখে তাই সত্য বলে মনে করি।"

যাই হোক মানুষকে তার মৌলিক মানবিক অধিকার দিতেই হবে। শুধু পেট পূজা কখনোই মানুষের জন্য শোভনীয় নয়। মানুষকে তার বাক-স্বাধীনতা দিতে হবে, ভোটের অধিকার দিতে হবে। যেই মানুষের ভোট দেয়ার অধিকার নেই, নিজের মত প্রকাশের অধিকার নেই, সে কখনো স্বাধীন মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। বর্তমান সভ্য দুনিয়া রোহিঙ্গা মুসলমানরা যার জলজ্যান্ত উদাহরণ। শুধুমাত্র ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়াও যে একটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপ্লবী ভূমিকা রাখতে পারে তা বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয়।

চূড়ান্ত বিরোধ ও স্বাধীনতা:

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এদেশের মানুষের চূড়ান্ত বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিলো মূলত ১৯৭০ এর নির্বাচনকে ঘিরে। কারণ ৭০-এর ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্য দিয়েই অখন্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণমানুষের ভোটে বিজয়ী হন শেখ মুজিবুর রহমান এবং দেশ চালানোর গুরু দায়িত্ব এসে পড়ে তার দল আওয়ামী লীগের কাঁধে। কিন্তু সেই ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে এদেশের মানুষের তৎকালীন সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে এবং দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে চূড়ান্ত বিরোধে জড়িয়ে পড়েন শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগ। যদিও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও নেতা এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এর মেয়ে শারমিন আহমদ তার "তাজউদ্দীন আহমদ: নেতা ও পিতা"- গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন যা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে।

যাই হোক, ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেছিল। ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনেই জয় পায় আওয়ামী লীগ। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের ৭টি এবং জাতীয় পরিষদের ১০টি মহিলা আসনেও আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। সর্বমোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অপরদিকে জুলফিকার আলীর পাকিস্তান পিপলস'পার্টি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৮৮টি আসনে জয়লাভ করেছিল।

তবে, নির্বাচনী প্রচারণার সময় থেকেই বাংলাদেশের ইতিহাসের আরেক কিংবদন্তী এবং শেখ মুজিবের এককালের গুরু মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অবস্থান ছিল একটু অন্যরকম। সবাই যখন নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত তখন মাওলানা ভাসানী নির্বাচনী প্রস্তুতির পাশাপাশি দেশের মানুষের নানাবিধ সমস্যা সমাধানেও ছিলেন সমানভাবে সোচ্চার। এমনকি ১৯৭০ সালের ৬-৮ আগস্ট বন্যা সমস্যা সমাধানের দাবিতে অনশন পালন করেন তিনি। অতঃপর সাধারণ নির্বচনে অংশ গ্রহনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। কিন্তু ১২ নভেম্বর (১৯৭০) পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় (১০ লাখের ওপর মানুষ মারা যায় সেই ঝড়ে) হলে দুর্গত এলাকায় ত্রান ব্যবস্থায় অংশ নেয়ার জন্য ভাসানীর দল ন্যাপের প্রার্থীরা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্তদের সহায়তায় পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমিকায় সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না মাওলানা ভাসানী। এমনই এক প্রেক্ষাপটে তিনিই প্রথম ১৯৭০ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি উত্থাপন করেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বহুমুখী লেখক ও জনপ্রিয় কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ তার রচিত "মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী" শীর্ষক জীবনীগ্রন্থের ৩৬২-৩৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "২৩ নভেম্বর (১৯৭০) তড়িঘড়ি করে ভাসানী পল্টন ময়দানে এক জনসভা করেন। জাতির ইতিহাসে সেটাছিলো এক ঐতিহাসিক জনসভা। ক্ষয়ক্ষতি বর্ণনার পরে সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি সভায় স্লোগান দেন: 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। কবি শামসুর রহমানের ভাষায়- 'হায় আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে এটিই প্রথম কবিতা। কবি লিখেছিলেন:

শিল্পী কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
খন্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানি,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহাপ্লাবনের পর নূহের গভীর মুখ... যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার।। জনসমাবেশে
সখেদে দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ-খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে
হায় আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী।

তাঁর সেই অবিস্মরণীয় ভাষণ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়। ওই দিনই রাতে এবং পরদিন আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়: পূর্ব পাকিস্তানে বর্ষিয়ান জননেতা মওলানা ভাসানী স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।"

সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী (২০০৮-২০১৪ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের) এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সাবেক উপ-প্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকার (আব্দুল করিম খন্দকার) তার "১৯৭১: ভেতরে বাইরে" গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "১৯৭০ সালে নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানে বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় হয়, এ

দুর্যোগে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ নিহত হয়। এ সময় ইয়াহিয়া খান চীন সফর করছিলেন। সফর শেষে তিনি ঘূর্ণিঝড়-আক্রান্ত পূর্ব পাকিস্তানে না এসে সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। এতে পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন তিনি খুবই সংক্ষিপ্ত সফরে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং বিমানে করে কিছু উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন। অথচ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি একটি দিনের জন্যও বিমান থেকে নেমে দেখলেন না যে ঘূর্ণিঝড়ে দেশটার কী অবস্থা হয়েছে। এটি ছিল তার রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল।"

পূর্ব পাকিস্তানের গণমানুষের প্রতি এমন আচরণ দেখে যারপরনাই ব্যথিত হলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তার আর বুঝতে মোটেই বাকি থাকলো না যে এদেশের মানুষের মুক্তির মূল পথ হলো স্বাধীনতা। তাই কালবিলম্ব না করে অনেকটা আকস্মিকভাবেই স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বসলেন জননেতা ভাসানী। পশ্চিম পাকিস্তানিদের আচরণে এদেশের ক্ষুব্ধ মানুষগুলো তাদের আরেক জনপ্রিয় নেতা ও তুখর বক্তা শেখ মুজিবকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করেন এবং তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সবাই সুন্দরভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন।

সৈয়দ আবুল মকসুদের লেখায় বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিনি তার বইয়ের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "দৈনিক পাকিস্তান ছিলো একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা। ভাসানীর ঘা-দেয়া ভাষণ যতোটা সম্ভব নরম করে তাঁরা প্রকাশ করেন।

এত লম্বা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যে কথাটি বলতে চাই তা হলো: ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের প্রকৃত বিজয় তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিমাপের অন্যতম একটি প্যারামিটার তথা মাপকাঠি হলো মানুষের মত প্রকাশের অধিকার তথা ভোটাধিকার। তাই বিজয়ের এই ৫০তম বর্ষে এসে এদেশের গণমানুষের কামনা দেশে যেন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকে এবং ৯০-এর গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশে যেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হয় সেটা যেন অব্যাহত থাকে। মানুষ যেন স্বাধীনভাবে, তার মত প্রকাশ করতে পারেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। শ্রমজীবী মানুষ যেন বঞ্চিত ও শোষিত না হন। একটি চাঁদাবাজ, লুটপাট, ঘুষ ও শোষনমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ শ্রম-বান্ধব দেশ গঠনই হোক বিজয়ের এই সুবর্ণ জয়ন্তীর মূল অঙ্গিকার।

বিজয়ের এই ৫০তম বর্ষে এসে এদেশের গণমানুষের কামনা দেশে যেন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকে এবং ৯০-এর গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশে যেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হয় সেটা যেন অব্যাহত থাকে। মানুষ যেন স্বাধীনভাবে, তার মত প্রকাশ করতে পারেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। শ্রমজীবী মানুষ যেন বঞ্চিত ও শোষিত না হন। একটি চাঁদাবাজ, লুটপাট, ঘুষ ও শোষনমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ শ্রম-বান্ধব দেশ গঠনই হোক বিজয়ের এই সুবর্ণ জয়ন্তীর মূল অঙ্গিকার।

লেখক: সাংবাদিক

আমাদের ব্যবহারিক জীবন

অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

আমরা যা বিশ্বাস করি তার বাস্তব প্রয়োগ হল ব্যবহারিক জীবন। জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আকিদার উপর ব্যবহারিক জীবনের মান নির্ভর করে। ঈমান হল বিশ্বাস আর ইসলাম হল বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা। আদর্শিক আন্দোলনের কর্মীদের বাস্তব জীবন তার ঈমানের উপর প্রতিপালিত হতে হবে। যাদের কাজ তার ঈমানের বিপরীত সেই হল মুনাফিক। আকিদাগত মুনাফিক ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই। এ ধরনের মুনাফিকের সংখ্যা আমাদের সমাজে বেশি।

ব্যবহারিক জীবনের গুরুত্বঃ

আদর্শিক আন্দোলনের কর্মীদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে সফলতার জন্য ইসলামের আলোকে ব্যবহারিক জীবন পরিচালনা করা জরুরী।

আদর্শিক আন্দোলনের দাওয়াতের মাধ্যম প্রধানত ২টি। যথা-

১. মৌখিক সাক্ষ্যদান

২. ব্যবহারিক জীবন

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নবুয়ত লাভের পর যে লোকগুলোর নিকট তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও গোপন ছিল না, তাঁরাই সর্বপ্রথম তাঁর নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। নিম্নে কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হলঃ

হযরত খাদিজা (রা.)

যিনি বিগত ১৫ বছর নবুয়ত লাভের পূর্বে রাসূল (সাঃ) এর জীবন সঙ্গী ছিলেন। নবুয়তকালে তার বয়স ছিল ৫৫ বছর। যিনি ১৫ বছর আড়াল বিহীন নিকট থেকে রাসূল (সাঃ) কে দেখেছেন। এরকম একজন বয়স্কাঅভিজ্ঞ মহিলা কোন পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্বামীর নাজায়েজ কাজে শরীক হতে পারে বটে কিন্তু কোন অবস্থাতেই তার অপকর্মের প্রতি ঈমান আনতে পারেনা। রাসূল (সা.) যখন তাঁর নিকট নবুয়ত লাভের ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন একটি মুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা না করে দ্বিধাহীন চিত্তে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি ঈমান আনেন।

হযরত যায়েদ (রা.)

একেবারে নিকট থেকে রাসূল (সা.) কে যারা জানতেন, তাঁদের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.)। তিনি একজন গোলাম হিসেবে ১৫ বছর বয়সে রাসূল (সা.) এর ঘরে আসেন। নবুয়তের সময় তার বয়স ছিল ৩০ বছর। ছোট বেলায় পিতা মাতা থেকে নিখোঁজ হন। পিতা-চাচারা যখন জানতে পারলো তাঁদের সন্তান অমুক স্থানে গোলামীর জীবনযাপন করছে, তখন তাঁরা যায়েদ (রা.) কে ফিরিয়ে নিতে মক্কায় এলো। এটা হচ্ছে রাসূল (সাঃ) এর নবুয়ত লাভের আগের ঘটনা। তাঁরা এসে বলল- আমাদের ছেলেটাকে যদি আযাদ করে দেন, এটা আমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবানী হবে।

তাঁরা পিতা-চাচা তাকে নেওয়ার কথা বললে, যায়েদ বিন হারেছা বললেন- আমি এ ব্যক্তির মধ্যে এমন সব সুন্দর গুনাবলী দেখেছি, যা দেখার পর আমি তাঁকে ছেড়ে পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট ফিরে যেতে চাই না। এ ছিল মনিব সম্পর্কে খাদেমের সাক্ষ্য।

হযরত আবু বকর (রা.)

আবু বকর (রা.) নবুয়তের ২০ বছর পূর্ব থেকে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে রাসূল (সাঃ) কে দেখার এবং জানার সুযোগ পেয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক নির্দ্বিধায় তাঁর নবুয়তের স্বীকৃতি দান এ কথার প্রমাণ করে যে, ২০ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে তিনি রাসূল (সাঃ) কে পবিত্র, সুউচ্চ স্বভাব ও আচরণের প্রতিচ্ছবি হিসেবে পেয়েছেন।

হযরত আলী (রা.)

ইসলাম গ্রহণের সময় যাঁর বয়স ছিল ১০ বছর। রাসূল (সাঃ) এর ঘরেই প্রতিপালিত হয়েছেন। ১০ বছরের বালকও যে ঘরে থাকে যাঁর কাছে থাকে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সেও ওয়াকিবহাল থাকে।

রাসূল (সাঃ)এর নিকটতম দুশমন আবু জেহেলও একবার বলেছিলেন- হে মুহাম্মদ! আমরা তো তোমাকে মিথ্যা বলছি না। আমরা তো ঐ দাওয়াতকে মিথ্যা বলছি যা তুমি নিয়ে এসেছো। অর্থাৎ নিকৃষ্টতম দুশমনও তাঁর সত্যবাদিতার প্রবক্তা ছিল।

আদর্শিক আন্দোলনের একজন কর্মীকে এমন হতে হবে যাতে তাঁর জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতিচ্ছবি ফুঁটে উঠে। মানুষকে উন্নত চরিত্র শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল (সাঃ) এর আগমন ঘটেছিল তথা বাস্তব জীবনের পরিপূর্ণতা দানের জন্য রাসূল (সাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকঃ

১. ব্যক্তি জীবন

২. পারিবারিক জীবন

৩. সামাজিক আচরণ

৪. কর্মজীবন
৫. আর্থিক জীবন
৬. সাংগঠনিক আচরণ
৭. দায়িত্বশীল সুলভ আচরণ

■ **ব্যক্তি জীবনঃ**

১. নিয়তের একনিষ্ঠতা বা খুলুছিয়াত থাকা। এটা বান্দা না বুঝলেও আল্লাহ বুঝেন।

২. কথা ও কাজে যাতে অন্য মানুষ কষ্ট না পায়। জবান বা বাকশক্তির হেফাজত করা। রাসূল (সা:) বলেছেন- "যে ব্যক্তি আমার নিকট তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী ও দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের নিরাপত্তা দিতে পারবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব"।

৩. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন করা। প্রতিটি কাজের হক ঠিকমত পালন করার নাম হল ভারসাম্য। মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে বলেন "এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যমপন্থী মানবদলে পরিণত করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের উপর (হেদায়াতের) সাক্ষী হয়ে থাকতে পারো (এবং একইভাবে) রাসূল (সা:) তোমাদের সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে"।

ইসলাম কৃপনতাকে সমর্থন করে না আবার অপচয়কেও সমর্থন করেনা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা দেয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা:) বলেছেন, দায়িত্বশীলদের জন্য ৪টি গুণ অপরিহার্য-

- কোমলতা, তবে দুর্বলতা নয়।
- দৃঢ়তা, তবে কঠোরতা নয়।
- স্বল্প ব্যয়িতা, তবে কৃপনতা নয়।
- দানশীলতা, তবে অপব্যয় নয়।

হযরত লোকমান (আ:) তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- নিজের চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা লোকমানের ১৯ নং আয়াতে বলেন "(হে বৎস জমিনে চলার সময়) তুমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর, কেননা আওয়াজ সমূহের মধ্যে সবচাইতে অপ্রীতিকর আওয়াজ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।

এক সাহাবী রাসূল (সা:) কে প্রশ্ন করলেন, চলন্ত ঝর্ণায় বেশি সময় ধরে অযু করতে পারবো কি? রাসূল (সা:) বললেন না।

৪. রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। রাগ মানুষকে সীমালঙ্ঘনের দিকে নিয়ে যায়। রাগের মাথায় কোন সিদ্ধান্ত সঠিক হয় না। রাগ প্রয়োজন মত থাকা দরকার, বেশি হলে বিপদ। উদাহরণ- পানির অপর নাম জীবন, বেশি হলে মরণ। মহান আল্লাহ সূরা হামিম আস সিজদাহর ৩৬ নং আয়াতে বলেন "যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও, অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ" ।

মহান আল্লাহ সূরা আল ইমরানের ১৩৪ নং আয়াতে বলেন "যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সর্ব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়, এ ধরণের সৎলোকদের অত্যন্ত ভালোবাসেন"।

৫. জবান বা বাকশক্তির হেফাজত করা। মানুষের গুনাহ উল্লেখযোগ্য হয় জবান দ্বারা। আল্লাহ সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে বলেন "হে ঈমানদারগণ তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। এসব ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুল করেন ও অসীম দয়ালু"।

৬. দৃষ্টি শক্তির হেফাজত করা। মহান আল্লাহ সূরা আন নূরের ৩০ নং আয়াতে বলেন "(হে নবী) তুমি মুমিন পুরুষদের বল তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযম করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম পন্থা। তারা (নিজের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে) যা করে, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত রয়েছেন"। এ ধরনের চোখে আগুনের সীসা ঢেলে দেয়া হবে।

৭. রিয়া ও অহংকার মুক্ত জীবন গঠন। মহান আল্লাহ সূরা বনী ইসরাইলের ৩৭ নং আয়াতে বলেন "আল্লাহর জমিনে (কখনোই) দম্ভভরে চলো না, কেননা (যতই অহংকার কর না কেন) তুমি এ জমিন বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায়ও তুমি কখনো পর্বত সমান হতে পারবে না"। আল্লাহ সূরা মাউনের ৪-৭ নং আয়াতে বলেন "দুর্ভোগ রয়েছে সেসব নামাজির জন্য, যারা নিজেদের নামাজ থেকে উদাসীন থাকে, তারা কাজকর্মের বেলায় প্রদর্শনী করে এবং ছোট খাটো জিনিস পর্যন্ত (যারা অন্যদের) দিতে বারণ করে"।

হাদিসে এসেছে রাসূল (সা:) বলেছেন, আল্লাহ বলেন-"গর্ব হলো আমার চাঁদর। যারা গর্ব করে তারা যেন আমার চাঁদর নিয়ে টানাহেচরা করে"।

৮. গীবত মুক্ত থাকা। মহান আল্লাহ সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে বলেন "হে ঈমানদারগণ তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং এঁকে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তাঁর মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। এসব ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুল করেন ও অসীম দয়ালু"।

৯. কটু কথা ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকা।

১০. মিষ্টভাষী, কোমল স্বভাব ও মিস্তক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। আল্লাহ তায়ালা সূরা ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে বলেন "এটা আল্লাহর এক (অসীম) দয়া যে, তুমি এদের সাথে ছিলে কোমল প্রকৃতির (মানুষ এর বিপরীতে) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের হতে, তাহলে এসব লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত, অতএব তুমি এদের (অপরাধ সমূহ) মাফ করে দাও, এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজ কর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো, অতএব (সে পরামর্শের ভিত্তিতে) সংকল্প একবার যখন তুমি করে নেবে তখন (তার সফলতার জন্য) আল্লাহর উপর ভরসা কর, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তার উপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালবাসেন" (আল ইমরান-১৫৯)

১১. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও রুচিসম্মত চলা। মহান আল্লাহ সূরা মুদ্দাস্সিরের ৪ নং আয়াতে বলেন "আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছেদ পবিত্র কর"।

রাসূল (সা:) বলেছেন- পবিত্রতা হলো ঈমানের অঙ্গ।

আদর্শিক আন্দোলনের কর্মীদের বই পুস্তক, পড়ার টেবিল, শোয়ার খাট, আলনা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গোছালো রাখা প্রয়োজন।

ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাথরুম পরিষ্কার করতে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন।

১২. মন্দের মোকাবিলায় উত্তম নীতি গ্রহণ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা হামীম সিজদাহ এর ৩৪ নং আয়াতে বলেন "(হে নবী) ভালো আর মন্দ কখনোই সমান হতে পারেনা, তুমি ভাল দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর তাহলেই তুমি দেখতে পাবে তোমার এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল, তার মাঝে এমন (অবস্থা সৃষ্টি) হয়ে যাবে, যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু"।

১৩. প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। গোপনে খারাপ ও অশ্লীল বই না পড়া।

মহান আল্লাহ সূরা আন নজমের ৩২ নং আয়াতে বলেন "(এটা তাদের জন্য) যারা বড় বড় গুনাহ থেকে এবং অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে, ছোটখাটো গুনাহ হলেও (তারা আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবেনা, কারণ) তোমার মালিকের ক্ষমার পরিধি অনেক বিস্তৃত, তিনি তোমাদের তখন থেকেই ভালো করে জানেন, যখন তিনি তোমাদের এ জমিন থেকে পয়দা করেছেন যখন তোমরা ছিলে মায়ের পেটে (ক্ষুদ্র একটি) ভ্রুনের আকারে, অতএব কখনো নিজেদের পবিত্র দাবী করো না, আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কোন ব্যক্তি তাকে বেশি ভয় করে"।

১৪. শোনা কথা পিছনে না বলা, কোন কথা শুনলে যাছাই বাছাই করা। আল্লাহ সূরা হুজরাতের ৬ নং আয়াতে বলেন "হে ঈমানদার ব্যক্তিরা যদি কোন দুষ্টলোক তোমাদের কাছে কোন তথ্য নিয়ে আসে, তবে তোমরা তার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবে (কখনো যেন আবার এমন না হয়) না জেনে তোমরা কোন একটি সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেললে এবং অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরই অনুতপ্ত হতে হয়"।

১৫. জনগণের জন্য ত্যাগ স্বীকার মন-মানসিকতা থাকা।

১৬. সর্বদা মানুষের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকা।

১৭. আবেগ নিয়ন্ত্রন রাখা।

১৮. হাসিমুখে থাকা।

১৯. আমানতদার হওয়া। যে ব্যক্তি নিজেকে এক পয়সার জন্য বিশ্বস্ত প্রমাণ করতে পারে, সে এক লাখ টাকার আমানত গ্রহণের যোগ্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে। (আমিন আহসান ইসলাহী)

২০. কথা ও কাজে গড়মিল পরিহার করা। মহান আল্লাহ সূরা আস সফ এর ২ ও ৩ নং আয়াতে বলেন "হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো যা নিজেরা করো না, আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন কথা বলো যা করো না"।

২১. কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রম প্রিয় হওয়া।

২২. অল্পতে তুষ্ট হওয়া। সহজ-সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হওয়া।

২৩. Time Management অভ্যস্ত/সময়ের সদ্ব্যবহার করা। সময় অপচয় না করা।

২৪. এছাড়াও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেনে চলা আবশ্যক

- কুরআনের কিছু আয়াত অর্থসহ প্রতিদিন মুখস্থ করা।
- মেসওয়ার্ক করে নামাজ পড়া। যার দ্বারা ৭০গুণ সওয়াব বেশি পাওয়া যায়। খাবার পরে মেসওয়ার্ক, ঘুমানোর আগে মেসওয়ার্ক করা।
- প্রথম রাতে আগে ঘুমিয়ে শেষ রাতে তাড়াতাড়ি উঠার চেষ্টা করা। ডান কাঁধে শোয়া।
- শেষ রাতে নফল নামাজে অভ্যস্ত হওয়া।
- সকালবেলা ঘুমানোর অভ্যাস পরিত্যাগ করা বা সকাল বেলায় হাঁটাহাঁটি বা শরীর চর্চায় অভ্যস্ত হওয়া।
- ফজরের নামাজ অবশ্যই জামাতে পড়তে হবে। এশা ও ফজরের নামাজ জামাতে পড়লে সারারাত ইবাদত বন্দেগীর সমান সওয়াব পাওয়া যায়।

■ পারিবারিক জীবন

১. পিতামাতাকে কোন কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সদা সজাগ থাকা। মহান আল্লাহ সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ নং আয়াতে বলেন "তোমার মালিক আদেশ করেছেন, তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো এবাদাত করো না এবং তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার সাথে সদব্যবহার করো তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনিত হয় তাহলে তাদের সাথে বিরক্তি সূচক কিছু বলো না এবং কখনো তাদের ধমক দিওনা তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনিত কথা বলো"।

বান্দার হক্বের প্রথম হল মা-বাবার হক। মায়ের দিকে একবার নেক নজরে তাকালে কবুল হজ্বের সওয়াব পাওয়া যায়। নিয়মিত মা বাবাকে সালাম দেয়ার অভ্যাস আমাদের সকলের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। যারা পিতা-মাতার নিকট থেকে দূরে অবস্থান করেন তাদের প্রতিদিন অন্তত একবার ফোন করে খোঁজ নেওয়া দরকার। বাড়িতে গেলে পিতা-মাতার সাথে একসাথে খাওয়া এবং যাওয়ার সময় সাধ্যানুযায়ী পিতা-মাতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিধেয় সামগ্রী ও ব্যবহার্য বস্তু নিয়ে যাওয়া।

২. পিতা-মাতার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ-ব্যবহার করা।

৩. ছোট ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ইসলাম সম্মত আচরণ করা। রাসূল (সা:) বলেছেন-"যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করে না সে আমার দলভুক্ত নয়"। বড়রা খারাপ আচরণ করলেও তাদের সাথে বেয়াদবী করা যাবে না।

৪. পরিবারের সদস্যদের নিকট সত্যপন্থি ও সত্যনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করা।

৫. মা-বাবা, ভাই-বোনসহ প্রত্যেকের হক আদায় করা।

৬. পরিবারের সকলের সাথে ইনসাফ পূর্ণ ব্যবহার করা।

৭. কারোর প্রতি বেশি ঝুঁকে না পড়া।

৮. মুসলিম ফারায়েজের বিধানের আলোকে ভাই-বোনদের হক সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।

■ সামাজিক আচরণ

১. আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশির সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

২. ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক বজায় রাখা।

৩. জানাজা, বিয়েশাদীসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করা।

৪. মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট উন্নয়নের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা।

৫. রুগীর সেবা, অফিস আদালতে কাজের সহযোগিতা দেয়া, ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা নিয়ে চেষ্টা করা।

৬. অন্য মানুষের কল্যাণ কামনা করা। দ্বীন মানেই হচ্ছে কল্যাণ কামনা করা।

৭. পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক বজায় রাখা। মহান আল্লাহ সূরা হুজরাতের ১০ নং আয়াতে বলেন "মুমিনরা তো একে অপরের ভাই অতএব (বিরোধ দেখা দিলে) তোমাদের ভাইদের মাঝে মিমাংসা করে দাও, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করা হবে"।

৮. পরস্পরের দোষ খুঁজে না বেড়ানো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে বলেন "তোমরা একে অপরকে বিদ্রুপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না"।

■ **কর্মজীবন**

১. নিজ কর্মজীবনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা।
২. অধস্তনদের সাথে উত্তম আচরণ করা।
৩. যথাসময়ে কর্মস্থলে যাওয়া। অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।
৪. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।
৫. নিজেকে দায়ী ইলাল্লার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা।

■ **আর্থিক জীবন:**

১. সৎপথে উপার্জন করা। আয়ের ক্ষেত্রে অনৈতিক পথ ও পদ্ধতি অনুসরন না করা।
২. আয় অনুপাতে ব্যয় করা, লেনদেনে ওয়াদা রক্ষা করা।
৩. অর্থ উপার্জনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন।
৪. উচ্চাকাঙ্খা না থাকা, আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া।
৫. নিকট আত্মীয়, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী ও গরীব লোকদের মাঝে সাধ্য অনুসারে দান করা।
৬. অতিদ্রুত বড় লোক হওয়ার আকাঙ্খা না করা।
৭. সাহেবে নেছাব হলে যাকাত ওশর আদায় করতে অভ্যস্ত হওয়া।
৮. কৃপনতা পরিহার করা।
৯. ঋণ মুক্ত থাকা।

■ **সাংগঠনিক আচরণ**

১. ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছায় নয় উর্দ্ধতন দায়িত্বশীলদের পরামর্শ ও নিজস্ব টিমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনা করা।
২. সংগঠনের টাকা-পয়সা ও সম্পদ, আমানত। উর্দ্ধতন দায়িত্বশীলের অনুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই নিজস্ব কাজে ব্যয় করা যাবে না।
৩. পরামর্শ গ্রহণে অনিহা ও একনায়ক সুলভ মনোভাব পরিহার করা।
৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া ও ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া পরিত্যাগ করা।
৫. মুহাসাবা গ্রহণে আগ্রহী থাকা।
৬. সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা থাকা।
৭. অসতর্ক কথা বার্তা (নিষ্প্রয়োজন মন্তব্য, অহেতুক সমালোচনা) বলা পরিহার করা।
৮. পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।
৯.পার্থিব সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে স্বার্থহীন থাকা।
১০.জনশক্তিকে তার শিক্ষা, বয়স ও মাপকাঠি অনুযায়ী ব্যবহার করা।
১১.সবাইকে একই কাজ না দিয়ে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া।
১২.সাংগঠনিক কাজের উপর ওজর পেশ না করা।
১৩.দায়িত্বশীলদেরকে সম্মান দেওয়া।
১৪.মুহাসাবাহ থাকলে নিয়ম মাফিক করা।
১৫.গীবত না করা।
১৬.দায়িত্বশীলকে পরামর্শ দেওয়া।
১৭.সঠিকভাবে আনুগত্য করা।
১৮. জনশক্তির প্রতি রুহামাও বায়নাহুম হওয়া। মহান আল্লাহ সূরা ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে বলেন "এটা আল্লাহর এক (অসীম) দয়া যে, তুমি এঁদের সাথে ছিলে কোমল প্রকৃতির (মানুষ এর বিপরীতে) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের হতে, তাহলে এসব লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত, অতএব তুমি এঁদের (অপরাধ সমূহ) মাফ করে দাও, এঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজ কর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো, অতএব (সে পরামর্শের ভিত্তিতে) সংকল্প একবার যখন তুমি করে নেবে তখন (তার সফলতার জন্য) আল্লাহর উপর ভরসা কর, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তার উপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালবাসেন"।
১৯. নিজস্ব টিম ও অধস্তন দায়িত্বশীলদের পারিবারিক খোঁজখবর নেওয়া।
২০. জনশক্তির বিপদ আপদে পাশে দাঁড়ানো ও দিক নির্দেশনা দেওয়া।
২১. ত্যাগ কুরবানীর ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হওয়া। এক্ষেত্রে-

- সময়ের ত্যাগ।
- সম্পদের ত্যাগ।
- কষ্টদায়ক বিষয় সহ্য করার ত্যাগ।
- আকাঙ্খিত বস্তু লাভের ত্যাগ।
- আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার তামান্না থাকা।

■ **দায়িত্বশীল সুলভ আচরণ:**

১. সম্পদ বা সময়ের কুরবানী অন্যদের অনুপ্রেরণার পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে।
২. দানের জগতে অগ্রগামী থাকতে হবে।
৩. সংবেদনশীল মন, দরদভরা অন্তর, মাধুর্যপূর্ণ ভাষা, শালীন আচরণ এবং ক্ষমা সুন্দর মানসিকতা দায়িত্বশীলদের বৈশিষ্ট্য।
৪. পদের আকাঙ্খী না হওয়া এবং পদকে পজিশনের বিষয় মনে না করে দায়িত্বের বোঝা মনে করা।
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, দশজন মানুষের নেতা এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন শিকল বাধা অবস্থায় আসবে। একমাত্র ন্যায়বিচার করে থাকলেই সে মুক্তি পাবে। (আহমদ, আত তারগীব ওয়াত তারহীব-১১৭৭)
৫. অহংকার ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন।
৬. যোগ্যতার অহংবোধ পরিহার।
৭. সামগ্রিক বিষয়ে প্রশ্নবোধক মুক্ত চরিত্র।
৮. আল্লাহর দরবারে জবাবদিহীর মানসিকতা সহকারে দায়িত্ব পালন।
৯. আল্লাহর সাহায্য কামনা।

ব্যবহারিক জীবন উন্নত করার উপায়:

১. রাসূল (সা:) ও সাহাবীদের ব্যবহারিক জীবনকে সামনে রাখা।
২. খারাপ ব্যবহারের জবাব উত্তম কথার দ্বারা দিতে হবে।
৩. মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে অন্তর দ্বারা বুঝার চেষ্টা করা।
৪. নিজে না করে অপরকে নির্দেশ না দেওয়া।
৫. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচালনা করা। ছাত্র আন্দোলনের জনশক্তিদের সংগঠন ও পড়ালেখায় ভারসাম্য রক্ষা করা। পেশাগত, সাংগঠনিক ও পারিবারিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে ভারসাম্য সাধন করা।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

আফগানিস্তান, বৃহৎ শক্তি ও তালেবান বিজয়

মাসুমুর রহমান খলিলী

২০ বছর যুদ্ধ এবং ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করার পর আফগানিস্তান থেকে বিদায় নিচ্ছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। পেছনে অনেক রক্তক্ষয়, জীবনহানি, সম্পদের অপচয় এবং বিধ্বস্ত জনপদ হিসেবে রেখে অনেকটা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে যাচ্ছে আমেরিকা। এই গ্লানি যে যুক্তরাষ্ট্রকে অনেক দিন ধরে তাড়া করবে তা বোঝা যায় বাইডেন প্রশাসনের নেতৃস্থানীয়দের নানা মন্তব্যে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এখন বলছেন আফগানিস্তানে যুদ্ধে জড়ানো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সঠিক হয়নি। আগামীতে এই ধরনের যুদ্ধে আর না জড়ানোর কথাও বলা হচ্ছে। অনেকটা এই অনুভূতি নিয়েই বিদায় হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে। যার জের ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর আগে আফগানিস্তানে বারবার যুদ্ধ করেও দখল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় বৃটিশ শাসকরা। সর্বশেষ আমেরিকানরা বিদায় নিতে বাধ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তান সাম্রাজ্যলিপ্সুদের কবরস্থান হিসেবেই তার খ্যাতি বজায় রাখল। আর অজেয় একক পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকানদের দর্প ও আধিপত্য আরো এক দফা চূর্ণ হলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের ভাবমূর্তি নতুন করে তুলে ধরার চেষ্টা করে। তাদের উপনিবেশবাদী বক্তব্য ছিল ইসলাম একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম যা অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে। অথচ অষ্টম শতকে ইসলামের আবির্ভাব থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রান্তিকে খেলাফতের পতন পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে এ বক্তব্যের যৌক্তিক কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৯৫০ এর দশকে মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রস্থলে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম দেশগুলোর কিছুটা মোহভঙ্গ হয়। একের পর এক অনেক দেশ পশ্চিমীকরণ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৭০-এর দশকে লেবাননে একটি বিধ্বংসী গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী তেল

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এখন বলছেন আফগানিস্তানে যুদ্ধে জড়ানো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সঠিক হয়নি। আগামীতে এই ধরনের যুদ্ধে আর না জড়ানোর কথাও বলা হচ্ছে। অনেকটা এই অনুভূতি নিয়েই বিদায় হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে। যার জের ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর আগে আফগানিস্তানে বারবার যুদ্ধ করেও দখল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় বৃটিশ শাসকরা। সর্বশেষ আমেরিকানরা বিদায় নিতে বাধ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তান সাম্রাজ্যলিপ্সুদের কবরস্থান হিসেবেই তার খ্যাতি বজায় রাখল। আর অজেয় একক পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকানদের দর্প ও আধিপত্য আরো এক দফা চূর্ণ হলো।

সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। এ সঙ্কটের জন্য সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সালের পতন ঘটানো হয়। এরপর ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের পর ইরান ও ইরাকের মধ্যে এক বিধ্বংসী দশকব্যাপী যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়।

আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ন্যাটো মিত্রদের সাথে নিয়ে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদকে নতুন শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। এই ধারণাটি দিয়ে প্রধানত ইসলামী দেশগুলোকে টার্গেট করা হয়। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণের সময়, মার্কিন প্রশাসন রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আলকায়েদাকে সমর্থন করেছিল। রাশিয়া দেশটি থেকে সরে আসার সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র আলকায়েদা এবং তালেবান উভয়কেই তাদের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই তথাকথিত যুদ্ধ নাইন/ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলার পর ত্বরান্বিত হয় এবং আলকায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার মধ্য দিয়ে তা এক প্রকার শেষ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথে তালেবানরা দ্রুত গতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতায় চলে আসছে।

২০০১ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে আক্রমণ করে, তখন টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে লেখা হয়েছিল 'তালিবানের শেষ দিনগুলি।' সেই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে, জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক অভিযান তদারকি এবং আফগান জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহায়তা বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিমা জোট ভেবেছিল যে এর মাধ্যমে তারা তালেবানকে ধ্বংস করে একটি নতুন অনুগত দেশ তৈরি করবে আফগান ভূখণ্ডে।

তার পর থেকে দুই ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ হয়েছে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় দুই লাখ ৪১ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, দুই হাজার ৪৪৮ আমেরিকান সৈন্য এবং ৪৫৪ ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হয়েছে। আর তালেবানের নিয়ন্ত্রণ ২০ বছর পর আবার ফিরে এসেছে। ২০০১ সালে তালেবান সরকার বিদায় নেয়ার সময় আফিম চাষ নির্মূলে তাদের নানা পদক্ষেপে ৮৪ হাজার হেক্টর জমিতে পপি চাষ হতো। আর ২০১৭ সাল নাগাদ আফিম চাষের ভূমি ৩ লাখ ২৮ হাজার হেক্টরে উন্নীত হয়। তালিবানোত্তর সরকারে আফিম হয়ে গেছে দেশটির সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কার্যক্রম। মার্কিন যুদ্ধ প্রচেষ্টার অন্যতম বড় লক্ষ্য ছিল আফগান সেনাবাহিনীকে তালিবানের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশিক্ষণ দেয়া। যুক্তরাষ্ট্র এক ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি অর্থ ব্যয় করেছে সামরিক প্রশিক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক খাতে। অথচ সে আয়োজন তালেবানের সামনে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই ভেঙে পড়ে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তালিকায় আফগানিস্তান হলো ১৮০ এর মধ্যে ১৬৫ নাম্বার দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। বিশ্বে এর চেয়ে বড় দুর্নীতির দেশ রয়েছে ১৪টি। এখানে পশ্চিমাদের দেয়া কোটি কোটি ডলারের অর্থনৈতিক সহায়তা গ্রাস করেছে দুর্নীতি। কোন রোগী ছাড়াই হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে এবং কোন ছাত্র ছাড়াই করা হয়েছে স্কুল। সেনা ও পুলিশ সদস্য নিয়োগ না করেই তাদের বেতন ভাতা উঠনো হয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে দারিদ্র্য ব্যাপক রূপ নিয়েছে আর মৃত্যুর হার হয়েছে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আফগানিস্তানে সাবেক শীর্ষ মার্কিন কমান্ডার ডেভিড পেট্রিয়াস; জেনারেল স্যার নিক কার্টার, যুক্তরাজ্যের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ, এবং প্রত্যেক মার্কিন ও ব্রিটিশ জেনারেল যারা সেখানে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের কেউই আফগানিস্তানে এই দুর্যোগের দায় নিতে বা আফগান জনগণের কাছে এ জন্য ক্ষমা চাইতে পারেননি। বরং প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন পেট্রিয়াস। তিনি এমনভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে গাল দেন যেন তার নেতৃত্বে আরো এক দশক আমেরিকান সেনারা সেখানে থাকলে দেশটির সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

শেষের সময়ে বিমান শক্তি বলেই কাবুল সরকার দেশটির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ২০১৭ এবং ২০১৯ এর মধ্যে, পেন্টাগনের বিমান হামলা নির্বিচার রূপ নেয় । আর এতে হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যায় অনেক বেশি। ২০১৯ সালে আগের রেকর্ড ভেঙে ৭০০ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয় বিমান হামলায়। ২০২০ সালের প্রথমার্ধে, আফগান বিমান বাহিনী ৮৬ জনকে হত্যা করে। এর পরের তিন মাসে হত্যা দ্বিগুণ হারে বাড়তে থাকে। এরপর তালেবানরা জঙ্গিবিমান ও হেলিকপ্টারের পাইলটদের লক্ষ্যবস্তু করা শুরু করে। আর মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তাদের মনোবল একবারেই ভেঙে পড়ে।

আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের মিলিটারিরা আফগানিস্তানের বাস্তবতা থেকে বলা যায় যে অনেক দূরে ছিল। দেশটির ওপর চাপিয়ে দেওয়া পশ্চিমা সরকারগুলির পুতুল শাসনকে তারা বৈধতা দেয়। অথচ দুইবার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনির বৈধতা দ্বিতীয় দফায় ৮ জুলাই থেকে পরিবারের সাথে কাবুল পালানোর দিন ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ঠিক মাত্র পাঁচ সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল ।

পরাজয়ের প্রভাব

আফগানিস্তানে যে বিপর্যয়কর পরিণতি তা সৃষ্টির পেছনে কমপক্ষে চারজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাত ছিল। এটা সত্যিই ছিল দ্বিদলীয় প্রচেষ্টা। সুতরাং এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আফগানিস্তানে পরাজয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের সীমানার বাইরেও তার প্রভাব পড়বে। ৩২ বছর আগে রুশ পরাজয় সোভিয়েত সাম্রাজ্যের অবসানের সূচনা করে। ২০১৫ সালে সিরিয়ায় সেনা পাঠানোর আগ পর্যন্ত রাশিয়ান বাহিনীর বিদেশে কোন অভিযান ছিলো না। আফগানিস্তানে এই পরাজয় সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বব্যবস্থায় প্রভাবশালী পশ্চিমা অধিপত্যের সমাপ্তির সূচনা হিসাবে দেখা যেতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো এখনো পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে আছে। তবে এখন আমেরিকানরা নিজেদের এবং তার নেতাদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। ক্ষমতা হারানোর পর দেশটির নেতারা জনসেবার অনুভূতি হারিয়ে ফেলেন, লাভজনক চাকরির জন্য নিজেদেরকে সারিবদ্ধ করেন। ক্ষমতায় থাকতে, তারা যুদ্ধকে বেসরকারীকরণ করে যতক্ষণ না হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য অর্থ হারিয়ে ফেলে। বৈদেশিক নীতি ব্যবসায়িকতার দ্বারা কলুষিত হয়ে ওঠে এবং আঞ্চলিক মিত্রদের তাদের নিজস্ব এজেন্ডা দিয়ে আউটসোর্স করে।

আফগান লড়াইয়ে তালেবানরা জানত যে তারা কিসের জন্য যুদ্ধ করছে। কিন্তু আফগান সরকারি সেনারা কেন তালেবানদের বিরোধিতা করছিল তা সত্যিকার অর্থে জানত না, তারা কি করছে এবং কেন করছে

তা তাদের সামনে স্পষ্ট ছিলো না। এর ফলে এক প্রকার লড়াই ছাড়াই কাবুল প্রশাসনের পতন ঘটেছে তালেবানের হাতে।

শীতল বার্তা

আফগান পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যের সব রাজকুমার এবং জেনারেলদের জন্য একটি শীতল বার্তা প্রেরণ করেছে। তারাও কী মার্কিন বাহিনী বা সামরিক সহায়তা প্রত্যাহার করলে পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত লড়াই করতে পারবে? রিয়াদ, আবুধাবি এবং আম্মানের রাজকীয় কর্তৃপক্ষ এবং কায়রোর রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ অবশ্যই নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে যদি তাদের সামনে একটি জনপ্রিয় ইসলামপন্থী বিদ্রোহ আসে তাহলে তারা কত সপ্তাহ টিকবে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র চলে গেলে সৌদি আরব দুই সপ্তাহ স্থায়ী হবে। তিনি ঠাট্টা করছিলেন বলে এখন মনে হচ্ছে না।

আফগান সেনাবাহিনী যদি আশরাফ গনির জন্য যুদ্ধ না করে থাকে, তাহলে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান কিভাবে আশা করেন যে ন্যাশনাল গার্ড, যার শীর্ষ জেনারেলদের তিনি নিয়মিতভাবে সরিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য যুদ্ধ করবেন?

সৌদি রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং শিক্ষাবিদ খালিদ আল-দাখিল টুইট করেছেন : 'কাবুল তালেবানের হাতে পড়ার সাথে সাথেই কেউ কেউ ষড়যন্ত্র এবং এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ইসলামের প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কায় কাঁপতে থাকেন। এই ভয় ও আতঙ্কের বিষয় আগে থেকেই অনুমান করা যেত। কিন্তু কয়েক দশক ধরে এই ভয়ভীতি ছিল তাদের ভঙ্গুরতা এবং দুর্বল অন্তর্দৃষ্টির জন্য। ষড়যন্ত্রের বিষয়টি রাজনীতি ও সংঘাতে হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে ইতিহাস এবং এর গতিবিধি ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু পাওয়া যায় না।'

আল-দাখিল আমেরিকানরা এবং ইসলামপন্থীরা একসাথে কাজ করছে বলে সৌদিদের সন্দেহের উল্লেখ করে বলেন, '২৫ জানুয়ারির গণ-অভ্যুত্থানের পর সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যখন মিসরের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে ত্যাগ করেন তখন সৌদিরা এই সন্দেহ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসলামপন্থীদের মধ্যে সম্পর্ক একনায়ক, ধর্মনিরপেক্ষ বা উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের চেয়ে বেশি চাতুর্যপূর্ণ। যখন ইসলামপন্থীরা আমেরিকান সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তখন আমেরিকা তাদের সাথে দোহার বৈঠকে তালেবানের সাথে কথা বলে এর শেষ করেছে এবং পরাজয় মেনে নিচ্ছে, যেমনটা তারা এখন কাবুলে করছে। কিন্তু যদি হামাসের মতো একটি ইসলামপন্থী আন্দোলন খোলাখুলি ঘোষণা করে যে, তাদের যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নয় এবং একজন মার্কিন সেনাকেও তারা হত্যা করেনি, সে ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন হামাস যে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে সেটিকে উপেক্ষা করেছে এবং দলটিকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করেছে। আর এই প্রতিরোধ সংগঠন যাতে অন্য কোনো ফিলিস্তিনি উপদলের সাথে ঐক্য সরকার গঠন করা থেকে বিরত থাকে সে জন্য গাজাকে অবরোধ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রও সেইসব ইসলামপন্থীদের সাথে একই আচরণ করবে যারা সহিংসতা ত্যাগ করেছে এবং নির্বাচন, গণতন্ত্র ও সংসদ নির্বাচনের পথ গ্রহণ করবে। এই লোকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করবে।'

হাজার হাজার মাইল দূরে দরিদ্র মানুষের ওপর ড্রোন ছুড়ে আপনি গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এমন পাগলাটে যুক্তির অবশ্যই বিকল্প ছিল। শুধু কল্পনা করুন আমেরিকা যদি আফগান জনগণের ওপর দুই ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করত। একটু চিন্তা করুন যদি এটি তালেবানদের মতো ধর্মীয় রক্ষণশীল আন্দোলনকে যুদ্ধের মাধ্যমে মোকাবেলা না করে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাদের কাজকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করত, ড্রোনের মাধ্যমে না করে সংলাপের মাধ্যমে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করত তাহলে ফল কি দাঁড়াত। আফগানিস্তান এখন কোথায় থাকত তা কল্পনা করুন এবং কল্পনা করুন যে পশ্চিমের এখনো কতটা নমনীয় ক্ষমতা থাকত সেখানে।

আট বছর আগে যখন মিসরীয় সামরিক বাহিনী তিয়ানানমেন স্কয়ার বিক্ষোভের পর নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সবচেয়ে খারাপ গণহত্যা চালিয়েছিল, কায়রোর রাবা স্কোয়ারে বিক্ষোভের সহিংসভাবে ছত্রভঙ্গের সময়, ওবামা আক্ষরিক অর্থে তার গলফ খেলায় ফিরে গিয়েছিলেন। যখন এক মাস আগে, মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি একটি সামরিক অভ্যুত্থান করেছিলেন, ওবামা সেটিকে অভ্যুত্থান বলতে অস্বীকার করেছিলেন।

অবস্থাটা দাঁড়ায় এমন- গণতন্ত্র ধ্বংস করুন এবং যুক্তরাষ্ট্র সেটাকে অন্যভাবে দেখবে। অস্ত্র হাতে নিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কথা বলবে এবং তারপর নিজেকে প্রত্যাহার করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করুন এবং সমস্ত নরক আলগা হয়ে আপতিত হবে। আর্থিক বাজারগুলো আপনার অর্থনীতি থেকে জীবনধারা নিষ্কাশন করবে, আপনার ব্যাংক এবং ব্যবসাগুলো অবরোধের মুখে পড়বে, আপনার পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের হত্যা করা হবে।

পাশ্চাত্যের সামাজিক, সামরিক, অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার অন্তর্নিহিত ধারণা যে পশ্চিমের নেতৃত্ব দেয়ার নৈতিক অধিকার আছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব তৈরি করে না, এটি একটি কৌশলগত বিপর্যয় হিসাবেও আবির্ভূত হয়। ট্রাম্পের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত তাড়াতাড়ি প্রভাব হারিয়েছে বাইডেনের অধীনে শেষ পর্যন্ত তাতে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। দখলদার এবং স্বৈরশাসক যারা মানবাধিকারের মৌলিক মানকে প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করে তাদের এখনো অর্থ এবং অস্ত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এখনো মার্কিন করদাতাদের অর্থ দ্বারা দুর্নীতিগ্রস্তদের লালন করা হয়। আর যারা তাদের জোয়ালের নিচে ভুগছে তাদের করা হয় উপেক্ষা।

নির্মম সত্য

হাজার হাজার মাইল দূরে দরিদ্র মানুষের ওপর ড্রোন ছুড়ে আপনি গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এমন পাগলাটে যুক্তির অবশ্যই বিকল্প ছিল। শুধু কল্পনা করুন আমেরিকা যদি আফগান জনগণের ওপর দুই ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করত। একটু চিন্তা করুন যদি এটি তালেবানদের মতো ধর্মীয় রক্ষণশীল আন্দোলনকে যুদ্ধের মাধ্যমে মোকাবেলা না করে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাদের কাজকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করত, ড্রোনের মাধ্যমে না করে সংলাপের মাধ্যমে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করত তাহলে ফল কি দাঁড়াত। আফগানিস্তান এখন কোথায় থাকত তা কল্পনা করুন এবং কল্পনা করুন যে পশ্চিমের এখনো কতটা নমনীয় ক্ষমতা থাকত সেখানে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দখল প্রতিষ্ঠার সহযোগী মানুষদের যতটা ত্যাগ করে সে তুলনায় তাদের যত্ন করে কম। কাবুল বিমানবন্দরে যারা এখনো নির্বাসনে যাওয়ার লাইনে রয়েছে প্রশ্ন হলো সেসব আফগানদের শেষ কোথায় হবে? অবশ্যই তাদের একটি ভগ্নাংশ যুক্তরাজ্য বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাবে। তারা অতীতে যেমন করেছে সেভাবে তুরস্ক এবং ইউরোপের দিকে যাবে। অবিলম্বে তারা পশ্চিমা উদার চেতনায় 'ইসলামী নিপীড়ন' থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থী থেকে অবাঞ্ছিত অভিবাসীতে পরিণত হবে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, ইউরোপকে অবশ্যই 'বড় ধরনের অনিয়মিত অভিবাসন প্রবাহের প্রত্যাশা করতে হবে এবং তাদের রক্ষা করতে হবে।' জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্স্ট সিহোফার বলেছেন, তিনি আশা করেছিলেন যে আফগানিস্তান থেকে ৫০ লাখ মানুষ পালিয়ে যাবে।

আফগানিস্তানের যুদ্ধে পরাজিত পশ্চিমা জোট ভেবেছিল যে তারা তালেবানকে ধ্বংস করতে পারবে এবং একটি নতুন দেশ গড়ে তুলতে পারবে। এই ভাবনা নিয়ে এই জাতির ইতিহাস, ভাষা এবং তার জনগণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় ভুল প্রমাণ হয়েছে।

মিডল ইস্ট আইয়ের সম্পাদক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক ডেভিড হার্স্ট মনে করেন, 'পাশ্চাত্য কেবল দুই দশকের যুদ্ধের মাধ্যমে নৃশংসতা এবং দুর্দশা ছড়িয়ে দিতে সফল হয়েছিল, যার বেশির ভাগই আফগানদের বহন করতে হয়েছে। এই হস্তক্ষেপের মূল্য হিসাব করা হলে এটি স্পষ্ট হবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠছে আর পাশ্চাত্য সভ্যতাও ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ট্র্যাজেডি হলো যে পশ্চাদপসরণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কঠোর সত্য শিখবে না, যে শক্তির কোনো উপযোগিতা নেই। কিংবা এ পাঠও শিখবে না যে, এটি একটি ক্রমহ্রাসমান শক্তি। দেশটি বিচ্ছিন্নতার দিকে ফিরে যাবে, যেমনটি অতীতে করেছে আর বলবে যে পৃথিবী একটি অকৃতজ্ঞ স্থান। আর যদি তার সামরিক পরাজয় থেকে পাঠ নেয়, তাহলে তারা এমন বিষয় নিয়ে বিশ্বে সঠিক কাজ শুরু করবে যা সত্যিই বিশ্বের জন্য একটি সাধারণ অস্তিত্বের হুমকি। এটা না কমিউনিজম থেকে এসেছে, আর না এসেছে ইসলাম থেকে।'

তালেবানরা কোন পথে?

তালেবানরা ৩১ আগস্ট বিদেশী সেনা চলে যাওয়ার পর সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। নতুন পর্যায়ের তালেবান শাসন প্রথমবারের চেয়ে ভিন্ন হবে বলে আশা করা যায় তাদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে। কর্ডোভায় উমাইয়া এবং ইস্তাম্বুল কেন্দ্রিক যে উসমানীয় খেলাফত ছিল সেসব ইসলামী সাম্রাজ্যে অমুসলিমরা তথা খ্রিষ্টান এবং ইহুদি উভয়ই স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। জাতিগত কোনো ধরনের বৈষম্য সেখানে ছিল না। রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে, তালেবানরা আবার সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করার দিকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। এটি হলে ইসলামের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রচেষ্টা বিফলে যেতে পারে।

কাবুল বিমানবন্দরে সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হওয়ার পর যে বাস্তবতা সামনে এসেছে তাতে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে নির্মূল এবং রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য, তালেবানদের তুরস্ক, পাকিস্তান ও ইরানের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ তিনটি দেশের রয়েছে বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। আর একই সাথে প্রতিবেশী বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সাথে তালেবানের সহাবস্থানের নীতি নিতে হবে নিজের মূল্যবোধ আদর্শকে উচ্চকিত রেখেই। এই পথে কতটা সফল হবে সেটি তালেবান নেতৃত্বাধীন সরকারের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে সামনে আসতে হতে পারে।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিষ্ট

হামাস : মুক্তিকামী মানুষের সাহসী ঠিকানা

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

(১৫ তম সংখ্যার পর)

ফিলিস্তিন গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের আবেগের স্থান। মুসলমানদের প্রথম কিবলা। অসংখ্য নবীর আগমণ এই মাটিতে। এই মাটিকে ঘিরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উত্তেজনা বহুদিনের। এখানে ফিলিস্তিনি শিশু আর তরুণ-যুবকদের কলিজার ঘামে প্রতিনিয়ত পরিশোধ হয় মাতৃভূমির ঋণ। প্রায় দু'শ কোটি মুসলমান আর ৬০টির অধিক মুসলিম রাষ্ট্র যেন তামাসা দেখে। অধিকাংশ মুসলিম শাসক পাশ্চাত্যের শেখানো ভাষায় কথা বলে। পরাশক্তিগুলোর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী জনতা লড়াইয়ের ময়দানে আবর্তিত হয়। ফিলিস্তিনি প্রতিটি শিশু যেন এক একজন যোদ্ধা হিসেবেই পৃথিবীতে আগমণ করে। ওখানকার মায়েরা শুধু সন্তান জন্মদান করেন না, তারা এক একজন বীর যোদ্ধাকে নিজের জঠরে ধারণ করেন। দখলদার ইসরাঈল বিমান, ট্যাংক সবকিছু ব্যবহার করতে পারলেও ফিলিস্তিনীদের তা ব্যবহারের অনুমতি নেই। জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে পুঁজি করে ওখানকার শিশুরা বড় হয়। ইসরাঈলী বিমানের মুহুর্মুহু আক্রমণ আর ধ্বংসস্তূপ হতে ওরা বারবার জেগে ওঠে। শক্তির লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে শক্তি প্রদর্শন করতে হবে, এটা ফিলিস্তিনি জনগণের চেয়ে আর কেউ বেশী অনুধাবন করতে পারে না। ইসরাঈলী আক্রমণে হাজার হাজার বাড়িঘর মাটির সাথে মিশে যাবার পর পশ্চিমা শক্তির সাথে সুর মিলিয়ে অনেক মুসলিম শাসক উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানায়। এই অযাচিত শান্তির বাণী যে ইসরাঈলকে আরো বেশী সন্ত্রাসী আক্রমণ করতে দেয়ার বাহানা তা আর কেউ না বুঝলেও ফিলিস্তিনী জনতা ভালোভাবেই বোঝে। মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের সহযোগিতা না পেয়েও হামাস অযুত জনতার ভালোবাসা আর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের শক্তিকে পুঁজি করে লড়াই করে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনে জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধ বা ইন্তিফাদা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। এর পরের বছরই হামাস তার আত্মপ্রকাশ ঘটায়। ২০০৬ সালে হামাস ফিলিস্তিনের জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে পশ্চিমা বিশ্বের মতো অনেক মুসলিম শাসকেরও ভিত কেঁপে ওঠে। হামাসের উত্থান তাদের ক্ষমতার মসনদে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। স্বাধীকার আন্দোলনে একদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম অপর দিকে জনগণের সেবার মাধ্যমে জনতার সমর্থনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিলিস্তিনী মুক্তি সংগ্রাম চূড়ান্ত সফলতা পেলে রাজতান্ত্রিক সরকারগুলোকে গণতন্ত্রের পথে হাটতে হবে, তাই তারা হামাসের বিজয়ে খুশি হতে পারেনি।

মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পশ্চিমারা সমর্থন করে না : মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পশ্চিমারা সমর্থন করে না। তারা প্রতিনিয়ত গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের কথা বললেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজতন্ত্র জিইয়ে রাখতে তারা সব সময় সহযোগিতা করে আসছে। মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি রাজতান্ত্রিক সরকার এবং রাজ পরিবারের সাথে পশ্চিমাদের দহরম-মহরম সম্পর্ক। মিশরে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমুন ক্ষমতায় আসার পর তাদেরকে মেনে নিতে কষ্ট হয় পশ্চিমা বিশ্বসহ আরব বিশ্বের অনেক শাসকের। মিশরের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সামরিক ক্যুর মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করতে মূল কলকাঠি নাড়ে ইসরাঈল। এ কাজে বিপুল অর্থ ঢালে সৌদি রাজ পরিবার। সৌদি আরবের বর্তমান রাজ পরিবারের সাথে পশ্চিমা ধনকুবের, সরকার এবং ইসরাঈলের গভীর সখ্যতার বিষয়টি সকলের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ১৯৯০ সালে আলজেরিয়ায় ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর তাদেরকে সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। পশ্চিমা মদদে সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করে নেয়। জনগণের বিপুল সমর্থনপুষ্ট ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্টকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কয়েক হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার, শত শত নেতাকে জুডিশিয়াল কিলিংয়ের শিকারে পরিণত করে। সালভেশন ফ্রন্ট নেতা আব্বাস মাদানী ত্রিশ বছর ধরে আলজেরিয়ার কারাগারে বন্দী। আইন, গণতন্ত্র, মানবাধিকারের প্রশ্নে পশ্চিমারা এ ধরণের ডাবল স্টান্ডার্ড নীতি অবলম্বন করে। ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনের নির্বাচনে পশ্চিমা পর্যবেক্ষরা উপস্থিত ছিলো। পশিচমারা বলেছিলো তারা নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নেবে, কিন্তু হামাস বিজয়ী হওয়ার পর তারা এ নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর কারণ হচ্ছে, তারা বছরের পর বছর ফাতাহকে প্রচুর ডলার প্রদান করেছে। তাদের ধারণা ছিলো নির্বাচনে ফাতাহ বিজয়ী হবে। সে সময় প্রশ্ন ওঠে পশ্চিমা সাহায্যের লাখ লাখ ডলার গেল কোথায়? মূলত সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থ ফিলিস্তিনী জনগণের কল্যাণে কাজে লাগায়নি ফাতাহ নেতৃত্ব। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে হামাস ইসমাঈল হানিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে। তারা হামাস সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এটাই পশ্চিমা গণতন্ত্রের স্বরুপ। যারা গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা তাদের অধীনেই নির্বাচন হলো কিন্তু তারা ফলাফলকে অস্বীকার করলো। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ পশ্চিমা দেশগুলো একযোগে ঘোষণা করলো হামাস যতদিন সরকার পরিচালনা করবে ততদিন তারা

ফিলিস্তিনে কোনো সাহায্য দেবে না। এরপরও পশ্চিমা বিশ্বের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেই হামাস টিকে আছে।

মানবতা বিরোধী কাজ করাই ইসরাঈলীদের আদর্শ : হামাস গাজার শাসনভার কাঁধে তুলে নেয়ার পর থেকেই ইসরাঈল অবরোধের মাধ্যমে এ ক্ষুদ্র জনপদের প্রায় ২০ লাখ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে । ফলে অসহায় গাজাবাসী বিনা দোষে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। গাজায় যাতে কোন পণ্য সামগ্রী এমনকি খাদ্য পর্যন্ত ঢুকতে না পারে ইসরাইল কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আর এ কাজে সহযোগিতা করে আসছে মিশর । বহির্বিশ্বের সাথে গাজার একমাত্র সংযোগ পথটি হলো রাফা ক্রসিং যা গাজাবাসীকে মিশর দিয়ে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগে সাহায্য করে, তা হুসনি মুবারকের আমল থেকেই বন্ধ। সীমান্তের তিন দিক ইসরাঈল দ্বারা পরিবেষ্টিত ,অন্য একদিকে সাগর! গাজার প্রতি এ অসহনীয় অবরোধ সহ্য করতে না পেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু বিবেকবান মানুষ একত্রিত হয় আর্তমানবতার ডাকে সাড়া দিতে। তারা সবাই ১০ হাজার টন সাহায্য সামগ্রী নিয়ে ৩১ মে ২০১০, ৬টি জাহাজের একটি ফ্লোটিলা বহর সাইপ্রাসের একটি বন্দর থেকে যাত্রা করে। তাদের লক্ষ্য ছিল অবরুদ্ধ গাজাবাসীকে খাবার পৌছে দেয়া। বহরের যাত্রীদের সবাই ছিলেন শান্তিবাদী ত্রাণকর্মী। এ বহরে যুক্ত ছিলেন, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যসহ ১৫টি দেশের নাগরিক। দেশগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, গ্রীস, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সার্বিয়া, সুইডেন,আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আলজেরিয়া, তুরস্ক,কুয়েত, মালয়শিয়া । সকালের সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্তে আলো-আঁধারীতে জাহাজগুলো যখন আন্তর্জাতিক পানিসীমায় ইসরাঈল উপকূল থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থান করছিলো ঠিক তখনি ইসরাঈলী কমান্ডো হেলিকপ্টার থেকে নেমে হামলা চালায়। তারা হেলিকপ্টার থেকে নেমেই নির্বিচারে গুলি ছোড়ে । এ হামলায় ত্রাণবহরের ২০ জন নিহত ও ৬৬ জন আহত হন, নিহতদের প্রায় অর্ধেকই তুরস্কের নাগরিক। ইসরাইলী সেনারা হতাহত ও অন্যসব যাত্রীবাহী জাহাজগুলো আটক করে নিয়ে যায় তাদের বন্দরে। একদিকে খাদ্য, চিকিৎসার অভাবে একদল মানুষ ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অপরদিকে মানবতার চির দুশমন ইসরাঈল এমন জঘন্য কাজ করে যাচ্ছে। এর চাইতে পাশবিকতা এবং নির্মমতা আর কি হতে পারে? এরপর আরো বহুবার তুরস্কের সাহায্য বহর ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য খাদ্য এবং চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে গেছে। কিন্তু প্রতিবারই কোনো না কোনোভাবে বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে তারা।

মহাসুযোগের আশায় অনেকেই পাড়ি দেয় ইসরাঈলে : ইসরাঈলের প্রচুর জমি দরকার, কারণ ইসরাঈল বিশ্বের সমগ্র ইহুদীদের নিজ দেশের নাগরিক মনে করে। তারা মনে করে একদিন বিশ্বের সকল ইহুদী একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করবে বৃহত্তর ইসরাঈল রাষ্ট্র। এরকম ভাবনার কোনো নজীর পৃথিবীর আর কোনো জাতির মধ্যে পাওয়া যাবে না, যারা ভাবে অপরের বসতভিটা আর দেশ দখল করে নিজ জাতির জন্য রাষ্ট্র বানাবে! যে ব্যাক্তি ইহুদী এবং ইসরাঈল যেতে আগ্রহী তার সমস্ত খরচ ইসরাঈল রাষ্ট্রীয়ভাবে বহন করে। আগ্রহী ব্যাক্তিকে তারা ইসরাঈল নিয়ে যাবে এবং সে পাবে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করা কোনো এক বাড়ি। পুনর্বাসিত এ ব্যাক্তি ইসরাঈলের নাগরিকত্ব, লেখাপড়া এবং কর্মসংস্থানের সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করে। ইসরাঈলের কোনো নাগরিক ইসরাঈলী সেনাবাহিনীতে নাম লেখালেই তাকে প্রচুর অর্থ সম্পদ দেয়া হয়। সম্পদের লোভেই মূলত গোটা বিশ্ব হতে ইয়াহুদীরা ইসরাইলে পাড়ি জমায়। এ জন্য দেখা যায় যুদ্ধে তাদের একজন সৈন্য মারা গেলে পুরো বাহিনীতে কান্নার রোল ওঠে এবং তারা হতোদ্দম হয়ে পড়ে। কারণ তারা মরার জন্য ইসরাঈল আসেনি, তারা এসেছে সুখ সম্ভোগ আর সম্পদের লোভে। অপর দিকে হামাসের অসংখ্য সৈন্য শাহাদাত বরণ করার পরও তাদের সাহসে ভাটা পরে না। কারণ ইসরাঈলীরা দখলদার ওরা এসছে সম্পদের লোভে আর হামাস নিজস্ব আজাদীর জন্য লড়াই করছে। তারা জানে হয় শাহাদাত নয়তো বিজয়।

প্রতিবার হামলার জন্য ইসরাঈল নতুন নতুন অজুহাত আবিষ্কার করে : কৃষি জমি কেনার নামে ভূমি দখল করে ইসরাঈল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের পর হতে সব সময়ই ইসরাঈল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ-সংঘাত লেগেই আছে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত ইসরাঈলের সাথে আরব রাষ্ট্রসমূহের বেশ কয়েকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এ সকল যুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ সরাসরি ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছে। এর ফলে ইসরাঈলের দানবীয় রূপ দিনে দিনে শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাঈলের অনাহুত হামলা, দখল, নির্যাতন, অকারণে নারী শিশুসহ সাধারণ নাগরিকদের হত্যার মতো অপরাধ সংঘটন ও অনৈতিক যুদ্ধ চালানোর কারণে জাতিসংঘ বেশ কয়েকবার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করলেও ইসরাঈলের প্রতি পরাশক্তিগুলোর অন্যায় সমর্থনের কারণে তা কার্যকর হয়নি। আরব লীগের সূত্রপাত হয়েছিলো ফিলিস্তিন রক্ষার জন্য। তারাও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি কিংবা নেয়নি। ও আই সি সব সময় কিছু নিন্দা প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে।

ইসরাঈল বিগত ৭০ বছরে প্রতিবারই নিজেদের পক্ষ থেকে অজুহাত সৃস্টি করে ফিলিস্তিনী নিরস্ত্র জনতার উপর হামলা করেছে । এটাকে যদিও অনেকে যুদ্ধ বলছে কিন্তু এটা যুদ্ধ নয়, এক তরফা আক্রমণ; তারপরও যদি আমরা এটাকে যুদ্ধ বলে মেনে নেই তবে তাতেও দেখা যায় তারা প্রতিনিয়ত যুদ্ধের সকল আইন কানুন প্রতিটি ক্ষেত্রে ভঙ্গ করেছে। ২০১৪ সালে যুদ্ধ বিরতির মধ্যেই তারা হামলা করে হামাসের তিন শীর্ষ কমান্ডারকে হত্যা করেছে এ হত্যার পর তুরস্কের আনাদুলু বার্তা সংস্থার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে খালেদ মেশাল বলেছিলেন, ফিলিস্তিনিরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেতে প্রস্তুত রয়েছে। সাক্ষাৎকারে খালেদ মেশাল আরো বলেন, "আমরা আমাদের দাবি বিশেষ করে গাজার ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার ও ইসরাঈলের কারাগারে বন্দি ব্যক্তিদের মুক্তির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।" তিনি বলেন, "ইহুদিবাদী ইসরাঈল শুধু শিশু হত্যা এবং আবাসিক এলাকা, মসজিদ, হাসপাতাল ও জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুল ধ্বংস করছে এ সময় তিনি ইসরাঈলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুকে শিশু হত্যাকারী বলে উল্লেখ করেন" মূলত ইসরাঈলের অন্যতম টার্গেট হামাসের নেতৃত্ব। তারা সব সময়ই হামাস নেতাদের হত্যার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। শেখ আহমদ ইয়াসিনকে হত্যার পর হামাসের দায়িত্বে আসেন আবদেল আজিজ রানাতিসি। তাকেও একই কায়দায় হত্যা করা হয়। ইতিহাসের জঘন্য শাসক ফারাও সম্রাট রাজা দ্বিতীয় রামাসিস নিজের মসনদ রক্ষার জন্য যেমন মিশরে জন্মগ্রহণকারী বনী ইসরাঈলের সকল পুরুষকে হত্যা করতো। একইভাবে ইসরাঈল নানা অজুহাতে ফিলিস্তিনী শিশুদের হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

২০১৪ সালের সেই হামলায় হামাসের তিনজন কমান্ডার কামান্ডার শাহাদাত বরণ করেন। তারা হচ্ছেন কমান্ডার মুহাম্মাদ আবু শামালা, মুহাম্মাদ আবু বারহুম এবং রায়েদ আল-আত্তার। তারা গাজার রাফাহ শহরের আল-সুলতান উদ্বাস্তু শিবিরে ইসরাঈলি বিমান হামলায় শহীদ হন । তিন কমান্ডার শহীদ হওয়ার পর হামাসের সামরিক শাখা কাসসাম ব্রিগেড বলেছিল, এতে তাদের মনোবলে কোনো ঘাটতি দেখা দেবে না। একইসঙ্গে হামাস হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে, তাদের গুরুত্বপূর্ণ তিন কমান্ডারকে হত্যার মূল্য দিতে হবে ইসরাঈলকে ।

২০০৮ সালে গাজার ওপর ইসরাঈলি অবরোধের কারণে ১৫ লাখ নিরপরাধ ফিলিস্তিনি খাবারের জন্য মিসরে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়। একই বছর গাজায় অতর্কিত আক্রমণ করে শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করে ইসরাঈল। এরপর মিসরের মধ্যস্থতায় ৬ মাসের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হলে ইসরাঈল পুনরায় গাজা আক্রমণ করে ১১০০ ফিলিস্তিনী নাগরিককে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা করে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো নারী শিশু এবং বেসামরিক নাগরিক। গাজার বাড়িঘরগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। রক্ত পিপাসু ইসরাঈল একেক সময় এক এক নাম দিয়ে তাদের হত্যাকান্ড চালায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে অপারেশন রিটার্নিং ইকো আর অপারেশন পিলার অব ডিফেন্স নাম দিয়ে ২০০ লোককে হত্যা করে। ২০১৪ সালে অপারেশন প্রটেকটিভ নাম দিয়ে তাদের অন্যায় যুদ্ধের ধারাবাহিকতা শুরু করে। অতীতের যুদ্ধগুলোতে ইসরাঈল একচেটিয়া হামলা করলেও এবারে হামাস রকেট হামলা চালিয়ে তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করে। ২০১৪ সালেও তারা প্রায় সহস্রাধিক ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে। তাদের অন্যায় হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, কিন্তু ইসরাঈল তাদের এ সকল মানবতা বিরোধী কাজের জন্য মোটেও লজ্জিত কিংবা কুণ্ঠিত নয়। ২০১৪ সালের পর ২০১৫ সালেও মসজিদুল আকসায় নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনীদের ওপর ক্রাকডাউন চালানো হয়। প্রতি বছর রমজান মাস আসলেই ইসরাঈলী সৈন্যরা ফিলিস্তিনী জনতার ওপর চড়াও হয়। এভাবে ২০১৭, ২০১৯, ২০২০ এবং সর্বশেষ ২০২১ সালে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ইসরাঈল।

হামাস প্রতিনিয়ত শক্তিশালী হচ্ছে : হামাসকে ধ্বংস করার জন্য ৩০ বছর ধরে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাঈল। কিন্তু তাতে হামাস পরাজিত না হয়ে বরং প্রতিদিন নিত্য নতুন শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। নিকশ কালো রাতের আধারে ইসরাঈলী বিমান আর গাণশিপ ফিলিস্তিনীদের বাড়িঘর গুড়িয়ে দেয়ার পর নতুন প্রভাতে আবার নতুন শক্তি নিয়ে হাজির হয় হামাস। ২০২১ সালের রমজানের আগে আল আকসা মসজিদে নামাজ পড়তে বাঁধা দেয়াকে কেন্দ্র করে যে সংঘাতের শুরু হয় তাতে ইসরাঈল তার দানবীয় শক্তি নিয়ে হাজির হওয়ার পরও এবারে হামাসের হাতে তারা নাকানি চুবুনি খায়। ইসরাঈলের অতর্কিত আক্রমণ আর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে শত শত নাগরিক নিহত হওয়া, বড় বড় ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা, টানেল ধ্বংস হওয়ার পরও হামাসের বীর যোদ্ধারা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। এবারে হামাসের লক্ষ্যস্থল ছিল তেল আবিব বিমান বন্দর, রেডিও ষ্টেশন, প্রধানমন্ত্রী ভবনসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। হামাসের মুহুর্মুহ রকেট হামলায় তাই ইসরাঈল এবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ২০২১ সালের যুদ্ধে হামাস ইসরাঈল এবং তার মিত্রদেরকে যে বার্তাটি দিয়েছে তা

> হামাসকে ধ্বংস করার জন্য ৩০ বছর ধরে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাঈল। কিন্তু তাতে হামাস পরাজিত না হয়ে বরং প্রতিদিন নিত্য নতুন শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। নিকশ কালো রাতের আধারে ইসরাঈলী বিমান আর গাণশিপ ফিলিস্তিনীদের বাড়িঘর গুড়িয়ে দেয়ার পর নতুন প্রভাতে আবার নতুন শক্তি নিয়ে হাজির হয় হামাস। ২০২১ সালের রমজানের আগে আল আকসা মসজিদে নামাজ পড়তে বাঁধা দেয়াকে কেন্দ্র করে যে সংঘাতের শুরু হয় তাতে ইসরাঈল তার দানবীয় শক্তি নিয়ে হাজির হওয়ার পরও এবারে হামাসের হাতে তারা নাকানি চুবুনি খায়। ইসরাঈলের অতর্কিত আক্রমণ আর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে শত শত নাগরিক নিহত হওয়া, বড় বড় ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা, টানেল ধ্বংস হওয়ার পরও হামাসের বীর যোদ্ধারা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো।

অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যুদ্ধ কূটনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ সকলেই বুঝেছে হামাস এবারে দমবে না। ইসরাঈলের একজন সাংবাদিক মিস্টার খোজি একটি নিবন্ধে লিখেছে, 'হামাস শুধু হামলা শুরু করেনি, তারা জেরুসালেমে রকেট নিক্ষেপ করার সাহস দেখিয়েছে' মূলত এবারে হামাস ইসরাঈলের অন্তরে কাঁপন ধরানোর চেষ্টা করেছে। রকেট হামলা বন্ধ করার পর তারা খুব অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেলুন উড়িয়ে ইসরাঈলকে নতুন বার্তা দিয়েছে যে, ইসরাঈলকে কড়া জবাব দিতে হামাস যোদ্ধাদের হাত ট্রিগারেই আছে। গোটা দুনিয়া যখন করোনায় পর্যুদস্ত তখন হামাস যোদ্ধারা রকেটের গোলা নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে ব্যস্ত। ফিলিস্তিনী তরুন, যুবক আর শিশুরা পাথর হাতে ইসরাঈলের মোকাবিলা করতে সাহসের মিনার হয়ে দাঁড়িয়ে যায় যখন তখন।

২০২১ সালে হামাস-ইসরাঈল যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞ মহলের অনেকেই মন্তব্য করেছেন, হামাসের কৌশলের কাছে ইসরাঈল আগের তুলনায় দুর্বল হয়ে গেছে। গাজায় ইসরাঈলের শক্তি পূর্বের তুলনায় ক্ষীন হয়ে গেছে। যুদ্ধ বিরতির পর গাজায় হামাসের রাজনৈতিক নেতা সিনওয়ারের সাহসী বক্তব্য প্রমাণ করেছে হামাস আগের তুলনায় অনেক শক্তিশালী, অনেক সাহসী, অনেক কৌশলী। তারা ইসরাঈলের মধ্যে উদ্বেগ সঞ্চার করতে ও ইসরাঈল সমাজের ডিএনএ-এর ওপর হামলা চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । ইসরাঈলের অন্দর মহলের খবর বের করে আনতে হামাস আগের চেয়ে আনেক বেশী দক্ষতা এবং যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

এবারের আগ্রাসনকালীন সময়ে ইসরাঈলের অভ্যন্তরে কী ঘটছে, সে ব্যাপারে সচেতন থেকেই হামাসের নেতারা তাদের রণকৌশল নির্ধারণ করেছে। ইসরাঈলের গোপন ডেড়ার খবর হামাস কিভাবে সংগ্রহ করছে সে সম্পর্কে ইসরাঈলি সাংবাদিক মিস্টার খোজি বলেন, 'হামাসের বেশির ভাগ নেতাই একসময় ছিলেন ইসরাঈলের কারাগারে। ওই সময় তারা হিব্রু ভাষা শিখেছেন, ইসরাঈলিদের ঘনিষ্ঠভাবে চিনেছেন। এটা হামাসকে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে সহজ সুযোগ করে দিয়েছে ইসরাঈলের গর্বের ধন আয়রণ ডোম যা নিয়ে তারা অহঙ্কার করতো- সেই আয়রোণ ডোম ভেদ করেই হামাস রকেট হামলা করেছে তাদের স্থাপনায়।

এবারের ইসরাঈলী আগ্রাসন মোকাবিলা করে হামাস বিজয়ী হবে এটা কেউ প্রত্যাশা কিংবা অনুমান করতে পারেনি। ইসরাঈলি হামলায় হাজারের বেশি লোক নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে কয়েক হাজার। অসংখ্য বড় বড় ভবন মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা নিয়ে ইসরাঈলীরা আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলে এবং গর্ব করে। কিন্তু ইসরাঈল যে কারণে এসব হামলা চালিয়েছে, তা তারা হাসিল করতে পারেনি। হামাসের শীর্ষ কমান্ডাররা ইসরাঈলী হামলা থেকে রক্ষা পেয়ে তাদের বাহিনী পরিচালনা করেছে। ইসরাঈল এবারেও সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে হামাসের কাসসাম ব্রিগেডের কমান্ডার মোহাম্মদ দেইফকে হত্যা করার। ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনী তার ওপর ২০০১, ২০০২, ২০০৬, ২০১৪ সালেও হামলা চালিয়েছিল। এতে তার একটি চোখ, উভয় পা ও একটি হাত উড়ে গেছে। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান নিহত হয়েছে। কিন্তু তিনি রক্ষা পেয়ে গেছেন। ২০২১ সালের ইসরাঈলি বাহিনীর আরেক টার্গেট ছিলেন ইয়াহিয়া সিনওয়ার। তিনি হলেন গাজায় হামাসের নেতা। তার বাড়ি বোমায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ওই সময় বাড়িতে ছিলেন না। যুদ্ধ বিরতির পর সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইয়াহিয়া সিনওয়ার প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বক্তব্য দেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, 'আমি এখন পায়ে হেটে বাড়ি যাবো, পারলে ইসরাঈল আমাকে হত্যা করুক'। ঠিকই সাংবাদিক সম্মেলন শেষে ইয়াহিয়া সিনওয়ার পায়ে হেটে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে গমণ করেন।

২০২১ সালে চালানো আগ্রাসনে ইসরাঈল বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংসের দিকে জোর দিয়েছে। তাদের টার্গেট ছিল হামাসের টানেল ধ্বংস। কিন্তু হামাস বলেছে তাদের টানেলের মাত্র ৫% ইসরাঈল ধ্বংস করতে পেরেছে, যা তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঠিক করে নিবে। এবারের যুদ্ধে ইসরাঈল ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর তাদেরকে একই সময়ে তিনটি ফ্রন্টে মোকাবিলা করতে হয়েছে এক.গাজা হতে হামাসের অব্যাহত রকেট হামলা। দুই. পশ্চিম তীরের অভ্যন্তরে ব্যাপক বিক্ষোভ এবং সহিংসতা। তিন. লেবানন হতে হিজবুল্লাহর রকেট হামলা। তিন দিক থেকে এই সঙ্কট সামাল দিতে ইসরাঈলকে হিমশিম খেতে হয়েছে।

২০২১ সালের আগ্রাসন প্রতিরোধ লড়াইয়ে আরো একটি তথ্য সামনে আসে তা হচ্ছে, ইসরাঈলের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে হামাস আত্মঘাতী সাবমেরিন ব্যবহার করেছে। হামাসের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কিছু না বলা হলেও ইসরাঈলি বাহিনী তা প্রকাশ করেছে। তারা বিমান হামলা চালিয়ে হামাসের একটি সাবমেরিন ধ্বংস ও সেটি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে যে গাড়ি থেকে পরিচালনা করা হচ্ছিল, তাতেও আঘাত হেনে ক্রু অপারেটরদের হত্যা করেছে বলে দাবি করেছে ইসরাঈল। হামাসের সাবমেরিনে ৭০ পাউন্ড পর্যন্ত বিস্ফোরকে সজ্জিত করা যায়। এটিকে টার্গেটের দিকে ধাবিত করার জন্য জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবহার করা হয়েছিল বলে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম ডেইলী মেইলে এমন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

হামাসের শক্তিশালী হয়ে ওঠার আর একটি প্রমাণ গাজায় হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এক সমাবেশে বলেন, গাজায় যে সকল আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য আসবে তা তারা স্পর্শও করবেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেন, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে আসা সাহায্য 'স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষতার' সাথে দুস্থ জনগণের মাঝে বন্টন করবেন। তার মানে গাজার পুনর্গঠনে তারা ভিন্নভাবে অর্থ সংগ্রহ ও যোগান দিবেন। তিনি বলেন, গাজা উপত্যকা পুনর্গঠনে যেকোনো ধরনের আন্তর্জাতিক বা আরব প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাব।

গাজা উপত্যকায় ইসরাঈলের ভয়াবহ আক্রমণের মধ্যেও নিজেদের অবস্থানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হামাস। তারা ইসরাঈলের সাথে যুদ্ধবিরতির জন্য দুটি বিশেষ শর্ত দিয়েছে। এক.আল-আকসা মসজিদের প্রবেশপথে পুলিশ মোতায়েন না রাখার ব্যাপারে রাজি হতে হবে ইসরাঈলী বাহিনীকে। দুই. বিরোধপূর্ণ পূর্ব জেরুসালেমের শেখ জাররাহ এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করা বন্ধ করতে হবে। অবশেষে হামাসের দেয়া শর্ত মেনে ইসরাঈল যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে। এ যুদ্ধ বিরতি কতদিন স্থায়ী হবে বলা যায় না। তবে আগামী দিনের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব রক্ষায় এটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। একই সাথে ইসরাঈলের অন্দর মহলে যে ভয় দানা বেধেছে তা বাড়তে থাকবে, বিপরীতে হামাস দিনের পর দিন শক্তিশালী হবে।

কারাগার আর যুদ্ধে যাদের জীবন গড়া : ইসরাইলের কারাগারে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি এখনো মানবেতর জীবন যাপন করছে। এমন

গাজা উপত্যকায় ইসরাঈলের ভয়াবহ আক্রমণের মধ্যেও নিজেদের অবস্থানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হামাস। তারা ইসরাঈলের সাথে যুদ্ধবিরতির জন্য দুটি বিশেষ শর্ত দিয়েছে। এক.আল-আকসা মসজিদের প্রবেশ পথে পুলিশ মোতায়েন না রাখার ব্যাপারে রাজি হতে হবে ইসরাঈলী বাহিনীকে।

দুই. বিরোধপূর্ণ পূর্ব জেরুসালেমের শেখ জাররাহ এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করা বন্ধ করতে হবে। অবশেষে হামাসের দেয়া শর্ত মেনে ইসরাঈল যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে। এ যুদ্ধ বিরতি কতদিন স্থায়ী হবে বলা যায় না। তবে আগামী দিনের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব রক্ষায় এটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। একই সাথে ইসরাঈলের অন্দর মহলে যে ভয় দানা বেধেছে তা বাড়তে থাকবে, বিপরীতে হামাস দিনের পর দিন শক্তিশালী হবে।

অনেকেই আছেন যাদের শিশুকালে ইসরাইল ধরে নিয়ে গেছে আর কারাগারেই বাকি জীবনটা পার করে দিয়েছেন। হামাস কিংবা ফাতাহ নয়, হাজার হাজার ফিলিস্তিনী মুক্তিকামী ইসরাইলী কারাগারে বন্দী আছেন। যাদের মায়েরা প্রায়শই সন্তানদের ছবি নিয়ে মিছিল এবং মানব বন্ধনে শামিল হন। গুপ্তহত্যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত কতজন যে মারা গেছেন তার কোনো সঠিক হিসেব নেই। মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ইসরাঈলের এত দহরম-মহরম সম্পর্ক থাকার পরেও মাঝে মাঝে ইসরাঈলীরা মাহমুদ আব্বাসকেও হত্যার হুমকি দেয়! এজন্যই হামাস মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে ইসরাঈলী সেনা অপহরণ করে, যাতে বন্দী বিনিময় চুক্তি করে ইসরাঈলী কারাগার থেকে বন্দী ফিলিস্তিনিদের মুক্ত করা যায়। গিলাদ শালিত নামে এক ইসরাঈলী সেনাকে অপহরণ করে তার বিপরীতে গত ২০১১ সালে হামাস ১০৫০ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্ত করেছে।

সংসার সুখ প্রিয়ারও মুখ সব কিছু ছেড়ে চলে অজানার পথে মুখে যোদ্ধার হাসি : ২০১৪ হতে ২০২১ সালের যুদ্ধে ইসরাইলকে সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছে মুহাম্মদ দেইফের নেতৃত্ব ও রণকৌশল। সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইসরাইলকে সবেচেয়ে বেশী নাকাল করেছে মোহাম্মদ দেইফের রহস্যময় চলাফেরা এবং নেতৃত্ব। ২০১৪ সালের ১৯ আগস্ট ইহুদিবাদী ইসরাইলের বিমান হামলায় দেইফের ২৭ বছর বয়সী স্ত্রী উইদা ও সাত মাসের শিশু ছেলে আলী দেইফ শহীদ হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে কমান্ডার দেইফের বেঁচে থাকা নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছিল। এ সম্পর্কে হামাসের কাসসাম ব্রিগেড স্পষ্ট করে বলেছে, আমাদের কমান্ডার দেইফ বেঁচে আছেন এবং তিনি ইহুদিবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মুহাম্মাদ দেইফের পরিবার যে ভবনে বাস করত সে ভবন ইসরাঈলের বিমান হামলায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু স্ত্রী, সন্তান সব কিছু হারিয়েও শাহাদাতের ময়দানে লড়াই করে যাচ্ছেন এ কমান্ডার। এর আগে ইসরাঈলের পাঁচ দফা হত্যা প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে গেছেন মুহাম্মাদ দেইফ। বার বার হামলা থেকে বেঁচে গিয়েও তিনি শক্ত হাতে হামাসের সামরিক শাখার নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন এবং তিনি ইসরাঈল সরকার ও সেনাবাহিনীর কাছে এক আতঙ্কে পরিণত হয়েছেন। হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জাদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেডের দৃঢ়-সংকল্পের কমান্ডার মুহাম্মাদ দেইফ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালীভাবে লড়াই করছেন। হামাসের যুদ্ধ কৌশল,অসাধারণ রণনীতি, জীবন বাজী রেখে লড়াইয়ের ময়দানে টিকে থাকা এবং শাহাদাতের তামান্না ইসরাঈলকে সমঝোতার টেবিলে বসতে বাধ্য করেছে। যে ইসরাঈল এক সময় হামাসকে কোনোভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না, বরং তাদের ঘোষণা ছিল : হামাসকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ না করা পর্যন্ত তাদের বিমান হামলা চলবে। তারাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতায় হামাসের সাথে সমঝোতা বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়েছে এবং হামাসের দুটি শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য ইসরাঈল কখনোই তাদের ওয়াদার ওপর স্থির থাকেনি। ইতঃপূর্বে বহুবার তারা যুদ্ধ বিরতি করেছে আবার যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে বারবার গাজায় হামলা করেছে। তবে ২০২১ সালে হামাসের রকেট বৃষ্টি ইসরাঈলী কর্ণধরদের বুকে যেভাবে কাপন ধরিয়েছে তা এক অবিস্মরণীয় বিষয়।

ভয়ংকর এক সন্ত্রাসী সংগঠন মোসাদ : ইসরাঈল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার আগে

ইহুদীদের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী সংগঠন ছিল ইরগুনজাইলিউমি। যার প্রধান ছিল ডেভিড বেলগুরিয়ান। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আরো বড় পরিকল্পনা নিয়ে গড়ে তোলা হয় মোসাদকে। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, গুপ্ত হত্যা, গণহত্যা, রাজনৈতিক ক্যুর পেছনে মোসাদের হাত রয়েছে বলে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়। তারা টার্গেট কিলিং এর কাজেও অভ্যস্ত। টার্গেট কিলিং এর আওতায়ই হত্যা করা হয় শেখ আহমদ ইয়াসিন, আবদুল আজিজ রানাতিসি, মোহাম্মদ দেইফের পরিবার, তিন জন শীর্ষ হামাস কমান্ডারসহ হাজার হাজার যোদ্ধাকে। ইসরায়েল তার সর্বশেষ 'টার্গেটেড কিলিং' অভিযান সফলভাবে চালিয়ে আরব আমীরাতের দুবাইয়ে হামাসের এক সামরিক কমান্ডারকে হত্যা করে।এ হত্যাকান্ডের জন্য সরাসরি মোসাদের নাম চলে আসে। দুবাই কর্তৃপ আততায়ীদের ছবি প্রকাশ করেছে, যাদের ইসরাঈলি গোয়েন্দা সংস্থার লোক বলে চিহ্নিত করেছেন তারা। আততায়ীরা দুবাইতে আসে ফ্রান্স, জর্মানি ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের পাসপোর্ট নিয়ে। যার মানে হচ্ছে ওই দেশগুলোর ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ডাটাবেজ জালিয়াতি করে পাসপোর্ট তৈরী করেছে মোসাদ। এ ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই ইসরাঈলের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দেয় ঐ দেশগুলোর সাথে। তখন জর্মানি ও ফ্রান্সের গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানিয়েছে মোসাদের মতো দক্ষ সংস্থাগুলোর পক্ষেই কেবল ঐ ধরনের অভিযান চালানো সম্ভব। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ঘটনার পরপরই ইসরাঈলি রাষ্ট্রদূতকে তলব করে। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও ইসরাঈলের কাছে এ ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। বৃটেন সরকারিভাবেই জানিয়েছিল যে, হামাস কমান্ডার মাহবুদ আল মাবু'র হত্যাকারী যে মোসাদ এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত হয়েছেন। আয়ারল্যান্ড তখন জানিয়েছিল 'আইরিশ পাসপোর্টের সুনাম ক্ষতিগ্রস্থ করে এমনসব কর্মকান্ডকে তারা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে।' ফ্রান্স, জর্মানি, ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের সেই প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট হয় যে, দুবাই হত্যাকান্ডে ঐসব দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সাথে ইসরাঈলের কোনো যোগাযোগ ছিলো না। এ দ্বারা বোঝা যায়, যে সকল দেশের সাথে ইসরায়েলের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে সে সব দেশের ন্যাশনাল সিটিজেন ডাটাবেজে গোপনে ঢুকে জালিয়াতি করতে সিদ্ধহস্ত মোসাদ। জালিয়াতি, গুপ্ত হত্যা, টার্গেট কিলিং সব কাজেই তারা পৃথিবীর অন্য যে কোনো গোয়েন্দা সংস্থার চেয়ে অনেক ধাপ এগিয়ে। মোসাদের এ অন্যায় কার্যক্রমকে ইহুদীবাদী নেতৃত্ব বৈধ মনে করে । অবৈধ ও সন্ত্রাসী এ রাষ্ট্রটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেলগুরিয়ান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রতিরক্ষায় সম্মুখ বুহ্য' হিসাবে কাজ করবে মোসাদ। সে নীতি অনুযায়ীই কাজ করছে মোসাদ। একাজে কোনো আন্তর্জাতিক আইন, কূটনৈতিক রীতি-প্রথার তোয়াক্কা করেনা তারা। অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে হলেও ইসরাঈল তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকি যে কেনো বন্ধু দেশের সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে গবেষণা, তার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশকে অন্যায় এবং অবৈধ মনে করে না মোসাদ। রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে অভিযান চালানোর জন্য গঠিত ইউনিট ব্যতীত তাদের আরো দুটি ইউনিট আছে। এগুলো হচ্ছে : অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইউনিট ও সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট।

মোসাদের ভয়ংকর কিলিং মিশন-কিল হিম সাইলেন্টলি : ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ছয়জন ভ্রমণকারী নামে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে। সেখানকার রানী আলিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কর্মকর্তারা দেখলেন পাসপোর্ট মোতাবেক তারা কানাডার নাগরিক। আসলে তাদের এসব পাসপোর্ট ছিল ভুয়া। গোয়েন্দা জালিয়াতির মাধ্যমে তারা এ পাসপোর্ট তৈরী করেছিল। ছয়জন ভ্রমণকারী একই উদ্দেশ্যে জর্ডানে আগমণ করলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন বহির্গমণ রুট ব্যবহার করে। এবং ছয়জনই ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে অভিন্ন মিশনে গিয়েছিল। এরা সবাই ছিল ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এজেন্ট। হামাসের একজন শীর্ষ নেতাকে হত্যা করাই ছিল তাদের টার্গেট। তাদের টার্গেটেড ব্যাক্তি হচ্ছেন ফিলিস্তিনের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা খালেদ মেশাল । তবে হত্যার সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। আল্লাহর অপার কৃপায় খালেদ মেশাল বেঁচে গিয়েছিলেন। ইসরাঈলী গুপ্তচররা তাদের সকল প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামলেও তারা সফল হতে পারেনি। সেদিন তিনি শিশু সন্তানদের স্কুলে নামিয়ে নিজের কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি খেয়াল করলেন, আরেকটি গাড়ি তার গাড়িটিকে অনুসরণ করছে। এ গাড়িটি ছিল মোসাদের গোয়েন্দাদের, যারা নিজেদের পরিচয় গোপন করে জর্ডানে অনুপ্রবেশ করেছিল। তারা খালেদ মেশালের কানে স্প্রে করে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যার চেষ্টা করার সাথে সাথে মেশালের একজন দেহরক্ষী ঘাতক দু'জনকে ধাওয়া করে। এই রক্ষীর নাম মুহাম্মাদ আবু সাঈফ। সৌভাগ্যক্রমে, তখন খালেদ মেশালের গাড়ির পাশ দিয়ে অন্য একটি গাড়িতে যাচ্ছিলেন ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের অন্য একজন অফিসার । তার সাহায্যে আবু সাঈফ মোসাদের এজেন্ট দু'জনকে পাকড়াও করতে সক্ষম হন। মোসাদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হামাসকে দূর্বল করার জন্য তারা খালেদ মেশালকে হত্যা করবে, তবে তারা এ জন্য কোনো গুলি বা বোমার ব্যবহার করবে না। তারা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে যাতে মনে হয় টার্গেটেড ব্যাক্তি স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন। এ জন্য এমন এক বিষ প্রয়োগ করা হবে, যার প্রতিক্রিয়া হবে ধীরে ধীরে। মারাত্মক বিষক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মেশালের মস্তিষ্ক ও শ্বাসতন্ত্র অচল হয়ে যাবে এবং আস্তে আস্তে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন । তাদের পরিকল্পনা ছিল মেশালের একেবারে কাছে গিয়ে তার কানে বিষ স্প্রে করা হবে। এতে কোনো অস্ত্র ব্যবহারের প্রমাণ থাকবে না এবং কেউ সন্দেহও করবে না। অথচ বিষের প্রভাবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই মেশাল মৃত্যুবরণ করবেন। মোসাদের হামলার পর থেকে খালিদ মেশাল ছিলেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। তার ওপর হামলা হয় ২৫ তারিখে, যথাসময়ে পাল্টা ঔষধ প্রয়োগ করায় তিনি ২৭ তারিখে কোমা অবস্থা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। খালেদ মেশালের সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, তার ওপর হামলাকে কেন্দ্র করে জর্ডান ও ইসরাঈলের মধ্যে সম্পর্ক উষ্ণতা ছড়ায়। জর্ডানের বাদশাহ হোসেন ইসরাইলকে বলেছিলেন, 'তোমর বিষ দিয়েছ, বিষের প্রতিষেধক তোমাদেরকেই দিতে হবে'। জর্ডানের বাদশাহর প্রচন্ড চাপে অবশেষে ইসরাইলী গোয়েন্দা প্রধান নিজে বিষ নাশক নিয়ে জর্ডান গিয়েছিলেন। এভাবেই আল্লাহ হামাসের এ শীর্ষ নেতাকে বাঁচিয়ে রেখে আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য তার নেতৃত্বকে কবুল করে নেন

মোসাদের ষড়যন্ত্রের বাইরে নয় মুসলিম বিশ্বের কোনো দেশ : পৃথিবীর দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ, হানাহানি এর অধিকাংশের পেছনে মোসাদের হাত রয়েছে। গোটা দুনিয়ায় তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছে।

ইরাক, লেবানন, ইয়েমেন, লিবিয়া এবং সিরিয়ায় চলছে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ। বিগত বছরগুলোতে লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে এ সব দেশে। যুদ্ধ হতে পালিয়ে বাঁচতে ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে তারা চলে যাচ্ছে ইউরোপের দেশগুলোতে। অনেকেই নৌকাডুবিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে সাগরের মাঝে। দ্বিতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, হানাহানি, দূর্নীতি একটি বড় সমস্যা। মুসলিম দেশগুলোতে ভিনদেশী সংস্কৃতির আমদানীর মাধ্যমে যুব সমাজকে ভোগবাদী মানসিকতায় গড়ে তোলা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় বস্তুবাদী দর্শন নতুন প্রজন্মকে রঙিন দুনিয়ার স্বপ্নে বিভোর করে তুলছে। এর ফলে তাদের মধ্যে স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্রবোধ এবং ধর্মীয় অনুভূতি লোপ পাচ্ছে। সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জায়নবাদের থিওরী হচ্ছে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দাও, ভোগবাদে আসক্ত করো। মুসলিম দেশগুলোতে তাদের এ ষড়যন্ত্র অত্যন্ত পাকাপোক্তভাবে কাজ করছে। জায়োনিজমের সর্বগ্রাসী আক্রমণ মোকাবিলা করেই মুসলিম দেশগুলোকে টিকে থাকতে হবে নচেৎ সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক জায়োনিজমের গোলামীর সাথে সাথে রাজনৈতিক গোলামীর জিঞ্জির তারা পরিয়ে দেবে। ঈমানী চেতনা নিয়ে হামাস জায়োনিজমের এ ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করছে। পৃথিবীর অপারপর মুসলিম দেশের নাগরিকদেরও নিজ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অটুট রাখতে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ ভৌগলিক জায়নবাদের সীমানা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত, তারা এ স্বপ্ন দেখে সব সময়।

মুমিনের কোনো পরাজয় নেই : ইসরাঈলী আগ্রাসন এবং জুলুম নির্যাতনে ফিলিস্তিনী জনগণের জন্য আলোক বর্তিকা হয়ে আবির্ভূত হয়েছে 'হামাস'। হামাস বুঝতে এবং বোঝাতে পেরেছে ইসারইলী নরপশুদের কাছ থেকে কখনো ভালো আচরণ পাওয়া যাবে না, বরং লড়াই করে টিকে থাকতে হবে। প্রতিবারের ইসরাঈলী হামলা, ধ্বংসযজ্ঞে হামাস প্রমাণ করেছে "অসত্যের কাছে কভু নত নাহি শির ভয়ে কাপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর" হামাসের কর্মীরা শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবীত। অপর দিকে ইসরাঈলী হানাদার বাহিনীতে আছে সুখ স্বপ্নে বিভোর হওয়ার স্বপ্ন। বিভিন্ন দেশ থেকে ইসরাঈলে পাড়ি জমানো উচ্চ বেতনভোগী ইহুদী গোষ্ঠী। তাইতো বিশ্বের অস্টম সামরিক শক্তির অধীকারী একটি শক্তি একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর কাছে চরমভাবে নাস্তানাবুদ হয়। এর কারণ ইসরাইলীরা একটি অবৈধ রাষ্ট্রের নাগরিক। যে রাষ্ট্রের কোন সীমানা নেই, দখলদারী এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে তাদের রাষ্ট্রীয় সীমানা বৃদ্ধি করছে অপর দিকে ফিলিস্তিনীরা দিনে দিনে তাদের আবাস ভূমি হারাচ্ছে। এ ধরনের একটি দখলদার বাহিনী একটি মুক্তি সংগ্রামের কাফেলার কাছে পদানত হবে এটাই স্বাভাবিক। গাজা ভূখন্ডের আর্থিক ক্ষতি অনেক বিশ্ব মোড়লদের ভ্রুকুটি, আরব রাজাদের অসহযোগিতা আর বিশ্বের অষ্টম সামরিক শক্তির মুখোমুখি দাড়িয়ে হামাস প্রমাণ করেছে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান একটি বাহিনী যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তাদের নিঃশেষ করে দেয়া যায় না। হামাসের সম্পর্ক ফিলিস্তিনের মাটি ও মানুষের সাথে। এর ভীত অনেক গভীরে গ্রোথিত হামাস শেকড় সমৃদ্ধ এক মজবুত বৃক্ষ। শেকড়কে উপড়ে ফেলা যায় না।

(সমাপ্ত)

লেখক: কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

মুসলিম দেশগুলোতে ভিনদেশী সংস্কৃতির আমদানীর মাধ্যমে যুব সমাজকে ভোগবাদী মানসিকতায় গড়ে তোলা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় বস্তুবাদী দর্শন নতুন প্রজন্মকে রঙিন দুনিয়ার স্বপ্নে বিভোর করে তুলছে। এর ফলে তাদের মধ্যে স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্রবোধ এবং ধর্মীয় অনুভূতি লোপ পাচ্ছে। সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জায়নবাদের থিওরী হচ্ছে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দাও, ভোগবাদে আসক্ত করো। মুসলিম দেশগুলোতে তাদের এ ষড়যন্ত্র অত্যন্ত পাকাপোক্তভাবে কাজ করছে। জায়োনিজমের সর্বগ্রাসী আক্রমণ মোকাবিলা করেই মুসলিম দেশগুলোকে টিকে থাকতে হবে নচেৎ সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক জায়োনিজমের গোলামীর সাথে সাথে রাজনৈতিক গোলামীর জিঞ্জির তারা পরিয়ে দেবে। ঈমানী চেতনা নিয়ে হামাস জায়োনিজমের এ ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করছে।

স্মৃতির মণিকোঠায় শহীদ রুহুল আমীন

খান মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী

অ-বিভক্ত গাজীপুর জেলার মহান নেতা, বর্ষিয়ান রাজনীতিবীদ, ফেডারেশনের গাজীপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব আবুল হাসেম খান এবং মরহুম প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন মাওলানা এ.এস.এম নজিবুল্লাহর হাতে গড়া এক নিবেদীত প্রাণ শ্রমিক নেতা শহীদ রুহুল আমীনের কথাই বলছি। ১৯৯০ সালে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার সফিপুরে অবস্থান করছিলাম। সে হিসেবেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গাজীপুর জেলার একজন কর্মী ছিলাম। দ্বীনের এ নিবেদীত প্রাণ মর্দে মুজাহিদের সাথে তখন থেকেই পরিচয়। রুহুল আমীন নামটি ছিলো তখন এ জেলার প্রতিটি থানার প্রায় সকল নেতা কর্মীর ঠোটের আগায়। শহীদ রুহুল আমীনের সাথে আমার শ্রদ্ধা আর স্নেহের সম্পর্ক ছিলো আপন ভাইয়ের মতোই। আরো একটি কারণে আমি তার অতি নিকটের লোক ছিলাম, তা হলো এ জেলার ফেডারেশনের সকল প্রকার কার্যক্রমে তিনি ছিলেন শৃঙ্খলার দায়িত্বে। কেবল জেলার নয় কেন্দ্রীয় প্রোগ্রামেও তিনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। শৃঙ্খলা বিভাগের একজন কর্মী ছিলাম আমি এবং তাঁর নিয়ন্ত্রনেই চলতাম। এতেই বোঝা যায় আমি তার কতোটা কাছের মানুষ ছিলাম! আমি অত্যন্ত গভীর ভাবে লক্ষ্য করছি যে প্রতি বছরই আটাশে অক্টোবর আসলে সারা দেশে এ দিনটিকে নির্মমতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম হলো গাজীপুর মহানগরী ও গাজীপুর জেলা। তারা দিবসটি পালন করে থাকে সাতাশে অক্টোবর। সাতাশে অক্টোবর আমাদের প্রিয় ভাই এই গাজীপুরের মাটিকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের শক্তিশালী ঘাটিতে রুপ দেওয়ার জন্য রক্ত ও জীবনকে সার হিসেবে দান করে দিয়ে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যান আমাদের কাঁধে। গাজীপুরের বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনের বর্তমান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাওলানা এস.এম.সানাউল্লাহ এবং ডঃ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম অত্যন্ত চমৎকার ভাবেই শহীদ রুহুল আমীন ভাইয়ের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। সম্মানিত দায়িত্বশীলগণের আলোচনায় এ শহীদের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের ধারণাও পাই। তবে মনের মাঝে উকি দেওয়া অনেক কথাই বলার ইচ্ছে জাগলেও বলার সুযোগ হয়নি, কারণ স্বরণ সভা বা দোয়া অনুষ্ঠানে যে সকল ব্যক্তিবর্গ আলোচক হিসেবে থাকেন আমি সেখানে নিরব শ্রোতা মাত্র। আর লেখালেখি! সেখানেও আমার সীমাবদ্ধতার অন্তনেই। সবই মহান রবের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে থাকে। একটি ফোন পেলাম। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ত্রৈমাসিক জার্নাল" শ্রমিক বার্তার প্রকাশনার দায়িত্বে থাকা জনাব ইকবাল সাহেব বললেন আগামী সংখ্যায় ছাপার জন্য শহীদ রুহুল আমীন সম্পর্কে একটি লেখা দিতে। এ বিষয়ে কি লিখবো? ভেবে পাচ্ছিলাম না। তথাপি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব আতিকুর রহমানের নির্দেশ অমান্য করে আনুগত্য খেলাপের অপরাধী হতে চাইনা বলেই লেখার চেষ্টামাত্র। লেখা ভালো মন্দতে আমার কি আর করা? আমিতো আমার যোগ্যতার বাইরে যেতে পারি না।

মৃত বা শহীদের স্মৃতিচারণ সভায় অনেকেই সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। তবে তাদের কথাই বেশী মনোযোগ সহকারে শোনতে মনে চায়, যারা ওই ব্যক্তির সাথে একান্তে চলাফেরা করেছেন। এ দিক দিয়ে আমি সৌভাগ্যবান। আল্লাহর এ প্রিয় বান্দার সাথে আমার ছিলো গভীর সম্পর্ক।

তাঁর আচরণ: এ মহান ব্যক্তির আচরণে ছিলো আল্লাহর নির্দেশনারই প্রতিফলন। মহান রব বলেন" তোমরা মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলো"। আমি আজো ভেবে পাইনা শহীদ রুহুল আমীন ভাই কি ভাবে এতো সুন্দর আচরণ করতেন? তাঁর মুখে সব সময় মুচকি হাসি থাকতোই।

কথার মধ্যে ছিলো না এতটুকু রাগ,অহংকার বা কঠোরতা। তাঁর সাথে কিছু সময় থাকলে যেনো দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যেতাম।

দায়িত্বানুভূতিঃ গাজীপুর জেলা সংগঠনের শৃঙ্খলা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। কোনো মিটিং হলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। বোঝাই যেতো যে তিনি একজন নিবেদীতপ্রান মর্দেমুজাহিদ। দায়িত্ব পালন ব্যতীত বেহুদা কথা আর আসর জমিয়ে রাখার অভ্যাস তাঁর মোটেও ছিলো না। মিটিং এ আগত নেতা কর্মীদের সালাম দিয়ে হাসি মুখে দিক নির্দেশনা দিতেন। কেউ যদি সংগঠনের আদর্শ বা নিয়মের বাইরে কোনো কথা বললে সাথে সাথে তিনি থামিয়ে দিতেন। পুলিশকে লক্ষ্য করে কোনো শ্লোগান দেওয়া বা তর্কে জড়ানোর সাধ্য কারো ছিলো না। গাজীপুরে উপদেষ্টা সংগঠনের তিনটি বড়ো বড়ো সম্মেলনে তার সাথে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাই। প্রতিটি সম্মেলনেই চার থেকে পাঁচ দিন সেখানে থাকতে হতো। কাজে কর্মে আমি একটু অসতর্ক, তথাপি একটু ধমকতো দূরে থাক, মুখটা কালো করে কখনো কথা বলেননি। খাওয়া দাওয়ায় ছিলেন খুবই সতর্ক। অধিনস্তরা সকলে খাওয়া শেষ করলেই তিনি খেতে বসতেন। পান খাওয়ার অভ্যাস ছিলো। তাই পান মুখে একটি মুচকি হাসি দিলেই আমরা খুশি হয়ে যেতাম। আমারও বর্তমানে পান খাওয়ার সময় তাঁর সেই স্টাইলের কথা মনে পরে যায়।

তিনি ছিলেন দক্ষ শ্রমিক নেতাঃ ইতোপূর্বে শ্রমিক বার্তায় আমার লেখা আমি শ্রমিক এটাই আমার বড় পরিচয়" শিরোনামে লেখাটি ছাপা হয়। লেখাটি লেখার সময় শহীদ রুহুল আমীন ভাইয়ের প্রেরণাও আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বর্তমানে ফুলে ফলে ডালপালা বিস্তার করা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন। সে সময় এতোটা ছিলো না, তথাপি তিনি শ্রমিক অঙ্গনে কাজ করেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। স্বরণীয় একটি বিষয় হলো, একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে গাজীপুর ইসলামী ট্রাষ্টকে কিছু টাকা দেওয়া হয় রিকসা চালকদের কল্যাণে। আয় থেকে দায় শোধের মধ্য দিয়ে রিকসা চালকগন রিকসার মালিক হয়ে যেতো। এ বিষয়ে গাজীপুর জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন শহীদ রুহুল আমীন ভাই। রিকসা চালকদের সাথে তাঁর মধুর আচরণ দেখে অনেকেই হতবাক হতেন। আমাদের অনেকের পক্ষেই এমন আচরণ সম্ভব হয় না।

শ্রমিক অঙ্গণে নিবেদিত প্রাণ এ ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখতে গেলে অনেক না বলা কথা লিখতে হয়। অতএব কলেবর দীর্ঘ না করে তিনি কি ভাবে মহান রবের সান্নিধ্য লাভ করলেন। যেটা আমাদের জন্য আজীবন অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে কিছু বলে শেষ করতে চাই।

আটাশ অক্টোবর ২০০৬ সালঃ ২০০৬ সালের আটাশে অক্টোবর ছিলো চার দলীয় জোট সরকারের ক্ষমতার মেয়াদে শেষ দিন। আমরা জানি একটি সরকার যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করে তখন বিরোধী দল চায় রাজ পথ তাদের দখলে রাখবে আর বিদায়ী সরকারী দলও তাদের নিয়ন্ত্রনেই রাখতে চায়। গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এটা একটা ট্রেডিশন। যার যার মতো করে রাজনীতির মাঠ নিয়ন্ত্রন করবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। জাতির দুর্ভাগ্য আটাশে অক্টোবরের পূর্বে তৎকালীন মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতারা, তার দলের নেতা কর্মীদেরকে লগি বৈঠা নিয়ে রাজপথ দখলে নেওয়ার হুকুম জারি করেন। বিরোধী দলের এ ঘোষণায় রাজপথ উত্তপ্ত হয়েওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় আটাশে অক্টোবরের আগের দিন অর্থাৎ সাতাশ অক্টোবরই আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীরা সারা দেশে আধিপত্য বিস্তার ও শক্তি প্রদর্শনের মহড়া দেয়। দেশব্যাপি জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির অফিস ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। ওদের কর্মসূচীর অংশ হিসেবেই গাজীপুর জেলা জামায়াতের অফিসেও আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। জেলা অফিস সংলগ্ন মসজিদেই জামায়াতের কয়েজন নেতা কর্মী ইশার নামায আদায় করেছেন এমন সময়ই আওয়াজ এলো জামায়াত অফিসে আগুন। শহীদ রুহুল আমীন ভাই এক দিকে ছিলেন ঈমানের অগ্নি শিখায় প্রজ্বলিত অন্য দিকে ছিলেন জেলা অফিস সম্পাদক। ইমানি চেতনা আর অফিস সম্পাদকের দায়িত্বানুভূতি তাঁকে পেরেশান করে বলেই তিনি একাই দৌড়ে ছুটেন জেলা অফিসের দিকে। তাঁর না ছিলো প্রতিরোধের প্রস্তুতি না ছিলো পাল্টা আক্রমনের নেশা। কে জানতো এভাবে একজন নিরীহ মানুষকে এভাবে নির্মম ভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হবে। মানুষ নামের ওই রাজনৈতিক কর্মীরা প্রিয় ভাইটিকে একা ও অসহায় অবস্থায় পেয়েই পাশবিক কায়দায় আক্রমন করে মূহুর্তের মধ্যই শহীদ করে দেয়।

তিনি আমাদের প্রেরণার বাতিঘরঃ গাজীপুরের শত সহস্র পুরুষ ও নারী এই শহীদকে কেবল শ্রদ্ধার সাথে স্বরণই করে না তাঁকে প্রেরণার বাতিঘর ও মনে করে। শহীদের রক্তে উর্বর গাজীপুরের মাটি এখন সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠার এক অপ্রতিরোধ্য ঘাটিতে পরিণত হয়েছে। কেউ চাইলেই মুখের ফুৎকারে তা ম্লান করে দিতে পারবে না। মহান রব কতো সুন্দর করেইতো বলেছেন "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাঁদেরকে তোমরা মৃত বলোনা তাঁরা বরং জীবিত তোমরাই তা বুঝতে পারছো না। শহীদ রুহুল আমীন ভাইও আমাদের নিকট জীবিত আদর্শ। মনে হচ্ছে তিনি প্রতি নিয়তই আমাদেরকে বলছেন আমিতো তোমাদের সাথেই আছি। তোমরা কি জানোনা শহীদের রক্ত বৃথা যায় না? শহীদের রক্ত ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণা যোগায় আন্দোলনের মাটি করে উর্বর। আজ সেই রুহুল আমীন ভাইকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করি এবং তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাধ্যমতো কাজ করে যাচ্ছি। মহান রব আমাদের চলার পথকে শানিত করবেন সে কামনাই করছি।

আমাদের দায়ঃ পরিশেষে বলতে হয় কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে শহীদের পরিবারের বর্তমান অবস্থা কি? এ বিষয়ে বলতে হয় শহীদ রুহুল আমীন ভাই তাঁর পরিবার থেকে দূরে চলে গেলেও গাজীপুরের শত সহস্র নেতা কর্মীই আজ তাঁর পরিবারের সদস্য। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর জেলা ও মহানগরীর নেতা কর্মীগন এবং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাওলানা এস.এম সানাউল্লাহ এবং তাঁর সহযোদ্ধারা নিয়মিত সে পরিবারের খোজ খবর নিচ্ছেন, সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসছেন। তিনি চলে গেছেন মহান রবের মেহমান হয়ে। পরিবার রেখে গেছেন তাঁর রবেরই জিম্মায় আর মহান রব এ জিম্মাদারি দিয়েছেন গাজীপুরের হাজার নেতাকর্মীকে। আল্লাহ শহীদের রেখে যাওয়া প্রেরণায় উজ্জীবীত হয়ে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দিন আমীন।

লেখকঃ কবি ও প্রাবন্ধিক

করোনায় কর্মজীবিদের করুন দশা বন্ধ প্রতিষ্ঠানঃ বাড়ছে বেকারত্ব

আবুল কালাম আজাদ

করোনা বিশ্ব প্রকৃতির কাছে অন্য এক নাম ও বিস্ময়। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক, যুক্তি-প্রযুক্তি হার মেনেছে করোনার কাছে। শুরু হয়েছে নতুন এক পৃথিবীর ভিন্ন পথচলা। মানবতার হাসি মাখা দয়া-দাক্ষিণ্য, বিরহ-বেদনার কেন্দ্রবিন্দু এখন করোনা। সবকিছু উলোট-পালোট করে পরিবর্তিত বিবেকের দরজায় কড়া নেড়ে গেল অন্য দিগন্তের। সারা পৃথিবী নির্বাক হয়েছে মানুষের আর্তনাদ আর বুকফাটা কান্নায়, অব্যক্ত মূর্চ্ছনায়। মহান আল্লাহ তার শ্বাশত মহাগ্রন্থেও বর্ণনায় কিছু বাস্তব নজির প্রকাশ করেছে মাত্র। জ্ঞানবানদের অনেকে এ সময়ে ইসলামের ছায়াতলে এসে রাসূল (সাঃ) এর দেখানো পথের অনুসরন করেছেন, পথচলা শুরু করেছেন কালেমার। মানুষের সকল পরিকল্পনা চূর্ন-বিচূর্ন হয়ে নতুন জীবনের জন্য নির্দেশ করেছে এ মহামারী কোভিড-১৯।

করোনার পর গত দেড় বছর সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। শিল্পকারখানার মধ্যে গার্মেন্টস শিল্প খুলে দিলেও ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান নিমিষেই বন্ধ হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ কর্মজীবি মানুষ এখন মানবেতর জীবন-যাপন করছে। দেশের মেধাবী উচ্চ শিক্ষিত প্রায় ১৫ লক্ষ শিক্ষক কর্মকর্তা পথে নেমে পড়েছে। প্রতিষ্ঠান বন্ধ, আয়-রোজগার নেই। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে থাকা, ঘর ভাড়া সহ নিত্য প্রয়োজন মেটানোর কোন বিকল্প ব্যবস্থা তাদের নেই। কেউ রিকশার প্যাডেলে পা দিয়েছে, কেউ আবার সব্জির ঝাকা, কেউ আবার ফল বিক্রেতার কাজ করতে দ্বিধা করছেনা।

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পলিটেকনিক, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিল্পকারখানা ও বিভিন্ন এনজিওতে কর্মরত অসহায় কর্মজীবি মানুষ কষ্টের কথা বলতে পারছেনা। চাকরি থাকলেও বেতন নেই। কারো বেতনের আংশিক পাচ্ছে, অথচ প্রয়োজন মেটানোই দায়! কোনো ক্ষেত্রে আয় রোজগারের মৌল জায়গা হল ছাত্র। প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সম্পূর্ন নিঃস্ব প্রায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা। অনেক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে ঢালাও ছাটাই হয়েছে। এই করোনায় তারা কোথায় যাবে! বিকল্প কর্মসংস্থানের যোগান দেওয়া এসময়ের জন্য সোনার হরিন। প্রথম দিকে গার্মেন্টস শিল্পের কর্মী ছাটাই

করোনাকালে বিরাট সংখ্যক নিম্ন মধ্যবিত্ত তথা স্বল্প আয়ের মানুষ দরিদ্র্য সীমার নিচে চলে গেছে। অন্যদিকে বেকারত্ব সব সময়ই ছিল। দেড় বছর ধরে সরকারী ও বেসরকারী খাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া ও বন্ধ থাকায় সেটি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। করোনাকালে দেশের অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছে তৈরি পোশাক খাত, কৃষক ও প্রবাসী শ্রমিকেরা। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতের কয়েক লাখ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। প্রবাসী শ্রমিকেরাও ও একাংশ কাজ হারিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। এ দুটি খাতের বাইরেও যে বিশাল অনানুষ্ঠানিক খাত সেখানে লাখ লাখ কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। তারা যে মুজুরী পেতেন, তা দিয়ে কোনোভাবে পরিবার চলত। এখন তারা নিঃস্ব। তারা নতুন গরীব। অর্থনীতিবিদদের মতে এই সংখ্যা আড়াই কোটির মতো।

হলে তা আবার পোষানো গেছে বলে জানা গেছে। জাতীয় দৈনিক ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া চ্যানেলের প্রচুর গনমাধ্যম কর্মী এ সময়ে বেকার হয়েছে। আজ ও তারা জেলা শহর সহ রাজধানী তে নিদারুন কষ্টে দিনাতিপাত করছে। কোন কোন ব্যক্তির জমানো কিছু অর্থ থাকলেও তা ২০২০ সালের করেনার ১ম প্রকোপে খরচ করেছে। কখনো ভাবেনি যে এভাবে ২০২০ এর পর ২০২১ সাল নাগাদ এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতি পার করতে হবে। ইতোমধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি বা নিজের কেনা শেষ সম্বল জমি-জমা ও বিক্রির মতো কঠিন অসহায় কর্মজীবি মানুষ চলে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারনে স্বল্প আয় ও অনানুষ্ঠানিক খাতে থাকা ব্যক্তিরা চাকরি ও উপার্জনের সুযোগ হারিয়েছেন। এ সময়ে ৭৭% পরিবারের করোনার কারনে গড় মাসিক আয় কমেছে ৩৪% এবং পরিবারের কেউ না কেউ চাকরি অথবা আয়ের সক্ষমতা হারিয়েছেন। এ সময়ে দৈনন্দিন খরচ মেটাতে পরিবার গুলোর গড় মাসিক সঞ্চয় ৬২ ভাগ কমে গেছে। ঋনের পরিমান বেড়েছে ৩১ শতাংশ। ব্র্যাক, ইউএনবি, ইউমেন বাংলাদেশ এবং নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির যৌথভাবে পরিচালিত জরীপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

করোনাকালে বিরাট সংখ্যক নিম্ন মধ্যবিত্ত তথা স্বল্প আয়ের মানুষ দরিদ্র্য সীমার নিচে চলে গেছে। অন্যদিকে বেকারত্ব সব সময়ই ছিল। দেড় বছর ধরে সরকারী ও বেসরকারী খাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া ও বন্ধ থাকায় সেটি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। করোনাকালে দেশের অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছে তৈরি পোশাক খাত, কৃষক ও প্রবাসী শ্রমিকেরা। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতের কয়েক লাখ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। প্রবাসী শ্রমিকেরাও ও একাংশ কাজ হারিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। এ দুটি খাতের বাইরেও যে বিশাল অনানুষ্ঠানিক খাত সেখানে লাখ লাখ কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। তারা যে মুজুরী পেতেন, তা দিয়ে কোনোভাবে পরিবার চলত। এখন তারা নিঃস্ব। তারা নতুন গরীব। অর্থনীতিবিদদের মতে এই সংখ্যা আড়াই কোটির মতো।

বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠিভুক্ত প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশনের (আইএফসি) এক সমীক্ষায় বলেছে- "কোভিড-১৯ এর কারনে দেশের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গুলোতে (এম এস এম ই) কর্মরত ৩৭ শতাংশ মানুষ বেকার হয়েছেন। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১০ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। প্রায় ২ কোটি নারী-পুরুষ এ খাতে কাজ করেন। আই এল ও'র গবেষনার তথ্য হল করোনা মহামারির কারনে সবচেয়ে ঝুঁকিতে তরুন প্রজন্ম। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ২৪.০৮ শতাংশ ই বেকার হয়েছেন। তরুনদের মধ্যে বেকারত্বের হার দ্বিগুন। অর্থমন্ত্রীর ব্যবসা বান্ধব বাজেট এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ নেই। নতুন অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বাংলাদেশের ৫০ তম বাজেট। বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে- ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা। আয় ধরা হয়েছে- ৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা। ঘাটতি আছে ২,১৪,৬৮১ কোটি টাকা। যেখানে বেশি সুবিধা পেয়েছেন ব্যবসায়ীরা। গরীবের জন্য ভাতা বাড়লেও মধ্যবিত্তদের জন্য সুখবর নেই। কর্মসংস্থান বৃদ্ধিও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।

দেশে একশ্রেনীর মানুষ আছেন, যারা ঠিক হঠাৎ গরীব হবার কথা নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ থেকে পাশ করে বসে আছেন চাকরির আশায়। তারা জানেন, বাংলাদেশে চাকরি মানে সোনার হরিন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্রতিবছর ক্যাডার, ননক্যাডার মিলে চার হাজারের মতো লোকের চাকরি হয়। পরীক্ষা দেন দুই লাখের বেশি। প্রতি পদের জন্য গড়ে ৫০ জন। অন্যান্য চাকরিতে প্রতিযোগিতাটি আরও বেশি। অন্য পরিসংখ্যানে দেখা গেছে "প্রতি বছর দেশে ২১-২২ লাখ মানুষ কর্মসংস্থানে যোগ হচ্ছেন। সরকারী বেসরকারী খাতে খুব বেশি হলেও ৭লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়। আরও কয়েক লাখ বিদেশে কাজের সুযোগ পান। অর্থাৎ কর্মক্ষম জনশক্তির অর্ধেকেই বেকার বা ছদ্ম বেকার। অনেকে এমন কাজ করেন বা করতে বাধ্য হন, যা দিয়ে সংসার চলেনা। জাতীয় দৈনিকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- বেকারত্বের কষাঘাতের শিকার হয়ে অনিশ্চিত জীবন জেনেও মানুষ হাজার হাজার কিলোমিটার নৌকায় করে সাগর পাড়ি দেয়া এবং সর্বস্ব নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এদেশের যুবকরা বারবার লাশ হয়ে ফিরছে বিদেশে যাওয়ার বাতিকে। জানা গেছে গত ১৮ মে ভূমধ্য সাগরে তিউনিসিয়ার কোষ্টগার্ড একটি কাঠের নৌকা থেকে ২৫ বাংলাদেশী কে উদ্ধার করে। তাদের সাময়িক ঠাই হয়েছে তিউনিসিয়ার জার্জিস শহরে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আশ্রয় কেন্দ্রে। উদ্ধার হওয়া এক তরুনদের একজন আল আমীন লিবিয়া হয়ে ইতালি যাওয়ার বিপদজনক যাত্রায় নিজের চাচাকে সমুদ্রে তলিয়ে যেতে দেখেছেন। নিজেও কোন রকম মৃত্যুও হাত থেকে বেঁচেছেন। তবুও তিনি দেশে ফিরতে চান না। কেননা ইতালি যাওয়ার টাকা যোগাড় করতে অনেক ঋন করতে হয়েছে। দেশে ফিরলে সে ঋন পরিশোধ করতে পারবেন না।

তিউনিসিয়ার কোস্টগার্ড ২২ দিনে ৪৪৩ বাংলাদেশীকে উদ্ধার করেছে। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে বাংলাদেশ থেকে গেছেন ২ হাজার ৬ শত ৮ জন। সরকারের সদুপদেশ ও নানা মহলে সতর্কবাণী সত্বেও হাজার হাজার তরুণ বিদেশে চাকরির জন্য গিয়ে মরুভূমি ও গভীর সমুদ্রে হারিয়ে যান। তারও পেছনে আছে অসহনীয় বেকারত্ব। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, গত এক দশকে দেশে ১ লাখ ৯ হাজার ২২৬ টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশে খুচরা ও পাইকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ ৫০ হাজার ১২৩। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেই সংখ্যা কমে ২৫ লাখ ৪০ হাজার ৮৯৭ নেমে এসেছে। চলতি অর্থবছরে মার্চ ও এপ্রিল মাসে ১৫ হাজার ৬৪৬ টি খুচরা ও পাইকারি প্রতিষ্ঠানের জরিপটি পরিচালনা করেন বিবিএস। বিবিএস এর আরেক তথ্যানুযায়ী জানা গেছে "দেশে এখন খুচরা ও পাইকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন ১কোটি ৪১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১ কোটি ৩৯ লাখ ১৫ হাজার ৬৪ জন। আর নারী ২ লাখ ৩১ হাজার ৮৯ জন। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোডাকশন ও বেচা-বিক্রি না হওয়ায় বিনিয়োগ পুঁজি থেকে নিজেদের খরচ মেটানো ও শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিতে গিয়ে আরো সর্বস্ব হারিয়েছে। এইতো গেল সাধারণ শিল্প কারখানা। অন্যদিকে পড়ে থাকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত বিশাল জগত। দেশের হাজারো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রাইভেট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যারা ভাড়াবাড়িতে পরিচালনা করে আসছিল, তাদের অবস্থা খুবই নাজুক। ভাড়া না দিতে পারায় বন্ধ হয়েছে স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সাথে আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রেস, প্রকাশনা, পুস্তক ব্যবসায়ী, কাগজ উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী ষ্টেশনারী সহ ক্যাম্পাস গেইটে নিয়মিত বাদাম, ফুচকা, ঝালমুড়ি বিক্রেতারাও।

> “বেকারত্বের কষাঘাতের শিকার হয়ে অনিশ্চিত জীবন জেনেও মানুষ হাজার হাজার কিলোমিটার নৌকায় করে সাগর পাড়ি দেয়া এবং সর্বস্ব নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এদেশের যুবকরা বারবার লাশ হয়ে ফিরছে বিদেশে যাওয়ার বাতিকে। জানা গেছে গত ১৮ মে ভূমধ্য সাগরে তিউনিসিয়ার কোষ্টগার্ড একটি কাঠের নৌকা থেকে ২৫ বাংলাদেশী কে উদ্ধার করে। তাদের সাময়িক ঠাই হয়েছে তিউনিসিয়ার জার্জিস শহরে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আশ্রয় কেন্দ্রে। উদ্ধার হওয়া এক তরুনদের একজন আল আমীন লিবিয়া হয়ে ইতালি যাওয়ার বিপদজনক যাত্রায় নিজের চাচাকে সমুদ্রে তলিয়ে যেতে দেখেছেন। নিজেও কোন রকম মৃত্যুও হাত থেকে বেঁচেছেন। তবুও তিনি দেশে ফিরতে চান না। কেননা ইতালি যাওয়ার টাকা যোগাড় করতে অনেক ঋন করতে হয়েছে। দেশে ফিরলে সে ঋন পরিশোধ করতে পারবেন না।”

এ অংগনে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ। যারা নিজের পুঁজি হারিয়ে রাস্তায় বসেও পার পাচ্ছেনা। নতুনভাবে আয় রোজগারের পথ ও জোগান দিতে পারেনি, সরকারী কোনো অনুদানের আওতায় তাদের ভাগ্য জোটেনি। সম্প্রতি অনুদানের নামে সারা দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের তথ্যাদি নিয়েছে প্রশাসন। হাতে গোনা কিছু কিছু শিক্ষক পাঁচ হাজার/দুই হাজারের বিপদ কালীন সহযোগীতা পেয়েছেন দৈবক্রমে।

বেসরকারী ১০৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২/৪টা ছাড়া সবার ত্রাহি অবস্থা। ছাটাই সহ বেতন কমানো বেশিরভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় করেছে। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের উপক্রম। অনেক ছাত্র বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পালা চুকিয়ে এখন আয় রোজগারের পথ খুজছে। কারন অনলাইনে ক্লাস ও পরীক্ষা নেয়ার কারনে মোটা অংকের টাকা গুনতে অক্ষম এসব ছাত্রছাত্রী। এদিকে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতির শিকার শ্রমজীবি কর্মজীবি সবার জন্য অনুদান হিসেবে মোটা অংকের সহযোগীতা বিশ্বেও বিভিন্ন দেশ থেকে সহযোগীতা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সে অর্থের ছাড়ও হয়েছে। ই আরডি হালনাগাদ তথ্য বলছে- চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৭২ কোটি মার্কিন ডলার সহায়তা পেয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমান ৩১ হাজার ৬২০ কোটি টাকা। জানা গেছে আর্থিক সহাযোগিতা সংস্থা জাইকা, বহু জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, এজিবি, ফিলিপাইনের ম্যানিলা ভিত্তিক সংস্থা, এবং রাশিয়া থেকেও উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

দেশের এই ক্রান্তিকালে যদি কর্মজীবি মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়, তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ন্যুনতম বেঁচে থাকার মতো সুযোগ পাবে। বৈদেশিক সহযোগীতার অর্থ এসব দুস্থ ও মানবেতর জীবন যাপনকারী অসহায়দের মধ্যে যথাযথভাবে পৌছানো দরকার। মানুষ চায় সুস্বাস্থ্য, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে, সে অধিকার ও বাস্তব সমস্যার সমাধান কল্পে এদেশের বিত্তবান-শিল্পপতি এবং সচেতন মহলকে এগিয়ে আসা সময়ের অনিবার্য দাবী। আজ যারা সমাজের অসহায়- দুস্থ সাময়িক সমস্যার কঠিন অবস্থা পার করছেন, তারা এ দেশের এবং সমাজের সচেতন কর্মজীবি মানুষ। দেশের এই ক্রান্তিকাল ও প্রতিকুল পরিবেশ চিরস্থায়ী নয়। দিন বদলের পালায় আগামী দিনের কর্মক্ষম দেশের মানুষগুলো জাতীয় জীবনে আবারো দেশের উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে সেই প্রত্যাশা ও যথার্থ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে পাশে দাড়ানো সমাজের সচেতন মহলের নৈতিক দায়িত্ব। সঙ্গীতের ভাষায়

একদিন ঝড় থেমে যাবে,
বসতি আবার উঠবে গড়ে,
পৃথিবী আবার শান্ত হবে।

লেখকঃ অধ্যক্ষ ও গবেষক।

গৃহ কর্মী

ড.আসগার ইবন হযরত আলী

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একটি মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য দক্ষতা, যোগ্যতা, আর্থিক সামর্থ, শারিরীক সক্ষমতা কাউকে বেশি দিয়েছেন কাউকে কম দিয়েছেন। যার যেমন যোগ্যতা, আর্থিক সামর্থ, শারিরীক সক্ষমতা সেভাবেই তার কাজের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে এবং হিসাব দিতে হবে । আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সকলের মর্যাদা সমান। মৌলিক মানবিক অধিকার সকলে সমানভাবে ভোগ করবে তবে সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনায় একেকজন একেক পেশায় কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক। পেশার কারণে অথবা আর্থিক অসঙ্গতির কারণে কেউ হীন বা তুচ্ছ হিসেবে গণ্য হবে না এটাই ইসলামের শিক্ষা। বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা গৃহকর্মীদের বিষয়ে আলোচনা করবো। এক ব্যক্তি বিশ্ব নবী (স.) এর নিকট এসে বলেন যে, আল্লাহর কসম আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি লোকটিকে জানালেন যে, তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদি হও, তবে ক্ষুধা ও দারিদ্রতার জন্যে প্রস্তুত থেকো। কেননা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে ক্ষুধা ও দারিদ্রতা তাদের দিকে প্লাবনের ন্যায় ধাবিত হয়। দারিদ্র দুর্ভাগ্য নয়। আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকাই বনি আদমের সৌভাগ্য। মালিক পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কাজ ও সময় ফাঁকি না দিয়ে আমানতদারি ও আন্তরিকতার সাথে শ্রমিক তার দায়িত্ব পালন করলে এবং সবার সাথে ভালো আচরণ করলে আল্লাহ তাদের অবস্থা ভালো করে দিতে পারন।

গৃহকর্মী কে?

যে ব্যক্তি অন্যের বাসা, গৃহে শুধু অর্থ কিংবা অর্থ ও থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে কাজকর্ম করে তাকে গৃহকর্মী বলে। আমাদের দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অসহায় গরীব-দুঃখি, সুবিধা বঞ্চিত, অবহেলিত সামাজিক মর্যাদা শূন্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইয়াতীম, হতদরিদ্র, বিধাবা, তালাক প্রাপ্তা নারী কিংবা হতদরিদ্র পিতার সন্তানেরাই গৃহ কর্মী যারা স্বচ্ছল ও ধনী পরিবারে গৃহ কর্মে নিযুক্ত হয়ে থাকে। তাছাড়াও, সাধারণত যাদের অভিভাবক নেই, আশ্রয়দাতা নেই, ভরণ-পোষণের কেউ নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই কিংবা প্রতিবন্ধি পিতা যিনি রুটি-রোজগার করে সন্তানদের দুবেলা দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পারেনা এদের সন্তানেরা গৃহ কর্মের কাজ নেয়। শহরে বন্দরে আবার একই মহিলা খন্ডকালিন সময়ের জন্য নির্ধারিত কাজ চুক্তি ভিত্তিক প্রতিদিন কয়েক বাসায় কাজ করে থাকে। তাছাড়াও, গ্রাম-গঞ্জে যুবক-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ বাড়ি-ঘরে, মাঠে-ঘাটে, হাট-বাজারে, খেতে-খামারে মাসিক বা বাৎসরিক বেতনে কাজ করে থাকে এরাও এক ধরণের গৃহকর্মীর মধ্যে গণ্য।

গৃহকর্মীর প্রয়োজনীয়তা

গৃহকর্মীরা সমাজের অতি প্রয়োজন শ্রেণির অন্তভূক্ত। অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে গ্রাম-গঞ্জের মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রতিবন্ধীসহ বেকার জনগণ প্রায়ই সব সময় ঘরে থাকে; তাছাড়াও বেশিরভাগ গৃহকর্তাও ৮-১০ ঘন্টার বেশি বাইরে থাকেনা। তারাও বাকি ১২-১৪ ঘন্টা গৃহেই থাকে। গৃহ কর্মীরা গৃহের সকলেরই সহযোগী, সাহায্যকারি। গৃহবাসির প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সম্পাদনকারি, উপকারী বন্ধুও বটে। দুই-চারদিন দিন তার অনুপস্থিতিতে গৃহবাসিরা নরক যাতনা ভোগ করে থাকে। ধুলো-বালিতে সারা বাড়ি একাকার হয়ে যায়। ঘরের মেঝে, আসবাব-পত্র, জামা-কাপড়, হাড়ি -পাতিল, বাসন-পেয়ালাসহ সব কিছুই নোংরা হয়ে যায়; ফলে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এতে সহজেই গৃহ কর্মীর প্রয়োজনীয়তা অনুমেয়। শুধু গৃহকর্তা, কর্ত্রিই নয় বাড়ির যে কেউ প্রয়োজনে তাকে ডাকলেই সে দৌড়ে এসে তার পাশে সাহায্যের হাত বাড়ায়। বিরামহীনভাবে গৃহের সবাইকে অকাতরে সেবা দিয়ে যাচ্ছে সে। দু'মুঠো ভাত এবং সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে গৃহ কর্মী সকাল-সন্ধ্যা, রাত-দিন, রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফান মাড়িয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গৃহবাসির হুকুম পালন করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। তার মালিক পরিবারের রান্না-বান্না, ঘর-বাড়ি, ড্রইং-ডাইনিং, উঠান-আঙ্গিনা, আসবাব-পত্র, হাড়ি-পাতিল, বাসন-পেয়ালা ধোয়া-মোছা, জামা-কাপড়, চাদর, লেপ, বালিশসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের কভার ইত্যাদি ধৌত করা, শুকানো এমনকি মালিকের জুতো পরিষ্কার করাও যেন তার দায়িত্ব। তদুপরি, শিশু বাচ্চাদের স্কুলে নেয়া-আনা, পরিচর্যা করা ও এদেরসহ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মল-মূত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, প্রয়োজনীয় কাঁচা বাজার-সওদা ক্রয় করে বাড়ি এনে কাটা-কুটাসহ যাবতীয় কার্যক্রমের কাজী

হচ্ছে গৃহ কর্মী। গৃহ-সংক্রান্ত হেন কোনো কাজ নেই যা সে করে না। কোথাও বা এমনও আছে কর্তা বৃদ্ধ, অসহায় একাকি বাসায় স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে যারা বৃদ্ধের ওয়ারিশ হিসেবে অঢেল সম্পত্তির মালিক হবে তারা কেউই তার কাছে নেই। সবাই বাইরে যার যার কাজে ব্যস্ত। গৃহ স্বামীর এহেন সংকট কালে তার সাহায্য সহযোগিতায় আত্মনিবেদিত প্রাণ অকৃত্রিম সেবক গৃহকর্মী তার মনিবের সেবায় নিয়োজিত থাকে। তার আত্মত্যাগ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে, যা ভুলবার নয়।

গৃহকর্মী মালিকের বিপদের বন্ধু, সম্পদ রক্ষক। মালিকের অনুপস্থিতিতে সে গৃহকর্ত্রীর একান্ত সহকারী হিসেবে তার পাশে থেকে সার্বক্ষণিক অকৃত্রিম সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তার সমস্ত কাজ-কর্ম এমনকি মাথার চুল আচড়ানো সহ সার্বিক খেদমত করে। সেবা নিয়ে নয় বরং সেবা করেই সে আনন্দিত। তাকে যেন আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন দেশ ও জাতির সেবাদাস হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন।

গৃহকর্মীর মর্যাদা

মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স.) গৃহকর্মী তথা অসহায় দাস-দাসী, চাকর-বাকরসহ সর্বস্তরের শ্রমিক শ্রেণির মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তিনি বলেছেন, শ্রমিকরা আল্লাহর বন্ধু। প্রিয় নবী (স.) এর গৃহে হযরত আনাস (রা.) গৃহকর্মী হিসেবে ৮ বছর বয়সে যোগদান করে ১০ বছর গৃহকর্মে আল্লাহর রসুল (স.) এর খেদমত করেন। এ শিশু গৃহ কর্মীটিকে দীর্ঘ ১০ বছরের কোন একটি মুহূর্তেও বিশ্বনবী ধমক দেননি, কোনো কৈফিয়ত তলব করেননি। মারপিট তো দূরের কথা দু'আঙ্গুলে তার গায়ে একটি চিমটিও কাটেননি/ বকাঝকা করেননি। অন্যদিকে জায়েদ নামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিশুকে শত্রু পক্ষ ধরে এনে বাজারে কৃতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। হযরত খাদিজা (রা.) কে তাঁর এক আত্মীয় কিনে তাঁকে দিলে সে শিশুটি তিনি তাঁর প্রিয় স্বামী মুহাম্মদ (স.) কে তাঁর খেদমতের জন্য উপহার দেন। প্রিয় নবী তাকে আপন সন্তানের মতোই আদর-যত্ন করে পালন করেন। হযরত যায়েদ (রা.) আল্লাহর রসূলের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে এত সন্তুষ্ট হন যে, যখন তার পিতা ও চাচা তার খবর পেয়ে তাঁকে নিতে আসে বিশ্ব নবী তাঁকে মুক্ত করলেও তিনি তার পিতা ও চাচার সাথে যাননি। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বনবী যখন নবুয়ত লাভ করেন, তখন এ ক্রীতদাস ছেলেটি সর্বপ্রথম নবী (স.) এর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ঈমান এনে পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন। মহান আল্লাহ এ সাহাবীর নামটি কুরআনে উল্লেখ করে তার বিরল মর্যাদার স্বীকৃতি দান করেছেন। বিশ্বনবী, ক্রীতদাস-দাসীসহ নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষগুলোকে এত সম্মান ও দাম দিতেন যে, একবার কেউ তাঁর সাহচার্য পেলে কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে যেতে চাইতো না। তিনি তাঁর আপন ফুফাতো বোন জয়নবকে ক্রীতদাস যায়েদের নিকট বিবাহ দিয়েছেন। হযরত যায়েদ ও তার ছেলে ওসামা (রা.) কে পরপর মূতার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে নিম্ন শ্রেণির মানুষদের প্রতি বিরল মর্যাদা দেখিয়েছেন। হযরত বেলাল (রা.) কে মাসজিদে নববীর প্রথম মুয়াজ্জিন ও ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রীর মর্যাদায় ভূষিত করেন। শুধু তা-ই নয়, মক্কা বিজয়ের সময় তাঁকে ও হযরত খাব্বাব (রা.) কে দুপাশে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।

গৃহকর্মীরা অলস ও কর্মবিমুখ নহে। তারা কর্মঠ। কুরআন বলেছে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে অলসতার কারণে। সুতরাং জান্নাতি মানুষের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা কর্মঠ। তাই ঈমানদার

গৃহকর্মীকে তার কাজের মর্যাদা দেয়া, আবেগ অনুভূতির মূল্যায়ন করা, উত্তম আচরণ করা প্রতিটি মানুষের অনিবার্য কর্তব্য। প্রতিটি মানুষের যে মৌলিক মানবিক অধিকার তাকে তা দেয়া না হলে সমাজকে মানবিকতার সমাজ বলা যায় না। যারা গৃহকর্মীর সাথে ভালো আচরণ করবে, তাদের অধিকার আদায় করবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তার পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। যারা গৃহকর্মীর সাথে ভালো আচরণ করে না তাদেরকে সত্যিকার মানুষ বলা যায়না। বংশ বিস্তারের জন্য কাউকে মানুষ বলা হয়না। মানবিক দিক, নৈতিকতার জন্যই তাকে মানুষ বলা হয়। সুতরাং ধন-দৌলত, প্রভাব প্রতিপত্তি, ডিগ্রী, পদ-পদবী, পোশাক এবং বংশীয় গৌরবের জন্য নয়, বরং গরীব-দুঃখি অসহায় শ্রমিক, গৃহ কর্মীসহ সকলের সাথে নৈতিক ও মানবিক দরদ দেখানো প্রকৃত মানুষত্য।

গৃহকর্মীরা জান্নাতি মানুষ বলেই আমাদের বিশ্বাস, তবে আল্লাহই ভালো জানেন।

তবুও গৃহকর্মীরা নির্যাতিত

ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণকারি, পরকালে অবিশ্বাস, অহংকারী ও বদমেজাজি তথা কথিত ধনী ব্যক্তিবর্গ ও মানুষরুপী, অমানুষেরা গৃহকর্মীদের ওপর অমানুষিক ও বর্বর নির্যাতন চালায়। তারা একথা বেমালুম ভুলে যায় যে আল্লাহ গৃহ কর্মীদের অসহায় ও দুর্বল করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, সে আল্লাহ কিন্তু দুর্বল নন। আর তারা আজ যে সম্পদের মালিক গতকাল ছিল তা অন্যের হাতে, আগামীকাল আবার তা চলে যাবে আর একজনের হাতে। শেষ পর্যন্ত এ সম্পদ তার প্রকৃত মালিক আল্লাহরই নিকট চলে যাবে। কত গৃহকর্মীকে লোহা/রড/হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়। আগুনে পুরে ছেকা দিয়ে পংগু করতঃ মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয়া হয় ? কত জনকে গাছ, খুটি, বাঁশের সাথে বেঁধে পিটিয়ে অকালে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছে? কত গৃহকর্মীকে যৌন হয়রানি করতঃ শরীরিকভাবে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে ও অনবরত মারধর সহ অকথ্য ভাষায় গাল-মন্দ করে যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখছে? চোখের সামনে অনেক ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে। হাজারে দু-একটা পত্রিকার পাতায় ভেসে ওঠে মাত্র। যে সকল লোমহর্ষক ঘটনা পাঠ করার পর শরীর শিউরে ওঠে। কয়টা পরিবারে নিজেদের মত একই খাবার ও পোষাক দেয়া হয় গৃহকর্মীকে? সত্যিই জগত বড় নির্মম বড়ই রহস্যময়। যে গৃহকর্মীর কাছ থেকে তার যৌবনে ও সক্ষমতার সময় সেবা নিয়েছে, তিলে তিলে নিজের জীবন উৎসর্গ করে যালিমদের সেবা করেছে সেই যখন অতিরিক্ত খাটুনি ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার না পেয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, অসুস্থ হয়ে পরে তখন তাকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেয়া কত বড় নিষ্ঠুরতা ও যুলুম!

গৃহকর্মীও মানুষ

গৃহকর্মীকে তার কাজের মর্যাদা দেয়া, আবেগ অনুভূতির মূল্যায়ন করা, উত্তম আচরণ করা প্রতিটি মানুষের অনিবার্য কর্তব্য। প্রতিটি মানুষের যে মৌলিক মানবিক অধিকার তাকে তা দেয়া না হলে সমাজকে মানবিকতার সমাজ বলা যায় না। যারা গৃহকর্মীর সাথে ভালো আচরণ করবে, তাদের অধিকার আদায় করবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তার পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। যারা গৃহকর্মীর সাথে ভালো আচরণ করে না তাদেরকে সত্যিকার মানুষ বলা যায়না। বংশ বিস্তারের জন্য কাউকে মানুষ বলা হয়না। মানবিক দিক, নৈতিকতার জন্যই তাকে মানুষ বলা হয়। সুতরাং ধন-দৌলত, প্রভাব প্রতিপত্তি, ডিগ্রী, পদ-পদবী, পোশাক এবং বংশীয় গৌরবের জন্য নয়, বরং গরীব-দুঃখি অসহায় শ্রমিক, গৃহ কর্মীসহ সকলের সাথে নৈতিক ও মানবিক দরদ দেখানো প্রকৃত মানুষত্য। তাই গৃহকর্মীর সাথেও মানবিক আচরণ করা চাই। তাদের অভিন্ন খাদ্য ও পোশাক প্রদান করা সর্বোত্তম মানুষ আল্লাহর রসূলের আদর্শ গ্রহণ করে গৃহকর্মীদেরকেও পরিবারের একজন সদস্য মনে করে তাদের সাথে আচরণ করা আমাদের কাম্য।

সুশীল সমাজ বিনির্মাণে গৃহ কর্মীদের ভূমিকা

ইনসাফ ভিত্তিক, কল্যাণকর, সোনালী সমাজ প্রতিষ্ঠায় যারা সবচেয়ে বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তারা ছিলেন নিগৃহীত, নির্যাতিত ক্রীতদাস, অসহায় গৃহকর্মীবৃন্দ। অতএব গৃহকর্মী সর্বহারা মজদুরদের ঐক্যবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সেবা, শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সুন্দর সোনালী সমাজ প্রতিষ্ঠায় করা সময়ের জরুরি দাবি। কেননা বেলাল (রাঃ), খাববাব (রা), সুমাইয়া (রা)-দের উত্তরসূরিরা যতদিন আমাদের মিছিলে সম্পৃক্ত না হবে, ততদিন মানবতার মুক্তি ও সুশীল সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়, ফলে যুলুম-নির্যাতনও বন্ধ হবে না, মজলুম মানবতাও মুক্তি পাবেনা, ইসলামি শ্রমনীতিও আলোর মুখ দেখবে না।

বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা

আপনার সন্তান যদি একটি কাঁচের পাত্র ভেংঙে ফেলে কিংবা পাতিল থেকে এক টুকরো গোশত, এক টুকরো মাছ খেয়ে নেয় বা ছোট-বড় কোনো ক্ষতি করে বসে, সেজন্য কি তাকে মারধর করে ঘার ধরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিবেন, কিংবা অমানবিক নির্যাতন করবেন? না কক্ষনো এ নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে পারেন না। সুতরাং অসহায় গৃহ কর্মীটিকেও একই অপরাধের কারণে নির্যাতন করবেন না , ঘাড় ধরে ঘর থেকে বাইরে নামিয়ে দেবেননা। যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করে সম্পদশালী করেছেন, সে আল্লাহই এ লোকটিরও স্রষ্টা। আপনার সন্তানকে কেউ মারলে, বকলে, আপনাকে কেউ মারধর করলে; আপনার সাথে মন্দ আচরণ করলে, আপনার কাছে কেমন লাগে? গৃহ কর্মীটিরও আপনার মতই একটি মন আছে। তারও একজন মালিক আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সে মার খেলে, বকা খেলে তার মনে কষ্ট ও দুঃখ পায় আর ভালো ব্যবহারে সুখ পায়, খুশি হয়।

আহ্বান

আল্লাহর দুনিয়ার নাজ নেয়ামত সহায় সম্পদ সবই ক্ষণস্থায়ী, আর পরকালে তাঁর নিকট যা আছে তা চিরস্থায়ী। বঞ্চিত অসহায় আর্ত-মানবতার সেবায় আপনার সম্পদ দান করলে আল্লাহ বহুগুণ বাড়িয়ে পরকালে স্থায়ী সম্পদসহ উত্তম পুরস্কার দেবেন। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যেখানে গিয়েছে প্রতিদিন অগণিত মানুষ যেখানে যাচ্ছে, আমাদেরও সেখানে যেতে হবে। কে জানে হয়তোবা আগামীকাল আমাকে, আপনাকে পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। পৃথিবীর আলো-বাতাস ত্যাগ করে একদিন কবরস্থানে আশ্রয় নিতে হবে। সুতরাং টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, ক্ষমতার বড়াই করবেন না। সাবধান হোন সতর্ক জীবন-যাপন করুন। আপনার গৃহে নিযুক্ত মানুষটির প্রতি দরদী হোন, নিজের সন্তান, ভাই, বোনের মতো করে ব্যবহার করুন। তার আবেগ অনুভূতির মূল্য দিন। তার অসুখ-বিসুখে আপনার সাহায্যের হাত বাড়ান। মমতাময়ী মায়ের মতোই তার শুভাকাঙ্খী হোন। হতে পারে সে কোনো একদিন আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও মুক্তির কারণ হবে।

উপসংহার

"নদীর এপার ভাঙে ওপার গড়ে,
এইতো নদীর খেলা,
সকালে ধনি তুমি,
ফকির সন্ধ্যা বেলা।"

মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। যদি বলেন, "হও" অমনি হয়ে যায়। আজকের সম্পত্তির মালিক গৃহকর্তা আগামীকাল গৃহ শ্রমিক আর গৃহ শ্রমিককে সম্পত্তির মালিক ও গৃহকর্তা বানানো তাঁর পক্ষে অতি সহজ। সত্যিই আল্লাহ যাকে চান রাজত্ব দেন, ছিনিয়ে নেন। ইজ্জত দেয়া, লাঞ্ছিত করা, ধনী, গরীব করা তাঁরই কাজ। এ চরম সত্যটা বুঝে সঠিক পথে আমরা সবাই যাতে চলতে পারি এ প্রত্যাশাই করছি।

লেখক: কেন্দ্রীয় কার্যককরী পরিষদ সদস্য ও সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা

সভা সম্মেলন

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা ও মহানগরী সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন-২০২১ অনুষ্ঠিত

শ্রমজীবী মানুষরা ইনসাফপূর্ণ ন্যায্য পাওনা ও মানবিক আচরণ থেকে বঞ্চিত -ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, প্রতিটি মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। শ্রমজীবী মানুষরা যেসকল পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করে জীবন ও জীবিকা পরিচালনা করে নিঃসন্দেহে এই পেশাগুলো সমাজের অন্য পেশার তুলনায় কঠিন পেশা। এতদ্বসত্ত্বেও শ্রমিকরা শ্রমের বিনিময়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে রক্ত ঝরা পয়সা নিয়ে যখন ঘরে ফিরে তখন তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। স্পষ্টত্ব আমাদের দেশে শ্রমিকরা দুইটি ক্ষেত্রে ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একটি হচ্ছে শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পাওনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কর্মক্ষেত্র ও সমাজে তাদের সাথে মানবিক আচরণ করা হয় না।

তিনি গত ২৮ আগস্ট শনিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত "জেলা ও মহানগরী সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন-২০২১" এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এই সময় মূল মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খাঁন, লস্কর মোঃ তসলিম, কবির আহমদ, মুজিবুর রহমান ভূইয়া ও দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ইসলাম বলে মালিক-শ্রমিক পরস্পরের ভাই। একে অন্যের অঙ্গ। একটি অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হলে সারা দেহে তার খারাপ প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া। শ্রমিকের সাধ্যের উপযোগি কাজ প্রদান করা। অন্য দশজন নাগরিকের ন্যায় শ্রমিককে তার প্রাপ্য নাগরিক সুবিধাগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করা। মালিক শ্রমিককে বলবে এই কল-কারখানা আমার একার নয় এখানে তোমাদেরও হক রয়েছে। এসো আমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে কারখানার উন্নতির পথে নিয়ে যাই। কেননা কারখানার উন্নতির সাথে তোমার আমার জীবন-জীবিকা জড়িত। এই ঘোষণা যেসব মালিক ভাইয়েরা দিতে পারবেন তাদের কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ হবে না। দুষ্ট চক্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রমিকরা নিজ কারখানায় আগুণ দিবে না। বরং কারখানার উন্নতির জন্য নিজেদের সর্বস্ব নিয়োগ করবে।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা জুলুম পছন্দ করেন না। সেজন্য তিনি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছেন। একই সাথে এক সৃষ্টির ওপর অন্য সৃষ্টির জুলুম হারাম করেছেন। আমাদের দেশে শ্রমিকদের ওপর সবচেয়ে বেশী জুলুম করা হয়। এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কেননা আল্লাহর কাছে সকল মানুষের মর্যাদা সমান। তিনি সকলকে গোলাম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় তার গোলামী করবে তাদের জন্য তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন। আর যারা ইবলিশ শয়তানের মত আত্ম অহংকার করে আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধানকে অস্বীকার করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সুতরাং আমাদের সকলকে চির কল্যাণের পথে নিজেদের অগ্রসর করার পাশাপাশি দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষসহ সকল জাতি গোষ্ঠীকে নিয়ে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষরা সহজ সরল প্রকৃতির। তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ইসলামী শ্রমনীতি প্রয়োগ সময়ের অনিবার্য দাবী। কেবল মাত্র ইসলামী শ্রমনীতি বহাল থাকলে মালিক শ্রমিক উভয় পক্ষ উপকৃত হবে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ২য় অধিবেশন অনুষ্ঠিত

বঞ্চিত শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে- মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপদেষ্টা ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম শ্রমজীবী মানুষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ সরাসরি শ্রমজীবী। সুতরাং ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি কাঙ্খিত সুখি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে না যতদিন না এদেশের মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে। প্রচলিত শ্রম ব্যবস্থায় এদেশের লাখো কোটি শ্রমজীবীকে শোষণ করা হচ্ছে। শ্রমিকের রক্তঘামের বদৌলতে একশ্রেণীর মানুষের ভাগ্যের চাঁকা ঘুড়ে গেলেও শ্রমজীবী মানুষদের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এই কথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রচলিত সকল শ্রমনীতি শ্রমজীবী মানুষদের শোষণ-নিপীড়ন ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই আজ বঞ্চিত শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। ইসলামী

শ্রমনীতি বাস্তবায়ন ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আর কোন পথ নেই। তিনি গত ২২ আগস্ট রবিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত "কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ২য় অধিবেশন-২০২১" এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খাঁন, গোলাম রাব্বানী, লস্কর মোঃ তসলিম, কবির আহমদ, মুজিবুর রহমান ভূইয়া সহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এইদেশের সকল নাগরিকের স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অসৎ নেতৃত্ব। অসৎ নেতৃত্বের ফলে সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিপুল পরিমান জনশক্তি থাকার পরেও বাংলাদেশ একদিকে যেমন উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হচ্ছে অন্যদিকে কর্মহীন জনশক্তিরা অসৎ ও অনৈতিক কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা হানাহানি অরাজকতা তৈরী হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ভেঙে যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে ইসলামী শ্রমনীতি আন্দোলন জোরদার করার পাশাপাশি সৎ, খোদাভীরু ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব তৈরী করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রচলিত শ্রমনীতির বিপরীতে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) অনুসৃত শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মিশনে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা দেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছি ইসলামী শ্রমনীতিতে তাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই আজ দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকা তলে দলে দলে শামিল হচ্ছে। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের এই জনস্রোত ইসলামী শ্রমনীতিকে বিজয়ের কাঙ্খিত মনজিলে পৌঁছে দিবে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ অধিবেশন-২০২১ গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১. কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন গভীর উদ্বেগের সাথে গল্প করছে যে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। গ্রাম পর্যায় থেকে শহরে চিকিৎসার জন্য আসার কারনে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বাড়তি ব্যবস্থা নেওয়ার পরও মানুষ চিকিৎসা হতে বঞ্চিত। আর্থিক সামর্থ্যহীন মানুষকে চিকিৎসা ছাড়াই মৃত্যু বরন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় এই অধিবেশন সরকারী বেসরকারী এন জি ও সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে সম্মলিত পরিকল্পনার মাধ্যমে করোনা চিকিৎসা ও সেবা সেন্টার প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল গুলোতে বেডরের পরিমান বাড়ানো, দ্রুত টিকা প্রয়োগ, ঔষুধ ও অক্সিজেনের প্রাপ্যতা সহজলভ্য করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

২. এই অধিবেশন জোর দাবি জানাচ্ছে যে হত দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রমিক কর্মচারীদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারি ভাবে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। হতদরিদ্র ও অবহেলিত শ্রমিক কর্মচারীদের চিকিৎসা ও খাদ্য সহায়তা দানের আহ্বান জানাচ্ছে।

৩. দীর্ঘ লক ডাউনের কারনে অনেক শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়েছে। অনেকেই অর্ধেক বেতন পাচ্ছে বিশেষ করে দৈনিক আয়ের মাধ্যমে যে সমস্ত শ্রমিক দিন চলে তারা অর্ধাহারে অনাহারে ও চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরন করছে। সামান্য সরকারী সাহায্যের কথা বলা হলেও উহা বন্টনের দায়িত্ব নিয়োজিতরাই উল্লেখ যোগ্য অংশ ভোগ করেছে। তার বাইরে কিছু মুখচেনা লোক এই সাহায্য পাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাই আজকের এই কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন সরকারের প্রতি সত্যিকারের অভাবী লোকদের কাছে সাহায্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৪. আজকের কার্যকারী পরিষদ অধিবেশন শ্রমজীবী কৃষক শ্রমিক দারিদ্র মানুষের কল্যানে সরকারী ভর্তুকী অব্যাহত রাখার জোর দাবি জানাচ্ছে। শ্রমিক মজুরদের জন্য জীবন জীবীকার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে মজুরী কমিশন গঠন করতে হবে। বেসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতে যাতে নিম্নতম মজুরী কার্যকর করা হয় সে জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. আজকের এই অধিবেশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী ৮,০০০/- টাকা নির্ধারন করা হলেও অধিকাংশ গার্মেন্টস মালিক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী না দিয়ে বিভিন্নভাবে শ্রমিকদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এমনকি দাবি আদায়ের আন্দোলনকে দমনের নামে হয়রানি ও গ্রেফতার করে অন্যায়ভাবে শ্রমিকদেরকে চাকুরীচ্যুত করছে। এই সম্মেলন গার্মেন্টস শিল্পে বর্তমানে গৃহীত কালাকানুন টার্মিনেশন এ্যাক্ট বাতিল করে পূর্বের আইন বহাল করার জোর দাবী জানাচ্ছে এবং ১৬,০০০/- টাকা সর্বনিম্ন মজুরী ও বার্ষিক ইন্ক্রিমেন্ট প্রদান নির্ধারণ করে মজুরী কমিশন ঘোষনার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬. আজকের এই অধিবেশন বন্ধকৃত ২৫টি জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের যাবতীয় বকেয়া পাওনাদি অবিলম্বে পরিশোধ করার জোর দাবী জানাচ্ছে এবং বিএমআরই পদ্ধতিতে আধুনিকায়ন করে উক্ত ২৫টি জুট মিলসহ বন্ধকৃত সকল কল-কারখানা অবিলম্বে চালু করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৭. আজকের এই অধিবেশন হোটেল শ্রমিক ও দোকান কর্মচারীসহ মালিকানা নির্বিশেষে বিরাজমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের নিরিখে জাতীয় নূন্যতম মজুরী কাঠামো পুনর্নিধারণের ও বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাচ্ছে এবং পরিবহন, রিক্শা-ভ্যান, নির্মাণ, কৃষি, চাতাল, দর্জি ও তাঁত, স্টিল রি-রোলিং, ফার্নিচার, হকার্স, দোকান কর্মচারী, নৌ পরিবহন ও করাতকল শ্রমিকসহ সর্বস্তরের শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ভিত্তিক সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহনের আহবান জানাচ্ছে।

৮. এই অধিবেশন আইএলও কনভেনশন মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান নিশ্চিত করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৯. এই অধিবেশনে গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, পরিবহন সেক্টরে নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে না পারলে পরিবহন শ্রমিকদের দুর্দশা শেষ হবেনা। তাই এই সম্মেলনে পরিবহন শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান, চাঁদাবাজি ও হয়রানি বন্ধ করার জোর দাবী জানাচ্ছে। এই অধিবেশন আরো লক্ষ করছে যে, দীর্ঘ লকডাউনে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবহন শ্রমিকেরা। তাই পরিবহন শ্রমিকদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সাময়িক প্রনোদনা ঘোষনার জোর দাবী জনাচ্ছে।

১০. আজকের এই অধিবেশন মনে করে শ্রমজীবি মানুষের প্রকৃত সমস্যর সমাধানে কুরআন, সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষে শ্রমজীবী মানুষসহ সকল স্তরের শ্রমিক জনতাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে শামিল হওয়ার আহবান জনাচ্ছে।

রাজশাহী অঞ্চলের উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজশাহী অঞ্চলের উদ্যোগে গত ৩১ জুলাই শনিবার ভার্চুয়ালী উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভপতি ও রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালক মোঃ মজিবুর রহমান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও রাজশাহী অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা মোঃ আব্দুস সবুরের পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রাজশাহী অঞ্চলের অন্যতম উপদেষ্টা মোঃ রফিকুল ইসলাম, রাজশাহী পূর্ব জেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ রেজাউর রহমান , চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওঃ আবুজর গিফারী , নাটোর জেলার প্রধান উপদেষ্টা ড. মীর নুরুল ইসলাম। এছাড়াও আরো বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রাজশাহী মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আব্দুস সবুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সভাপতি মোঃ কামাল উদ্দিন এবং নাটোর জেলা সভাপতি ড. মোঃ জিয়াউল হক। সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রাজশাহী জেলা পশ্চিম সভাপতি মোঃ জামীলুর রহমান, রাজশাহী পূর্ব জেলা সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম, নওগাঁ পূর্ব জেলা সভাপতি মোঃ নাসির উদ্দিন ও নওগাঁ জেলা পশ্চিম সভাপতি মোঃ সামছুল হুদা।

নোয়াখালী জেলার কার্যকরী পরিষদের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলায় কার্যকরী পরিষদের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন গত ২৪ জুলাই ২০২১ ভার্চুয়ালী অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মিজানুল হক মামুনের সঞ্চালনায় এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলমের সভাপতিত্বে অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আলাউদ্দিন। অধিবেশনে ফেডারেশনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, নুরুল ইসলাম, বাহাউদ্দীন হেলাল, জিয়াউল ইসলাম ফয়সাল, মাওলানা হেলাল উদ্দীন, অলিউল্লা ইয়াসিন, তোফায়েল আহমেদ, নুরুল হুদা মিলন , মাওলানা নুর হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও গত ৩১ জুলাই শনিবার নোয়াখালী জেলার উদ্যোগে উপজেলা সমূহের কার্যকরীপরিষদ সদস্যদের ভার্চুয়ালি শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মিজানুল হক মামুনের সঞ্চালনায় এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরীপরিষদ সদস্য ও জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলমের সভাপতিত্বে শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ -সভাপতি ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আলাউদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলার অন্যতম উপদেষ্টা মাওলানা দেলওয়ার হোসেন।

চট্টগ্রাম মহানগরীর কার্যকরী পরিষদের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর কার্যকরী-পরিষদের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন গত ২৫ জুলাই রবিবার ভার্চুয়ালী অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় এবং কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জননেতা মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শ্রমিকনেতা কবির আহমদ। উক্ত অধিবেশনে আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া,এছাড়াও মহানগরীর কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকে পরামর্শসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে গত ২১ আগস্ট সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও কুমিল্লা মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির আহমেদের সভাপতিত্বে এবং মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ডক্টর সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগরীর সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান, মাস্টার শফিউল্লাহ, সহ-সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসাইন, আব্দুল হাই শরীফ, অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ মহিউদ্দিন রিপন।

কুমিল্লা জেলা উত্তরের সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের উদ্যোগে গত ২৩ জুলাই ভার্চুয়ালি সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইনের সঞ্চালনায় ও জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আলী আশরাফ খান, জেলার অন্যতম উপদেষ্টা অধ্যাপক আলমগীর সরকার, কুমিল্লা অঞ্চল টীম সদস্য ও নোয়াখালী জেলা সভাপতি এডভোকেট মোঃ জহিরুল আলম। সম্মেলনে জেলা ও উপজেলাসমূহের ষান্মাসিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়।

বিবৃতি

কঠোর লকডাউনে কর্মহীন অসহায় হতদরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতির আহবান

লকডাউনে কর্মহীন ক্ষুধার্ত শ্রমজীবীদের সাহায্যার্থে সরকার ও সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে - আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ৯ জুন এক বিবৃতিতে বলেছেন, চলমান কঠোর লকডাউনে রিকশা চালক, গাড়ি চালক, দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, হকার্স ও খেটে খাওয়া কর্মজীবীরা এখন ঘরবন্দি। এই সকল শ্রমজীবীদের কোন বিকল্প আয়ের উৎস নেই। পরিবার-পরিজন নিয়ে তাদের জীবন ভীষণ কষ্টে অতিবাহিত হচ্ছে। তাদের ঘরে নেই পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী। ফলে কর্মহারিয়ে আজ তারা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ছে। এই সংকটে সবচেয়ে বেশী কষ্টে আছে যারা দিন আনে দিন খায় এমন শ্রমিকরা। শামসুল ইসলাম বলেন, গত বছর লকডাউনে সরকারি-বেসরকারি ও বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্যোগে শ্রমজীবী মানুষদের সহযোগিতা করলেও এবার তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এবারের লকডাউনে তাই কর্মহীন ক্ষুধার্ত শ্রমজীবীদের অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এই মহাসংকট থেকে কর্মহীন ক্ষুধার্ত শ্রমজীবীদের সাহায্যার্থে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে। এর পাশাপাশি আমি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিটি জেলা-মহানগরী, উপজেলা ও থানা, ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

জনাব ইসলাম আরো বলেন, করোনা মহামারীতে আক্রান্ত প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষের সুচিকিৎসার জন্য সরকারের তরফ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিনা চিকিৎসায় একজন শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যুও কোনভাবে কাম্য নয়। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিটি নেতাকর্মীকে করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। ঔষুধপত্রের ব্যবস্থা করাসহ চিকিৎসার সার্বিক তদারকি করতে হবে। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যবরণকারীদের দাফনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, অত্যন্ত বেদনার সাথে আমরা লক্ষ্যকরছি, জাতির এই দুঃসময়েও একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তথা চাল, ডাল ও তেলসহ বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। কর্মহীন আয় শূন্য মানুষদের পক্ষে যা ভীষণ পীড়াদায়ক। অবিলম্বে এই সকল অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সকল খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রীর ক্রয় মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য সরকারের প্রতি বিশেষ অনুরোধ করছি। পরিশেষে জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, জাতি একটি কঠিন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই অবস্থা উত্তরণের জন্য আমাদের সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ করতে হবে। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে করোনা মহামারীতে থেকে উত্তরণের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ার মাধ্যমে অসহায় কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

ঈদের ছুটির পূর্বে শ্রমিকের বকেয়া বেতন ও উৎসব ভাতা পরিশোধ করতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারন সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের দেশে আগামী ২১ জুলাই ঈদুল আযহা উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এই দেশের নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষরা শুধুমাত্র ঈদ কেন্দ্রীক উৎসব ভাতা পেয়ে থাকেন। দুঃখজনক হলেও সত্য উৎসব ভাতা দেওয়া নিয়ে প্রতি বছর শ্রমজীবী মানুষদের সাথে টালবাহানা করা হয়। অন্যদিকে অসংখ্য শ্রমিকের নিয়মিত বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে না। মাসের পর মাস শ্রমিকের বকেয়া বেতন আটকে পড়ে আছে। যা মোটেও কাঙ্খিত না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা প্রতি বছর প্রত্যক্ষ করছি ঈদের একদিন আগে নামকাওয়াস্তে বেতন-ভাতা দিয়ে শ্রমিকদের বিদায় করা হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষরা প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য যখন তাদের কণ্ঠ সুউচ্চ করে তখন মালিক পক্ষ থেকে শ্রমিকদের চাকুরী থেকে ছাটাইয়ের হুমকি দেওয়া হয়। চাকরি বাঁচানোর তাগিদে মালিক পক্ষের অন্যায় আচরণ শ্রমিকরা নিরবে নিভৃতে সহ্য করে যায়। অবিলম্বে আমাদের এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ঈদের ছুটির পূর্বে শ্রমিকের বকেয়া বেতনসহ উৎসব ভাতা পরিশোধ করতে হবে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, বৈশ্বিক মহামারীর কারণে চলা কঠোর লকডাউনে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষরা ছিল অসহায়। কর্মহারিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে নির্মম কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে। দুবেলার দু'মুঠো ভাত যোগাড় করতে বড় অংকের ঋণের বোঝা মাথায় নিতে হয়েছে। এই সকল শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘব করতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের জন্য বিশেষ বরাদ্ধ দিতে হবে। সরকার কর্তৃক বরাদ্ধ সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করতে হবে।নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ঈদ উৎসবকে পরিপূর্ণ করতে সরকার ও মালিক পক্ষকে একসাথে কাজ করতে হবে। কোন শ্রমিকের ঈদ উৎসব যেন মলিন না হয়ে যায় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ঈদের পূর্বে টালবাহানার মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হলে এর দায় সরকার ও মালিক পক্ষকে নিতে হবে। এই ব্যাপারে আমরা সরকারকে এখনই উদ্যোগি হওয়ার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। পরিশেষে নেতৃবৃন্দ বলেন, করোনার উচ্চমাত্রার প্রকোপ অব্যাহত আছে। এমতাবস্থায় সকল শ্রমজীবী ভাইবোনদের যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান করছি। কল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মালিক ভাইদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ করছি।

ঈদুল আজহা উপলক্ষে সর্বস্তরের শ্রমজীবী ভাই-বোনসহ দেশবাসীকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শুভেচ্ছা

ঈদুল আজহার আনন্দবার্তা অসহায় দুস্থ শ্রমজীবী মানুষের ঘরে পৌছে দিতে সামর্থ্যবানরা এগিয়ে আসুন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান দেশে ও প্রবাসে অবস্থানরত সর্বস্তরের শ্রমজীবী ভাই-বোনসহ দেশবাসীকে পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। গত ১৮ জুলাই রবিবার এক যৌথ শুভেচ্ছা বার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, ঈদুল আজহা ত্যাগ-তিতীক্ষার এক

ঐতিহাসিক অনুপম দৃষ্টান্ত। আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পাপ-পঙ্কিলতা পরিত্যাগ করে মনের পশুত্বকে কোরবানি দেওয়ার নাম ঈদুল আজহা। ঈদুল আজহার শিক্ষা আমাদেরকে সকল প্রকার জুলুম-শোষণের মূলোচ্ছেদ করে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়ে একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করতে উজ্জীবিত করে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ঈদুল আজহার শিক্ষা হল আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য করা। দুনিয়াবী সকল ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর ভালোবাসার উর্ধ্বে উঠে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা হল মুসলমানিত্ব। এটা করে গেছেন আমাদের মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম (আঃ)। জীবনের সর্বাধিক প্রিয় একমাত্র সন্তানকে নিজ হাতে কোরবানি করার কঠিনতম কাজ করতে গিয়ে তিনি আল্লাহর প্রতি অটুট আনুগত্য ও গভীর প্রেম এবং তাওহীদ ও তাকওয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এর মাধ্যমে ইব্রাহিম (আঃ) অনাগত মানুষের নিকট আত্মসমর্পণের বাস্তব শিক্ষা রেখে গেছেন। ইব্রাহিম (আঃ) আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোরবানির পশুর সাথে আমাদের মনের পশুত্বকে কোরবানি দিতে হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ঈদুল আজহা মানুষে মানুষে মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়ে যায়। ঐক্য, একাত্মবাদ, সাম্য-শান্তি, ধৈর্য ও ক্ষমার কথা বলে যায়। আমাদের স্মরণ করে দেয় আমরা সবাই আদম (সাঃ) সন্তান ও এক অভিন্ন পরিবার। ধনী-গরীবের ভেদাভেদ আমাদের মধ্যে থাকতে পারেনা। সুতরাং ঈদুল আজহা উদযাপনের মধ্য দিয়ে শ্রেণি বৈষম্যের ভেড়াজাল ছিন্ন করে সকল মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ স্মরণকালের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছে। মহামারী করোনা ভাইরাসের উচ্চমাত্রার সংক্রমণ রোধ করতে গিয়ে সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউনে এদেশের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ চলা এই সংক্রমণের শেষ কোথায় আমরা জানি না। দেশের প্রায় সাড়ে ৭ কোটি মানুষ শ্রমজীবী। লকডাউনের কারণে কর্ম হারিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছে এই সকল মানুষ। বিশেষত যারা দিন মজুর, দিনে এনে দিনে খায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। কর্মহীন মানুষগুলো পরিবার পরিজন নিয়ে নিদারুণ কষ্টে আছে। এই পরিবার গুলোতে নিত্য দিনের খাদ্য সামগ্রীর চরম সংকট চলছে। এই অসহায়-দুস্থ মানুষের সহায়তায় সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার জন্য আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বিভিন্ন কল-কারখানায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকরা কাজ করে যাচ্ছে। সকল কল-কারখানায় শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করুন। আগামী ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে সকল শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও উৎসব ভাতা পরিশোধ করুন। কোনভাবে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকুন। পরিশেষে নেতৃবৃন্দ শ্রমজীবী মানুষসহ দেশবাসীর কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে আল্লাহ রাব্বুল নিকট দোয়া করেন। মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর সাহায্য চান। পবিত্র ঈদুল আজহার শিক্ষা আমাদের জীবনে যেন অনাবিল প্রশান্তির বার্তা নিয়ে আসে তার জন্য বিশেষভাবে আল্লাহর কাছে নিবেদন করেন। সর্বোপরি ঈদুল আজহার আনন্দবার্তা প্রতিটি অসহায় দুস্থ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিতে সমাজের বিত্তবানদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে আহবান জানান।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ ১০ জন নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও নিঃশর্ত মুক্তি দাবি

সরকার মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ভুলুণ্ঠিত করে ক্ষমতার মসনদ চিরস্থায়ী করতে চাইছে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ৭ সেপ্টেম্বর এক যৌথ বিবৃতিতে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানী ঢাকা থেকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ ১০ জন নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার দেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ভুলুণ্ঠিত করে ক্ষমতার মসনদ চিরস্থায়ী করতে চাইছে। মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিতে তাদেরকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা অবিলম্বে মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ সকল রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছি। নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে ভিন্ন ভিন্ন দলমত করার অধিকার দিয়েছে। গণতন্ত্র ও দেশের স্বার্থে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমরা আশংকার সাথে লক্ষ্য করছি সরকার এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য বিরোধী মতের দমনে উঠে পড়ে লেগেছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য এটি ভালো লক্ষণ নয়। সুস্থির গণতন্ত্রের স্বার্থে সকল নাগরিক ও দলকে তাদের স্ব স্ব রাজনৈতিক চর্চা ও বাক স্বাধীনতা প্রদান করতে আমরা সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজনৈতিক বন্দিদের কারাগারে রেখে দেশের উন্নয়ন হতে পারে না। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সকল দল মতের নাগরিকদের নিয়ে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চলমান পুলিশি হয়রানি ও মিথ্যা বানোয়াট মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সকল রাজবন্দিদের আশু মুক্তি দিতে আমরা সরকারের প্রতি পুনরায় আহবান জানাচ্ছি।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও নিঃশর্ত মুক্তি দাবি

রাতের আঁধারে একজন সাবেক এমপিকে গ্রেফতার সরকারের ঘৃণ্য ফ্যাসিবাদী আচরণের বহিঃপ্রকাশ : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খাঁন ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ৯ সেপ্টেম্বর এক যৌথ বিবৃতিতে গত ৮ সেপ্টেম্বর রাত ১ ঘটিকায় রাজধানী ঢাকার উত্তরা থেকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের একজন সাবেক আইন প্রণেতাকে রাতের আঁধারে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে সরকার তার ঘৃণ্য ফ্যাসিবাদী আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। আ ন ম শামসুল ইসলাম দেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সরকার প্রতিহিংসামূলক ভাবে তার বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা, বানোয়াট ও

ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করে অন্যায্য রাজনৈতিক খেলায় মেতে উঠেছে। আমরা সরকারের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আপনাদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন। অবিলম্বে আ ন ম শামসুল ইসলামকে নিঃশর্ত মুক্তি দিন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা লক্ষ করছি সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একের পর এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে। আ ন ম শামসুল ইসলাম সরকারের প্রতিহিংসামূলক অসংখ্য মামলার শিকার। তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সকল মামলায় জামিন নিয়েছেন এবং নিয়মিত কোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন। এতদ্বসত্ত্বেও সরকারের নগ্ন ইশারায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোন ওয়ারেন্ট ছাড়া সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তাকে গ্রেফতার করেছে। এইভাবে রাতের আঁধারে একজন সাবেক জনপ্রতিনিধিকে গ্রেফতার করে সরকার তার ফ্যাসিবাদী রূপ জনগণের সামনে বারংবার তুলে ধরছে। ভোটার বিহীন নির্বাচন করে সরকার জনগণের মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে যেকোন সময় তার গণবিস্ফোরণ ঘটবে। সরকারের আশংকা আ ন ম শামসুল ইসলামের মত দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের হাত ধরে তাদের পতন ত্বরান্বিত হবে। তাই আজ সরকার নিজেদের মসনদ ধরে রাখতে রাজনৈতিক ময়দান থেকে প্রথম সারির নেতৃত্বকে সরিয়ে দিতে ষড়যন্ত্রের মহোৎসবে মেতে উঠেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আ ন ম শামসুল ইসলাম দেশের গণমানুষের ও শ্রমিকদের প্রাণপ্রিয় নেতা। তাকে গ্রেফতার করে আপনারা কোটি কোটি শ্রমিকের হৃদয়ে আঘাত দিয়েছেন। জনতার হৃদয়ে আঘাত দিয়ে পৃথিবীর কোন পরাশক্তি স্বৈরাচার সরকার নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেনি। আপনারা হামলা মামলা দিয়ে যে ফ্যাসিবাদী ও অগণতান্ত্রিক আচরণ শুরু করেছেন আপনাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। বাংলাদেশের জনগণ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য অচিরে রাজপথে নেমে আসবে। সেদিন আর বেশী দূরে নয়। সুতরাং অনতিবিলম্বে আ ন ম শামসুল ইসলামসহ সকল রাজবন্দিদের আশু মুক্তি দিন। অন্যথায় জনগণ তাদের নেতাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে দেশে কোন ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে এর জন্য আপনারা দায়ী থাকবেন।

মিথ্যা, বানোয়াট ও সাজানো ভিত্তিহীন মামলায় গ্রেফতার আ ন ম শামসুল ইসলামের ৪ দিনের রিমান্ড বাতিল পূর্বক নিঃশর্ত মুক্তি দাবি

অবিলম্বে রিমান্ড বাতিল করে আ ন ম শামসুল ইসলামকে মুক্তি দিন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খাঁন ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ১০ সেপ্টেম্বর এক যৌথ বিবৃতিতে গত ৮ সেপ্টেম্বর বুধবার দিবাগত রাত রাজধানী ঢাকার উত্তরা থেকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে তার নামে মিথ্যা, বানোয়াট ও সাজানো ভিত্তিহীন মামলা দেওয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে নেতৃবৃন্দ বলেন, গ্রেফতারের প্রায় ৩৬ ঘন্টা পর আদালতে তুলে বানোয়াট ও মিথ্যা মামলায় পুলিশি রিমান্ড চাওয়া আইনের শাসন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আ ন ম শামসুল ইসলাম দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় সজ্জন রাজনীতিবিদ ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য। এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঠুনকো মামলা দিয়ে পুলিশি রিমান্ড চাওয়া ও আদালত জামিন বিবেচনা না করে ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা সত্যিই দুঃখজনক।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আসামীকে আদালতে হাজির করতে দেশের উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আ ন ম শামসুল ইসলামকে গ্রেফতারের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিজেদের হেফাজতে ৩৬ ঘন্টার অধিক সময় রেখেছে। এতে স্পষ্ট হচ্ছে আ ন ম শামসুল ইসলাম অপরাধী নয় বরং সরকারের রাজনৈতিক হীন ষড়যন্ত্রের শিকার। আমরা সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই, জনগণ আপনাদের ষড়যন্ত্র বুঝে গেছে। দেশ পরিচালনার সীমাহীন ব্যর্থতা আড়াল করতে ও শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে আপনারা নতুন খেলায় মেতে উঠেছেন। অবিলম্বে এই খেলা বন্ধ করুন। জনগণের নেতাকে জনতার মাঝে ফিরিয়ে দিন। অন্যথায় জনগণ তাদের নেতাকে ফিরিয়ে আনতে রাজপথে নেমে এসে আপনাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙা জবাব দিতে প্রস্তুত আছে। আমরা বিশ্বাস করি অচিরে আপনাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। আ ন ম শামসুল ইসলামসহ সকল রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে জনতার মনের অবস্থা বুঝতে বাধ্য হবেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আ ন ম শামসুল ইসলাম দেশমাতৃকার সমৃদ্ধ ও উন্নতির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিতে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। এমন একজন সজ্জন রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা নিতান্ত হাস্যকর বলে আমরা মনে করি। আমরা প্রত্যাশা করি মাননীয় আদালত সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আ ন ম শামসুল ইসলামের রিমান্ড বাতিল ও আশু মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে জেলা ও মহানগরী কার্যনির্বাহী সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে : ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, শ্রমিকের রক্ত ঘামে দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরলেও শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। স্বাধীনতার পঞ্চাশটি বছর অতিক্রম করলেও দেশে সুষ্ঠু শ্রমনীতি প্রণিত হয়নি। তাই আজও শ্রমজীবী মানুষরা সমাজ ও রাষ্ট্রে অবহেলিত থেকে গেছে। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে অনেক শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা হলেও তারা কেউ শ্রমিকের সত্যিকারের কল্যাণার্থে কাজ করছে না। এমতাবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। তাই শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ইসলামের পতাকাবাহী সংগঠন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি গত (২৫ সেপ্টেম্বর-শনিবার) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত জেলা ও মহানগরী সমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী শিক্ষাশিবিরের প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরিউক্ত কথা বলেন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ

খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, মাওলানা এটিএম মাছুম, মাওলানা এইচ এম আব্দুল হালিম, এ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রাব্বানী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমানসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, শ্রমজীবী মানুষের অঙ্গন বহুমুখি সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্যা সমাধানে তিনটি পক্ষের সম্বনয় প্রয়োজন। এই তিনটি পক্ষ হলো উদ্যোক্তা বা মালিক পক্ষ, যারা শ্রম বিনিয়োগ করেন সেই শ্রমিক পক্ষ এবং যারা উদ্যোক্তা ও শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করেন সেই ভোক্তা পক্ষ। এই তিনটি পক্ষের কেউ যদি কারো বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলো আর এগিয়ে যাবে না। এই বৃহত্তর ময়দান পিছিয়ে যাবে। ক্রমাগত সংঘাত, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের দিকে যাবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শুধু শ্রমিকদের সংগঠন না। বরং এটি শ্রমিক মালিক ও ভোক্তাদের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া এক অনন্য সংগঠন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যেমনিভাবে শ্রমিকদের মনে করিয়ে দেয় সততা ও জিম্মাদারির সাথে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে। আল্লাহর দেওয়া মেধা ও শক্তি নিয়ে মালিকের পাশে দাঁড়াতে, আন্তরিকতার সাথে তার কর্তব্য সম্পন্ন করতে । তেমনিভাবে মালিকপক্ষকে স্মরণ করে দেয় শ্রমিকদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে। কলকারাখানায় শ্রম বান্ধব পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। যথাসময়ে শ্রমিকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দিতে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য বাসস্থান ও স্বাস্থ্যসেবাসহ নিত্য প্রয়োজন পূরণ করতে মালিক পক্ষের প্রতি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আহবান জানায়। উপরিউক্ত বিষয়গুলি যদি মালিক পক্ষ পূরণ করতে পারে তাহলে মালিক শ্রমিক এক পরিবারের অংশ হয়ে যাবে। মালিক শ্রমিকের ঐক্যের মাধ্যমে কারখানার উন্নতি সাধিত হবে। পণ্যের মান বৃদ্ধি পাবে। আর পণ্যের মান বৃদ্ধি পেলে ভোক্তাও মালিকের উদ্যোগ ও শ্রমিকের শ্রম উচ্চমূল্যে ক্রয় করবে।

তিনি আরো বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে তিন পক্ষের মধ্যে সাধন করতে হবে। কারো সাথে কারো সংঘাত সৃষ্টি করা যাবে না। বরঞ্চ পরস্পরকে পরস্পরের সম্পূরক বানাতে হবে। সত্যিকারের কল্যাণ করতে এই পথে হাঁটতে হবে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত শ্রমজীবী মানুষদের পুঁজি করে একদল মানুষ নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। অনেক সংগঠন শ্রমিকদের রক্ত বিক্রি করে শ্রমজীবী মানুষদের ধোঁকা দিয়েছে। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেনশনের নেতাকর্মীরা নিস্বার্থভাবে শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি দেশের মুক্তিকামী মানুষের জনপ্রিয় নেতা ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য। তার মত সজ্জন ব্যক্তি সরকারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও অমানবিক আচরণের শিকার। তিনি ডায়বেটিস ও উচ্চরক্তচাপসহ নানামুখি রোগে আক্রান্ত। আমি তাকে আশু মুক্তি দিতে সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। আ ন ম শামসুল ইসলামসহ তার সঙ্গীদের কারাভোগ এদেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মুক্তির উছিলা হোক।

ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলার যৌথ উদ্যোগে সদস্য শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলার যৌথ উদ্যোগে গত ২৪ আগস্ট সদস্য শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চগড় জেলা সভাপতি মাওলানা মোঃ হাসান আলীর সভাপতিত্বে ও পঞ্চগড় জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ তোফায়েল প্রধানের পরিচালনায় উক্ত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং রংপুর অঞ্চলের পরিচালক মোঃ গোলাম রব্বানী, ঠাকুরগাঁও জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ আব্দুল হাকিম, পঞ্চগড় জেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ ইকবাল হোসাইন, অঞ্চল সহকারী পরিচালক অধ্যাপক মোঃ আবুল হাসেম বাদল। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান।

নারায়ণগঞ্জ জেলার দায়িত্বশীল শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

গত ৬ আগস্ট শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে থানা,উপজেলা এবং বিভিন্ন সেক্টর ও ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের নিয়ে শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় । জেলা সভাপতি আসগার ইবন হযরত আলীর সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদারের সঞ্চালনায় উক্ত শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান , ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব মমিনুল হক সরকার, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা অঞ্চল দক্ষিণের পরিচালক এড. আলমগীর হোসাইন , কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম , কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক এস এম শাজাহান প্রমুখ।

ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার অগ্রসর কর্মী শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও জেলার উদ্যোগে গত ৪ আগষ্ট বুধবার এক ভার্চুয়ালী অগ্রসর কর্মী শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমানের পরিচালনায় ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ বদরুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক মোঃ হারুন অর রশিদ খান । বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ গোলাম রব্বানি, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, ঠাকুরগাঁও জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ আব্দুল হাকিম। এসময় আরো বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রংপুর অঞ্চল সহকারী পরিচালক অধ্যাপক মোঃ আবুল হাসেম বাদল, জেলার অন্যতম উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ বেলাল উদ্দিন প্রধান, উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ ফজলে রাব্বী মর্তুজাবী ।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে উপজেলা দায়িত্বশীল শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দকিক্ষণ জেলার উদ্যোগে উপজেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে গত ৭ আগস্ট শনিবার শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি মুহাম্মদ নূরুল হোসাইনের সভাপতিত্বে ও সধারণ সম্পাদক আরিফুর রশিদের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা উপাধ্যক্ষ আব্দুর রব। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার প্রধান উপদেষ্টা জাফর সাদেক, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ ইসহাক, ফেডারেশনের দক্ষিণ জেলার সাবেক সভাপতি মাষ্টার মনসুর আলী। শিক্ষা শিবিরে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি রফিক বশরী, শ্রমিক নেতা শফিউল আলম।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে দায়িত্বশীলদের নিয়ে গত ১৩ আগস্ট শুক্রবার ভার্চুয়ালি এক শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরীপরিষদ সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ মহানগরী সভপতি হাফেজ আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে এবং মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসাইন মুন্নার সঞ্চালনায় উক্ত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর অন্যতম উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল কাইউম, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা অঞ্চল দক্ষিণের পরিচালক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মো. ইকবাল হোসাইন ভূঁইয়া। উক্ত শিক্ষা বৈঠকে মহানগরী ও থানা পর্যায়ের সকল দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

নৌ-যান পরিবহন ও লোড-আনলোড সেক্টরের ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ আগস্ট শুক্রবার ফেডারেশনের নৌপরিবহন ও লোড-আনলোড সেক্টোরের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেক্টোরের সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা লস্কর মোঃ তসলিমের সভাপতিত্বে ও সেক্টোরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও অঞ্চল পরিচালক ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ।

সেবামূলক কার্যক্রম

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কদমতলী দক্ষিণ থানার উদ্যোগে কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কদমতলী দক্ষিণ থানার উদ্যোগে কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। গত ১৩ জুলাই বুধবার কদমতলী দক্ষিণ থানা সভাপতি মোঃ গোলাম রসূলের সভাপতিত্বে ও কদমতলী দক্ষিণ থানার সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রিপনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের অন্যতম উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম মাসুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও মহানগরীর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাফিজুর রহমান, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা মিঠু, মহানগরী ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম , এছাড়াও কদমতলী থানার বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে ড্রাইভারদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে গত ১৪ জুলাই বুধবার ড্রাইভারদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সিএনজি শাখার সভাপতি আবু বকরের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ড্রাইভারদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেণ বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কবির আহমাদ। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সবুজবাগ থানা সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, শ্রমিক নেতা ওমর ফারুক প্রমুখ।

খাগড়াছড়ি জেলার উদ্যোগে কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলার উদ্যোগে গত ১৪ জুলাই বুধবার লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্থ কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি মোঃ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ অলিউর রহমানের পরিচালনায় ক্ষতিগ্রস্থ কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেয়া হয়। এসময় জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগন উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। গত ১৬ জুলাই শুক্রবার ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ময়মনসিংহ মহানগরীর সভাপতি আনোয়র হাসান সুজনের

সভাপতিত্বে ও মহানগরীর ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক জুবায়ের আল মাহমুদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদান করেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা কামরুল আহসান ইমরুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর অন্যতম উপদেষ্টা মাহবুব হাসান শামিম। এসময় আরোও উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর কোষাধ্যক্ষ শ্রমিক নেতা মেহেদী হাসান, শ্রমিক নেতা ফেরদৌস আলম, মমতাজউদ্দীন প্রমুখ। এছাড়াও মহানগরীর রেজিস্টার্ড বিভিন্ন ট্রেড,বই বাঁধাই, প্রেস, কাঠমিস্ত্রি, নির্মাণ, দর্জি, ইটভাটা, রিকশা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের বাড়িতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়।

ঠাকুরগাঁও শহর শাখার উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও শহর শাখার উদ্যোগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। গত ১৬ জুলাই সোমবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও শহর শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট মোঃ বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে ও শহর সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ আব্দুল হালিমের পরিচালনায় প্রায় অর্ধশতাধিক বিভিন্ন পেশার ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের শহর শাখার সহ-সভাপতি শ্রমিক নেতা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাইমেশিন বিতরন ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত ট্রেড ইউনিয়ন পরিবার ও দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাইমেশিন বিতরন ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন, জেলা দফতর সম্পাদক কামরুল হাসান, মেডিকেল বিভাগের সভাপতি মাসউদুর রহমানসহ জেলার ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর জেলার উদ্যোগে কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পিরোজপুর জেলার উদ্যোগে গত ১৪ আগস্ট রবিবার লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্থ কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ জহিরুল হকের সভাপতিত্বে ও জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্মাণ শ্রমিক নেতা সিরাজুল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের পিরোজপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা জননেতা অধ্যক্ষ তোফাজ্জল হোসেন ফরিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার উপদেষ্টা সাবেক ছাত্রনেতা শেখ আব্দুর রাজ্জাক এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা টিমসদস্য শ্রমিক নেতা রাকিবুল হাসান, পৌরসভার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, টিম সদস্য হাসান মাতুব্বর, সদর উপজেলার সাধারন সম্পাদক শ্রমিক নেতা মাসুম বিল্লাহসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

গুরুদাসপুর উপজেলার স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে দেশি মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঐতিহাসিক চলনবিলে দেশি শিং মাছসহ বিভিন্ন মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ বেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পোনা অবমুক্তকরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরীকমিটির সদস্য ও রাজশাহী মহানগর সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আব্দুস সামাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর জেলা সভাপতি ড. মোঃ জিয়াউল হক জিয়া। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন গুরুদাসপুর কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ শোয়ায়েব হোসেন, ফার্ণিচার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সের মাহমুদ প্রমুখ।

কুমিল্লা উত্তর জেলার উদ্যোগে রিকশা-ভ্যান শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের মুরাদনগর উপজেলার ধামঘর ইউনিয়নের উদ্যোগে রিকশা-ভ্যান শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ফেডারেশনের ধামঘর ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আবু হানিফের সভাপতিত্বে ও ধামঘর ইউনিয়ন রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহ আলমের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের কুমিল্লা জেলা উত্তরের সহ-সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ওয়াপিউল্লাহ, ধামঘর ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল আউয়াল প্রমুখ।

সড়ক দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিক শামীম হোসেনকে কর্মসংস্থানের জন্য নগদ অর্থ প্রদান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহরের উদ্যোগে নামুজা ইউনিয়নে সড়ক দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিক মোহাম্মদ শামীম হোসেনকে কর্মসংস্থানের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ফেডারেশনের নামুজা ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ শাহিনুর আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলামের পরিচালনায় নগদ অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের বগুড়া শহরের সভাপতি আজগর আলী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মনোয়ার হোসেন ঈসা, এনামুল হক, ওয়ায়েজ কুরুনী প্রমুখ।

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে দেশব্যাপি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের

বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে রাজধানীতে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের মুক্তির দাবিতে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে গত ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম , কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাফিজুর রহমান, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা মিঠু, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কার্যনির্বাহী সদস্য ও মহানগরী ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম , মহানগরী দক্ষিণের কার্যনির্বাহী সদস্য ও দফতর সম্পাদক মহবুবর রহমান প্রমুখ।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মহিবকুল্লার নেতৃত্বে রাজধানীতে ঢাকা মহানগরী উত্তরের বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের মুক্তির দাবিতে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মহিবকুল্লার নেতৃত্বে মিছিলটি বসুন্ধরা ব্রিজ থেকে শুরু হয়ে কুড়িল বিশ্বরোডে সমাবেশের মাধ্যেমে শেষ হয়। উক্ত বিক্ষোভ মিছিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহ সভাপতি মিজানুল হক, সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল মান্নান পান্না, অধ্যাপক আব্দুল হালিম, মোঃ সুলতান মাহমুদ , কার্যকরী পরিষদের সদস্য আব্দুল হান্নান, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ আওলাদ হোসেন, খন্দকার শফিকুল আলম, মো. আব্দুল ওয়াদুদ প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগরী

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের নেতৃতে চট্টগ্রাম মহানগরীর বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের মুক্তির দাবিতে চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে গত ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে মিছিলটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মাধ্যেমে শেষ হয়। উক্ত বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরীর সহ-সভাপতি নজির হোসেন, সহ- সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ, আবু তালেব চৌধুরী, শ্রমিক নেতা মুহাম্মদ নুরুন্নবী, মোঃ আদনান,ইউনুছ আলি লিটন প্রমুখ।

সিলেট মহানগরী

সিলেট মহানগরী সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজুর নেতৃত্বে সিলেট মহানগরীর বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট মহানগরী সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজুর নেতৃত্বে মিছিলটি নগরীর বন্দরবাজারে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মাধ্যেমে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিলে আরো উপস্থিত ছিলেন সিলেট মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইয়াসীন খান,ফেডারেশনের সিলেট জেলা উত্তরের সভাপতি নিজাম উদ্দিন খান, জেলা দক্ষিণের সহ-সভাপতি রেহান উদ্দিন রায়হান, মহানগর সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্বাস আলী ও মিয়া মুহাম্মাদ রাসেল, শ্রমিক নেতা মোঃ আব্দুল জলিল, আব্দুল বাসিত মিলন, মুহিবুর রহমান শামীম ও গোলামুর রহমান গোলাপ, কার্যনির্বাহী সদস্য জাকির হোসেন, মুমিনুল ইসলাম আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

বগুড়া শহর

ফেডারেশনের বগুড়া শহর সভাপতি আজগর আলীর নেতৃত্বে বগুড়া শহরের বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের মুক্তির দাবিতে বগুড়া শহরের উদ্যোগে গত ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের বগুড়া শহর সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা আজগর আলীর নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মাধ্যেমে শেষ হয়। উক্ত বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম , সহ-সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস,সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল , জেলা প্রকাশনা সম্পাদক শাহজাহান সাজু , ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক হারুনুর রশীদ প্রমুখ।

দেশব্যাপী ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

খুলনা অঞ্চলের উদ্যোগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা অঞ্চলের উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল আযহা উত্তর ভার্চুয়ালী ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভপতি ও খুলনা অঞ্চলের পরিচালক মাষ্টার শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে এবং খুলনা অঞ্চল টিম সদস্য মোঃ আল ফিদা হোসেনের পরিচালনায় উক্ত ভার্চুয়ালী ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা মাওঃ আবুল কালাম আজাদ, খুলনা উত্তর জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা ইমরান হোসাইন, বাগেরহাট জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পূণর্বাসন সম্পাদক খান গোলাম রসুল, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও খুলনা মহানগরীর সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজী, ফেডারেশনের খুলনা অঞ্চল টিম সদস্য মোঃ নূরুল হুদা, মোঃ আজিজুর রহমান, আব্দুল খালেক হাওলাদার, ফেডারেশনের সাতক্ষিরা জেলা সভাপতি অধ্যাপক সুজায়াত আলী, খুলনা উত্তর জেলা সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা আল মুজাহিদ, খুলনা দক্ষিণ জেলা সভাপতি অধ্যাপক ওয়ালি উল্লাহ, বগেরহাট জেলা সভাপতি এস এম মঞ্জুরুল হক রাহাদ।

সিলেট অঞ্চলের উদ্যোগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট অঞ্চলের উদ্যোগে গত ৩১ জুলাই শনিবার পবিত্র ঈদুল আযহা উত্তর ভার্চুয়ালী ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সহকারী পরিচালক মাওলানা ফারুক আহমদের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফিজ আব্দুল হাই হারুন, সিলেট জেলা দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল হান্নান, সিলেট জেলা উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা হাফিজ মাওলানা আনোয়ার হোসেন খান, মৌলভীবাজার জেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল মান্নান, হবিগঞ্জ জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাস্টার আব্দুর রহমান, সুনামগঞ্জ জেলার উপদেষ্টা এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

নাটোর জেলার উদ্যোগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার উদ্যোগে গত ২৫ জুলাই রবিবার থানা,উপজেলা এবং বিভিন্ন সেক্টর ও ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীদের নিয়ে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি ড. মোঃ জিয়াউল হক জিয়ার সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আফতাব উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম রব্বানী। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মীর নুরুল ইসলাম। এছাড়াও জেলার সকল উপজেলা সভাপতি ,সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন সেক্টর ও ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পটুয়াখালী জেলার উদ্যোগে ঈদ পূনর্মীলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পটুয়াখালী জেলার উদ্যোগে থানা, উপজেলা এবং বিভিন্ন সেক্টর ও ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক ভার্চুয়ালী ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা সভাপতি মোঃ সাইদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক আল মামুনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মশিউর রহমান , ফেডারেশনের পটুয়াখালী জেলার সাবেক সভাপতি এডভোকেট মোঃ নাজমুল আহসান। এছাড়াও জেলার অন্যান্য দায়িত্বশীলসহ উপজেলা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ,বিভিন্ন সেক্টর ও ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল বৃন্দগন উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই বুধবার ভার্চুয়ালী ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও গাজীপুর মহানগরীর সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হাসানের পরিচালনায় উক্ত ভার্চুয়ালী ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ এস এম সানাউল্লহ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান, গাজীপুর মহানগরীর উপদেষ্টা মোঃ খাইরুল হাসান, নজরুল ইসলাম, আব্দুল হাই, ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরীর সাবেক সভাপতি আজহারুল ইসলাম, ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা সভাপতি এ টি এম আজাহারুল ইসলাম, সিলেট জেলা উত্তরের সভাপতি এড. মাওলানা নিজাম উদ্দিন খান প্রমুখ।

পঞ্চগড় জেলার উদ্যোগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পঞ্চগড় জেলার উদ্যোগে গত ২৫ জুলাই রবিবার এক ভার্চুয়ালী ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মাওলানা হাছান আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল প্রধানের পরিচালনায় উক্ত ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালক গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের উপদেষ্টা সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল খালেক, জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইকবাল হোসাইন, কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ও অঞ্চল সহকারী পরিচালক অধ্যাপক আবুল হাশেম বাদল।

মুন্সিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন মুন্সিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে এক ভার্চুয়ালি ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি খিজির আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও শ্রমিক নেতা মুক্তাদির হোসাইনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুন অর রশীদ খান, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা অঞ্চল দক্ষিণের পরিচালক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন এবং উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মাওলানা ফখরুদ্দিন রাজি ।

চাঁদপুর জেলার উদ্যোগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁদপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই রবিবার এক ভার্চুয়ালি ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক মোহাম্মাদ ইয়াহইয়ার পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রহিম পাটোয়ারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং নোয়াখালী জেলা সভাপতি এড. জহিরুল আলম। এছাড়াও জেলার সকল উপজেলা সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন সেক্টর ও ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল বৃন্দগন উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলার উদ্যোগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ জেলার উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই এক ভার্চুয়ালি ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মাহবুবুর রশিদ ফরাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু বকর ছিদ্দিক মানিকের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নূরুল আমিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা উপদেষ্টা মাওলানা মোজাম্মেল হক । মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন জেলা নোঙ্গর সাংস্কৃতিক সংসদের পরিচালক রিয়াদুল ইসলাম শাহীন, সংগীত পরিচালক সাইদুর রেজা।

কুমিল্লা মহানগরীর ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে ভার্চুয়ালী ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারন সম্পাদক ও কুমিল্লা অঞ্চল সহকারি পরিচালক ড.সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী । এসময় আরো বক্তব্য রাখেন মহানগরীর সহ-সভাপতি মাস্টার শফিউল্লাহ ।

টাঙ্গাইল জেলা শাখার ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন টাঙ্গাইল জেলার উদ্যোগে গত ৪ আগষ্ট বুধবার এক ভার্চুয়ালী ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়।

টাঙ্গাইল জেলা সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সরকার কবির উদ্দিনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান।

প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের টাঙ্গাইল জেলার প্রধান উপদেষ্টা আহসান হাবিব মাসুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা অঞ্চল উত্তরের পরিচালক মনসুর রহমান।

শোক বাণী

সাবেক এমপি শাহাজাহান চৌধুরীর মাতার ইন্তেকালে আ ন ম শামসুল ইসলামের গভীর শোক প্রকাশ

চট্টগ্রাম-১৪ আসনের সাবেক জাতীয় সদস্য কারাবন্দি জননেতা শাহাজাহান চৌধুরীর সম্মানিত মাতা জনাবা ছমুদা খাতুনের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। গত ২৮ জুন এক শোকবার্তায় তিনি মরহুমার কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন।

শোকবার্তায় তিনি মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমার নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন। উল্লেখ্য মরহুম ছমুদা খাতুন ২৭ জুন রাত ১১ ঘটিকায় নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউ-ন)। তিনি স্ত্রী, ৫ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ২৮ জুন বাদ যোহর মজিদিয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রথম জানাযা এবং ছমদর পাড়া নিজ বাড়িতে বিকাল ৫টায় দ্বিতীয় জানাযা শেষে তাকে সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জনাব শাহাজাহান চৌধুরী প্যারালালে মুক্তি পেয়ে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে অগ্নিকান্ডে অর্ধশতাধিক শ্রমিক নিহতের ঘটনায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গতকাল নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভূলতা কর্ণগোপ এলাকায় সেজান জুসের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে অর্ধশতাধিক শ্রমিক নিহত ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। নেতৃবৃন্দ গত ৯ জুলাই এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, দুর্ঘটনাস্থল থেকে ইতিমধ্যে অর্ধশতাধিক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো অসংখ্য শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ শ্রমিকদের দ্রুত উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিস সহ কর্তৃপক্ষের তৎপরতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের দেশের কল-কারখানাগুলোতে কিছুদিন পরপর দুর্ঘটনা ঘটছে। একেরপর এক দুর্ঘটনায় অসংখ্য শ্রমিকের প্রাণ অকালে ঝড়ে যাচ্ছে। যা মোটেও প্রত্যাশিত না। মূলত কলকারখানা গুলোর দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী না হওয়ার দরুণ এই মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। একেকটি দুর্ঘটনায় অসংখ্য শ্রমিক পরিবার নিস্ব হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য শ্রমিক নিহত হচ্ছে। বিপুল পরিমান শ্রমিক পঙ্গুত্বের শিকার হয়ে কর্ম অক্ষম হয়ে যাচ্ছে। দেশের উন্নতি সমৃদ্ধি পিছিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা কে পরিত্রাণ অতীব জরুরী।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের সেজান জুসের কারখানার অগ্নিকান্ডের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। অবিলম্বে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। তদন্ত রিপোর্ট জাতির সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি আগামী দিনে এই দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে উল্লেখ করতে হবে। দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দ্রুততম সময়ের মধ্যে দিতে হবে। আহতদের সুচিকিৎসা ও সার্বিক ব্যয়ভার বহন করতে সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। নেতৃবৃন্দ অগ্নিকান্ডে নিহত শ্রমিকদের রুহের মাগফেরাত ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট দোআ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভর্তি চলছে **ভর্তি চলছে** **ভর্তি চলছে**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের
কারিকুলামের আলোকে পরিচালিত
১মাস/৩মাস/৬মাস মেয়াদী
নিম্নোক্ত ট্রেড কোর্সে

ভর্তি চলছে

কোর্স সমূহ

গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড ফ্রিল্যান্সিং
কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন্স
ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট উইথ ফ্রিল্যান্সিং
মোবাইল ফোন সার্ভিসিং
আমিনশীপ/ভূমি জরিপ

পিনাকলের অনন্য বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পর্যাপ্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস
- আধুনিক পদ্ধতিতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস
- প্রতিটি ট্রেডের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ইন্সট্রাক্টর দ্বারা ট্রেনিং প্রদান
- উন্নত দেশের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত আধুনিক মেটারিয়ালস দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান
- Theory ও Practical এর জন্য আলাদা শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা
- সাপ্তাহিক পরীক্ষা ও এসেসমেন্ট এর ব্যবস্থা
- তুলনামূলক স্বল্প কোর্স ফী'তে সর্বোচ্চ শিক্ষা মানের নিশ্চয়তা
- Pinnacle Job Placement Cell এর মাধ্যমে সফল শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

পিনাকল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
PINNACLE TRAINING INSTITUTE

১০২/১ (৩য় তলা) শহীদ ফারুক সড়ক, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪ (ঢাকা ব্যাংক সংলগ্ন)
মোবাইল: ০১৭৩৯ ৯৯৫১৯৯, ০১৯৪৮ ৮৩৭৯৭২ Email: pinnacletrainingpt 2020@gmail.com

অবিস্মরণীয় সাফল্যগাঁথা

মেডিকেল কলেজ
ভর্তি পরীক্ষা
২০২০-২১

২য়

তানভীন

১ম

মুনমুন

৪র্থ

রাকিবুল

প্রথম ১০ এ ৮ জন
ডিএমসি তে ১৫৫ জন সহ
সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩১০৩+ জন

রেটিনা